গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৪-২০১৫

ড্রেজার দ্বারা নদী খনন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রকাশক
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
প্রকাশকাল ঃ নভেম্বর, ২০১৫

প্রকাশনা কমিটি

১।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-আহবায়ক
২।	মহাপরিচালক বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	-সদস্য
৩।	সদস্য যৌথ নদী কমিশন বাংলাদেশ	-সদস্য
৪।	যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-সদস্য
৫।	যুগ্ম-সচিব (বাজেট ও অডিট) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-সদস্য
৬।	যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন-১) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-সদস্য
৭।	যুগ্ম-প্রধান (পরিকল্পনা) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-সদস্য
৮।	মহাপরিচালক বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর	-সদস্য
৯।	মহাপরিচালক নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট	-সদস্য
১০।	মহাপরিচালক পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	- সদস্য
১১।	চীফ মনিটরিং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	-সদস্য
১২।	উপ-সচিব (প্রশাসন) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-সদস্য
১৩।	নির্বাহী পরিচালক সিইজিআইএস	-সদস্য
১৪।	নির্বাহী পরিচালক আইডব্লিউএম	-সদস্য
১৫।	যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন-২) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-সদস্য-সচিব

সার্বিক গ্রন্থণা ও সহযোগিতা
মোঃ সরফরাজ ওয়াহেদ
উপদেষ্টা, সিইজিআইএস

ডিজাইন ও গ্রাফিক্স
সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস)
বাড়ি ৬, সড়ক ২৩/সি, গুলশান ১, ঢাকা - ১২১২
মুদ্রণ
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

প্রকাশনা সহায়ক বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাবৃন্দ

আ ল ম আবদুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

মোঃ মোশাররফ হোসেন
যুগ্ম-সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

মির্জা তারিক হিকমত
উপ-সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

বেগম ফাহমিদা খানম
উপ-সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

ড. মোঃ রুহুল আমিন
পরিচালক (উপ-সচিব)
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

মোঃ মোফাজ্জল হোসেন
পরিচালক
যৌথ নদী কমিশন বাংলাদেশ

মাহবুবুর রহমান
পরিচালক, কার্যক্রম
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

মোঃ ইকরাম উল্লাহ
মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

কাজী রেজাউল করিম
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট

মোঃ আশরাফ আলী খান
ব্যবস্থাপক (মানব সম্পদ উন্নয়ন)
আইডব্লিউএম

সাইফুর রহমান
স্পেশালিস্ট
সিইজিআইএস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৪-২০১৫

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি
মন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বার্ষিক প্রতিবেদন জনগণের কাছে এ মন্ত্রণালয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আবহমান কাল থেকে এদেশের মানুষের জীবন-জীবিকা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও অর্থনীতি পানিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। সকলের প্রয়োজন মেটাতে এর আহরণ, উন্নয়ন ও ব্যবহার সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে হওয়া প্রয়োজন।

দেশের প্রায় ১ কোটি ১৮ লক্ষ হেক্টর ভূমির (নদী ও বনভূমি বাদে) মধ্যে প্রায় ৬১ লক্ষ হেক্টর জমিকে সেচ, বন্যানিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। ৭৯০টি সেচ, বন্যানিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণের ফলে বছরে প্রায় এক কোটি মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদিত হওয়ায় আমদানি হ্রাস পেয়েছে। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর এলাকার একমাত্র ফসল বোরো আগাম পাহাড়ী ঢলে প্রায়শঃ বিনষ্ট হয় যা বর্তমানে রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমান সরকারের ভিশন-২০২১, ডেল্টা প্ল্যান-২১০০, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনার আলোকে এ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে নদী ভাঙ্গন, নদী ভরাট, লবণাক্ততা এবং জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানে বৃহৎ নদীসমূহের নাব্যতা ও ধারণক্ষমতা পুনরুদ্ধারে 'ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ১৬.৫০০ বর্গ কিঃমিঃ ভূমি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। ঢাকা মহনগরীর চতুর্পাশে বহমান নদীগুলোতে বিশুদ্ধ পানি প্রবাহ অব্যাহত রাখা এবং নদীগুলোর প্রশস্থতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে অন্তর্ভূক্ত করে 'বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার' প্রকল্পটি পুনঃপ্রণয়ন করা হয়েছে। ঢাকার পূর্বাঞ্চল-কে বন্যামুক্ত করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'ঢাকা সমন্বিত বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ-কাম-বাইপাস সড়ক বহুমুখী প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন আছে। এর ফলে ঢাকার পূর্বাঞ্চল সম্পুর্ণ বন্যামুক্ত হওয়ার পাশাপাশি দেশের উত্তর বঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণ বঙ্গের (চট্টগ্রাম ও সিলেট) যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর হবে। বঙ্গবন্ধু ব্রীজ হতে উজানে যমুনা নদীর ডানতীর স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ব্রীজ হতে যমুনা নদীর ডান তীর বরাবর কুড়িগ্রামের কাউনিয়া পর্যন্ত ১৩৭ কিঃমিঃ স্থায়ী বাঁধের উপর চার লেন বিশিষ্ট রাস্তা নির্মাণের জন্য River Dredging, River Management & Bank Improvement Project (RMIP) গ্রহণ করা হয়েছে, যা তিনটি পর্যায়ে বাস্তবায়িত হবে। বঙ্গবন্ধু ব্রীজ হতে যমুনা নদীর ভাটিতে চলমান প্রকল্পের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে নদী তীর সংরক্ষণ ও বাঁধ নির্মাণের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব প্রতিরোধ, লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধ ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৭টি পোল্ডারে বাঁধের উচ্চতা ও প্রশস্থতা বৃদ্ধি এবং অভ্যন্তরীণ নিষ্কাশনের জন্য Costal Embankment Improvement Project (CEIP) গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, যা সমগ্র দেশের মোট এলাকার ৩৭ শতাংশ গঙ্গা নদীর পানির উপর নির্ভরশীল। দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক এই অঞ্চলে বসবাস করে। এ অঞ্চলের জনগণের জীবনমান উন্নয়ন, লোনা পানির অনুপ্রবেশ রোধ, সেচ সুবিধা বৃদ্ধি, পানির স্তর উন্নীতকরণ, নদী ভাঙ্গন নিরসন ও সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য রক্ষাকল্পে গঙ্গা ব্যারেজ হতে নেয়া হয়েছে। বন্যা প্রতিরোধ ও নদী ভাঙ্গন রোধে জরুরী ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণ এবং বিশেষ অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য 'বাংলাদেশের নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন', বাংলাদেশের নদী/শাখা নদী ও চর ড্রেজিং, এবং 'Rehabilitation of Embankment & Re-excavation of Rivers/Khals' শীর্ষক ৩টি গুচ্ছ প্রকল্পের প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। প্রকল্পগুলো অনুমোদিত হলে জরুরী ও আপদকালীন সময়ে বিভিন্ন এলাকায় কার্যক্রম গ্রহণ সহজতর হবে এবং ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন কৃষি ফসলাদিসহ জনসাধারণের জানমাল নিরাপদ হবে।

সার্বিকভাবে বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে।

আমি এ প্রতিবেদন প্রস্তুতের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এর সফলতা কামনা করছি।

(আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এমপি)

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, বীর-প্রতীক, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বার্ষিক প্রতিবেদনে মন্ত্রণালয়ের সারা বছরের কাজ সুবিন্যস্ত থাকে। এ প্রতিবেদন জনগণের তথ্য জানার অধিকারকেও নিশ্চিত করে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-১৫ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে জীবনকে বাজি রেখে আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। দেশের মানুষকে দারিদ্রের কষাঘাত থেকে রক্ষা করে তাদের মুখে হাসি ফোটানো এবং একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা ছিল বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লালিত স্বপ্ন। জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালের মধ্যে এ দেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে রূপকল্প ২০২১ ঘোষণা করেছেন। এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন আমাদের অঙ্গীকার। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় কাজই দেশের অর্থনৈতিক চাকাকে আরো গতিশীল করে একটি ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রয়াস।

এদেশের মানুষের জীবন আর জীবিকার সাথে জড়িয়ে আছে নদী। নদীমাতৃক এ দেশে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের পানি সম্পদের সার্বিক উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, যৌথ নদী কমিশন আর বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর এ ৫টি সংস্থা ছাড়াও ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং এবং সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস নামক ২টি পাবলিক ট্রাস্ট এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়টি জনকল্যাণে কাজ করছে। পানি সম্পদ সংক্রান্ত নীতি, পরিকল্পনা, কর্মকৌশল, আইন, বিধি-বিধান প্রণয়ন এ মন্ত্রণালয়ের রেগুলেটরী কাজগুলোর অন্যতম। নদী এবং নদী অববাহিকার উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বন্যা পূর্বাভাস, সেচ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, নদী-ভাঙ্গনরোধ, বাঁধ ও ব্যারেজ নির্মাণ, ভূমি পুনরুদ্ধার, আন্তর্জাতিক কমিশন এবং কনফারেন্সে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরাসহ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার যাবতীয় কাজ এ মন্ত্রণালয়ই করে থাকে। পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, আহরণ, বিতরণ, ব্যবহার, সুরক্ষা ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে 'বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩'। ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদীর নাব্যতা রক্ষার কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। উপকূলীয় এলাকার বেড়ী বাঁধ নির্মাণ ও বিদ্যমান বাঁধ উঁচু করে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলা করা হচ্ছে। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এ মন্ত্রণালয়ের কাজের গুরুত্ব ও পরিধি প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-১৫ প্রকাশের উদ্দেশ্য সফল হবে মর্মে আশা করছি এবং এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, বীর-প্রতীক)
প্রতিমন্ত্রী

রমেশ চন্দ্র সেন এম.পি.
সভাপতি
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ,
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

বাণী

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশের প্রধান নদ-নদীর নাব্যতা রক্ষা এবং নদী ভাঙ্গনরোধকল্পে ক্যাপিটাল ড্রেজিংসহ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ প্রকল্প গ্রহণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি প্রকল্প বাস্তবায়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সে লক্ষ্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ/সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ এবং মন্ত্রণালয়ের আওতায় গঠিত ট্রাস্টসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ, নদী তীর ভাঙ্গনরোধ ও নদী শাসন, বন্যার আগাম পূর্বাভাস, উপকূলীয় বাঁধসহ বিভিন্ন ব্যারেজ নির্মাণ, জলাবদ্ধতা নিরসন প্রভৃতি কার্যক্রমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। সর্বোপরি, বিভিন্ন সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি প্রধান বাংলাদেশের ফসল উৎপাদনে ও খাদ্য নিরাপত্তায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এ মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক কর্মকান্ড বিষয়ে অবহিত রয়েছে এবং সময় সময় প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে। এ পর্যন্ত স্থায়ী কমিটির ১৫টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল বৈঠকের অধিকাংশ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে বা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এছাড়াও, এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে স্থায়ী কমিটি বিভিন্ন ইতিবাচক পরামর্শ প্রদান করে আসছে। এর ফলে মাঠ পর্যায়ের চাহিদাভিত্তিক প্রকল্প ও কর্মসূচী গ্রহণ ও সেগুলোর মান সম্মত বাস্তবায়নে গতিশীলতা এসেছে। সরকারি কার্যক্রম অংশীদারিত্বমূলক স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতা নিশ্চিতকল্পে এ প্রতিবেদন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক অর্জন জনগণ তথা দেশবাসীকে জানাতে সক্ষম হবে মর্মে আমি বিশ্বাস করি।

এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(রমেশ চন্দ্র সেন এম.পি.)
সভাপতি
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।

ড. জাফর আহমেদ খান
সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

মুখবন্ধ

দেশের পানি সম্পদের কার্যকর ও সফল ব্যবস্থাপনা, পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন, বন্যা পূর্বাভাস, সতর্কীকরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও নিষ্কাশন, নদী ভাঙ্গন রোধ, নদীর নাব্যতা রক্ষা, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, উপকূলীয় বাঁধ রক্ষা, হাওড়-বাওড়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এ বিবেচনায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় জনগুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক মন্ত্রণালয়। এ মন্ত্রণালয়ের বিগত এক বছরের গৃহীত কার্যক্রম, অর্জিত সফলতাসহ অধীনস্থ সংস্থাসমূহের সাংগঠনিক, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও কর্মপরিধি সম্বলিত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য প্রতি বছরের মত প্রকাশিত হলো।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পাঁচটি সংস্থা রয়েছে। এগুলো হলো বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (WARPO), যৌথ নদী কমিশন; বাংলাদেশ, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর। এছাড়া রয়েছে দুটি ট্রাস্টি বোর্ড, ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (IWM) এবং সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (CEGIS)।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADB) -তে ৮টি বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসহ সর্বমোট ৪৮টি বিনিয়োগ প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহ ও নির্দেশনায় প্রধান প্রধান নদী সমূহ যেমন, গঙ্গা-পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা, মেঘনা, গড়াই নদী ড্রেজিং ও নদী ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এসকল পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পরিবেশ সুরক্ষায় সুদূর প্রসারী ভূমিকা রাখবে। 'গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পূনর্বাসন' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের শেষ পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মাগুরা জেলার সেচ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণে 'চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প ১,২ ও ৩ এর আওতায় ইতোমধ্যে ১১,২৯৮ টি পরিবারের জন্য ১৫,৯০৩ একর জমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২৭৮.৭৪ কোটি টাকা ব্যয়ে উন্নত ও অধিকতর নিরাপদ জীবনমান নিশ্চিত করাসহ উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে "চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

WARPO ক্লিয়ারিং হাউজের আওতায় পরীক্ষামূলকভাবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর বিভিন্ন প্রকল্প পর্যালোচনা করে ছাড়পত্র প্রদান করে থাকে। WARPO'র প্রকল্প পর্যালোচনা ও ছাড়পত্র প্রদান প্রক্রিয়াটি আরও শক্তিশালী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী সমীক্ষা ও আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে যাতে পরিবেশ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কোন বিরূপ প্রভাব না পড়ে সে বিষয়ে যৌথ নদী কমিশন; বাংলাদেশ কাজ করে যাচ্ছে। ভারতের সাথে সফল আলোচনার ফলশ্রুতিতে ইতোমধ্যে তিস্তা ও ফেনী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বন্টন চুক্তির ফ্রেমওয়ার্ক চুড়ান্ত করা হয়েছে যা স্বাক্ষরের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এর গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে অল্প খরচে নদীর ভাঙ্গন রক্ষামূলক কাজ পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি অধিদপ্তরকে দিক নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীবর্গ, সংসদ সদস্যগণ, পানি, মৎস্য ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে ২২ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর হাওড় অঞ্চল ও দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা জলাভূমিসমূহের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

(IWM) গাণিতিক মডেল প্রযুক্তিতে পানি সম্পদের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুণগত মানোন্নয়নে পরামর্শ সেবা প্রদান করছে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ কার্যকরভাবে ব্যবস্থাপনায় বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা প্রদানের জন্য CEGIS, পাবলিক ট্রাস্ট হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অধীনস্থ সংস্থাসমূহের কার্যক্রমের বিস্তারিত চিত্র পাওয়া যাবে। এ সকল কার্যক্রম ও পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন রূপকল্প ২০২১ অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশ সচিবাল, ঢাকা।
অক্টোবর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ।

(ড. জাফর আহমেদ খান)

সূচীপত্র

মাননীয় মন্ত্রীর বাণী
মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর বাণী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতির বাণী
পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের সচিবের - মুখবন্ধ

	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	**১**
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১
ভূমিকা	১
কর্মপরিধি	১
বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩	২
সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল ও অর্গানোগ্রাম এবং কর্মবণ্টন ও কর্মসম্পাদন	২
প্রশাসন অনুবিভাগ	২
উন্নয়ন অনুবিভাগ	৩
পরিকল্পনা অনুবিভাগ	৩
বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ	৩
পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের অর্গানোগ্রাম	৩
জনবল	৪
মন্ত্রনালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেও বিবরণ	৪
২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ও ব্যয়	৪
২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সার্বিক অগ্রগতি ৯৪.৬০%	৪
প্রশিক্ষণ	৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	**৯**
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	৯
ভূমিকা	৯
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোডের্র সৃষ্টি	৯
জাতীয় পানি নীতির পটভূমি	৯
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০	৯
পরিচালনা পরিষদ	১০
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০০০ অনুসারে বাপাউবোর কার্যাবলী	১০
সাংগঠনিক কাঠামো	১০
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো	১১
জনবল	১২
পদ সৃজন	১২
জনবল নিয়োগ	১২
মানব সম্পদ উন্নয়ন	১৩
অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	১৩
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	১৩
বাপাউবো'র প্রকল্পে অর্থায়ন	১৪
২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী	১৪
২০১৪-১৫ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে সম্পাদিত কার্যক্রম	১৪
২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহ	১৪
২০১৪-১৫ অর্থবছরে সমাপ্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের অর্জিত সাফল্য	১৭

২০১৪-১৫ অর্থবছরে চলমান গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্প ২০
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্প/কার্যক্রম ২০
সেচ সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে প্রকল্প/কার্যক্রম ২১
নদী শাসনে চলমান ড্রেজিং কার্যক্রম ২১
জলাবদ্ধতা দূরীকরণে প্রকল্প/কার্যক্রম ২২
জনগণের অংশ গ্রহণে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে প্রকল্প/কার্যক্রম ২৩
উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত পানি প্রবেশরোধ ও সমুদ্র থেকে ভূমি উদ্ধারে প্রকল্প/কার্যক্রম ২৪
হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়নে প্রকল্প/কার্যক্রম ২৪
জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় প্রকল্প/কার্যক্রম ২৫
নদী শাসনের মাধ্যমে তীর সংরক্ষণে গৃহীত প্রকল্প/কার্যক্রম ২৬
বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশণে গৃহীত প্রকল্প/কার্যক্রম ২৭
অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ ২৭
বাপাউবো'র ২৫ বছর মেয়াদী খসড়া পরিকল্পনা ৩১
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রুটিন কার্যক্রম ৩৪
সেচ, সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় কার্যক্রম ৩৪
পানি বিজ্ঞান (Hydrology) এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কার্যক্রম ৩৬
বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের কার্যক্রম ৪০
ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল ৪৩
রিভার মরফোলজি ও গবেষণা সার্কেল ৪৩
ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তর ৪৩
ড্রেজিং পরিদপ্তর ও যান্ত্রিক পরিদপ্তরের কার্যক্রম ৪৪
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) কার্যক্রম ৪৫
ইনোভেশন কর্মকান্ড ৪৬
e-GP কার্যক্রম ৪৬
জনগণের অংশ গ্রহণমূলক কার্যক্রম ৪৭
জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি ৪৭
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির প্রতিবেদন ৪৮
এক নজরে বাপাউবোর সাফল্যের খতিয়ান ৪৯
উপসংহার ৫১
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন ৫২
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন অবকাঠামোর পরিচিতি ৫৩

তৃতীয় অধ্যায় **৬১**
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) ৬১
ভূমিকা ৬১
পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ অনুযায়ী ওয়ারপোর কার্যপরিধি ৬১
জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ অনুযায়ী জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির (ইসিএনডব্লিউআরসি)-এর নির্বাহী সচিবালয় হিসাবে ওয়ারপো নিম্নবর্ণিত প্রধান প্রধান দায়িত্বগুলি ৬২
উপকূলীয় অঞ্চল নীতি ২০০৫ অনুযায়ী ওয়ারপোর দায়িত্বসমূহ ৬২
বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩ অনুযায়ী ওয়ারপোর দায়িত্বসমূহ ৬২
জনবল ৬৩
বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় ৬৩
২০১৪-১৫ সালের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট ৬৩
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এর বিগত বছরের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সমূহ সারসংক্ষেপ ৬৪
ওয়ারপো কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং বাস্তবায়নাধীন বিগত বছরের বিস্তারিত কার্যক্রমসমূহ ৬৪

জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	৬৬
ঁজাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহে বিগত বছরে সম্পাদিত কার্যাবলী	৬৭
সংস্থার ইনোভেশন কার্যক্রম : ওয়েব-বেজড্ ডিজিটাল আর্কাইভ	৭০
ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৫	৭০
WARPO Library কে Water Sector Digital Library & Information Centre এ উন্নীতকরণের কার্যক্রম	৭১
পানি সম্পদের হালনাগাদ অবস্থা বিশ্লেষণ	৭১
ক্লিয়ারিং হাউজ হিসাবে ওয়ারপোর দায়িত্ব পালন	৭১
সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ কার্যকরকরণ প্রকল্প	৭২
বিগত বছরে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও গবেষণা কার্যক্রম সমূহ	৭২
স্থানীয় প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ও সেমিনার ইত্যাদি	৭৩
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ও সেমিনার ইত্যাদি	৭৩
বিগত বছরে গবেষণা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ	৭৩
২০১৪-১৫ অর্থবছরে ওয়ারপোর প্রস্তাবিত প্রকল্প কার্যক্রমসমূহ	৭৬
ওয়ারপোর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA): গৃহীত কার্যক্রম এবং অগ্রগতি	৭৭
চতুর্থ অধ্যায়	**৮১**
নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর	৮১
পরিচিতি	৮১
নগই'র উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী (১৯৯০সনের ৫৩ নং আইন অনুযায়ী)	৮১
নগই'র সাংগঠনিক কাঠামো	৮১
নগই'র পরিচালনা বোর্ড	৮২
নগই'র কর্মকান্ড ও জনবল	৮২
নগই'র পরিদপ্তরভিত্তিক কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	৮২
হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর	৮২
২০১৪-১৫ অর্থ বছরে হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিবরণ	৮৩
বর্তমানে হাইডালিক রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা কাজ	৮৫
হাইডালিক রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত কাজের নাম	৮৭
জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর	৮৭
২০১৪-১৫ অর্থবছরে জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিবরণ	৮৭
প্রশাসন ও অর্থ পরিদপ্তর	৮৯
বার্ষিক কার্যসম্পাদন চুক্তি(এপিএ)	৮৯
নগই'র সুবিধাদি	৯০
নগই'র প্রকাশনা	৯০
পঞ্চম অধ্যায়	**৯৩**
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ	৯৩
ভূমিকা	৯৩
গঠন ও জনবল	৯৩
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশের জনবলের বিবরণ (জুন, ২০১৫ অনুযায়ী)	৯৪
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর সাংগঠনিক কাঠামো	৯৪
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কার্যাবলি	৯৪
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সম্পাদিত কর্মকান্ডের বিবরণ	৯৫
গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি	৯৫
তিস্তা নদীর পানি বন্টন	৯৬
ফেণী, মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বণ্টন	৯৬

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতা	৯৭
ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত টিপাইমুখ ড্যাম প্রকল্প	৯৭
ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প	৯৮
বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার বিষয়ে সহযোগিতা	৯৮
বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের বিষয়ে সহযোগিতা	৯৯
অববাহিকা ভিত্তিক সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা	৯৯
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন	১০০
প্রশিক্ষণ	১০০
অন্যান্য কার্যক্রম	১০০
২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়	১০১
ষষ্ঠ অধ্যায়	১০৫
বাংলাদেশের হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড	১০৫
ভূমিকা	১০৫
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যাবলী	১০৫
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মপদ্ধতি	১০৫
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপদেষ্টা পরিষদ	১০৬
জনবল কাঠামো, সরঞ্জামাদি (টি ও এন্ড ই) ও নিয়োগ বিধিমালা (কর্মকর্তা/কর্মচারী), ২০১৫ প্রণয়ন	১০৭
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত	১০৭
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ	১০৭
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ	১০৮
হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	১০৯
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের ই-সেবা কার্যক্রম	১১০
বিবিধ	১১১

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ট্রাস্টসমূহ

সপ্তম অধ্যায়	**১১৭**
ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিউএম)	১১৭
ভূমিকা	১১৭
পাবলিক ট্রাস্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা	১১৭
Deed of Trust অনুসারে ওডগ ঞৎঁংঃ এর মূল উদ্দেশ্য সমূহ	১১৭
অধিক্ষেত্র	১১৮
আইডব্লিউএম এর জনবল	১১৮
কাজের পরিসর	১১৮
আইডব্লিউএম কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ চলমান ও সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা	১১৯
বিদেশে পরিচালিত উল্লেখযোগ্য সমীক্ষা	১২০
গবেষণা ও উন্নয়ন	১২০
কতিপয় উল্লেখযোগ্য সদ্য সমাপ্ত ও চলমান গবেষণা সমীক্ষা	১২১
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক আইডব্লিউএম এর নিজস্ব ভবন এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন	১২১
পানি সম্পদ মন্ত্রীর আইডব্লিউএম কার্যালয় পরিদর্শন	১২২
আইডব্লিউএম কার্যালয়ে ত্রি-পাক্ষিক বৈঠক	১২২
উল্লেখযোগ্য কর্মশালা	১২৩
মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ	১২৩
প্রশিক্ষণ কর্মসূচী	১২৪

মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য কতিপয় উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণের তালিকা	১২৪
আন্তর্জাতিক সেমিনার / কর্মশালায় অংশগ্রহণ	১২৫
২০১৪-১৫ আর্থিক বছরে আইডব্লিউএম পরিচালিত সমীক্ষার কতিপত্র চিত্র	১২৬
অষ্টম অধ্যায়	**১২৯**
সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস)	১২৯
পটভূমি	১২৯
পাবলিক ট্রাস্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা	১২৯
অধিক্ষেত্র	১২৯
কাজের পরিসর	১৩০
জনবল	১৩০
সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস এর জনবলের বিবরণ	১৩১
২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে চলমান প্রকল্পসমূহের তালিকা	১৩১
২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্প	১৩১
২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে চলমান প্রকল্প	১৩৩
সিইজিআইএস কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বাস্তবায়িত এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন ১০টি গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষা/গবেষণা প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	১৩৬
মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ	১৪৬
২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণসমূহের বিবরণ	১৪৬
কর্মশালা	১৪৭
সিইজিআইএস কর্তৃক সম্প্রতি আয়োজিত উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র	১৪৯
পরিশিষ্টঃ	
পরিশিষ্ট-১ - ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব বিবরণী	১৫৭
পরিশিষ্ট-২ - ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত চলমান প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব বিবরণী	১৬৭
পরিশিষ্ট-৩ - ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন	১৭৩
পরিশিষ্ট-৪ - পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সংস্থাসমূহের ওয়েবসাইটের ঠিকানা	১৮৫

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন

www.mowr.gov.bd

২০১৪-২০১৫

প্রথম অধ্যায়

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ভূতপূর্ব সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় দেশের সার্বিক পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত। মন্ত্রণালয়ের ৮/৯০(অংশ-১)/৬১৮, তারিখঃ ১৪-০৯-১৯৯৪ খ্রিঃ স্মারক অনুযায়ী ভূতপূর্ব সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়কে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হিসেবে নাম করণ করা হয় । এ মন্ত্রণালয় পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সকল প্রকার নীতি, পরিকল্পনা, কর্মকৌশল, নির্দেশমালা এবং আইন, বিধি-বিধান, রেগুলেশন ইত্যাদি প্রণয়ন করে থাকে। এ মন্ত্রণালয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও নিষ্কাশন, নদীতীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ব–দ্বীপ উন্নয়ন, ভূমি পুনরুদ্ধার ইত্যাদি বিষয়ে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যারেজ, রেগুলেটর, স্লুইস, খাল, বেড়িবাঁধ, রাবার ড্যাম, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও খাল খনন-পুনঃখনন করে সেচ, জলাবদ্ধতা নিরসন, বন্যা প্রতিরোধ, নদীর তীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ভূমি পুনরুদ্ধার ইত্যাদি সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে।

কর্ম-পরিধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রুলস অব বিজনেস এর এলোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্ম-পরিধি নিম্নরূপঃ

১. নদী এবং নদী অববাহিকার উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ;

২. সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, নিষ্কাশন এবং নদীভাঙ্গন ক্ষেত্রে সাধারণ নীতি প্রণয়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;

৩. সেচ, বন্যা পূর্বাভাস এবং সতর্কীকরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনা, বন্যার কারণ এবং বন্যার কারণে সৃষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কিত সকল বিষয়াবলী;

৪. নদী অববাহিকা প্রকল্প এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনা বিষয়ে মৌলিক, প্রধান এবং ফলিত গবেষণা পরিচালনা;

৫. বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা;

৬. সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক কমিশন এবং কনফারেন্স;

৭. বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নদী ড্রেজিং, খাল খনন এবং রক্ষণাবেক্ষণ; খাল খনন কর্মসূচির আওতায় খালের উপর পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ;

৮. ভূমি সংরক্ষণ, নিষ্কাশন এবং জলাবদ্ধতা বিষয়ক কার্যাবলী;

৯. পানি সংরক্ষণ জলাধার নির্মাণ, বাঁধ এবং ব্যারেজ নির্মাণ বিষয়ক কার্যাবলী;

১০. ভূমি পুনরুদ্ধার, মোহনা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কার্যাবলী;

১১. লবণাক্ততা এবং মরুকরণ রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

১২. হাইড্রোলজিকাল জরিপ এবং উপাত্ত সংগ্রহ;

১৩. যৌথ নদী কমিশন, যৌথ কমিটি, স্থায়ী কমিটি ইত্যাদি এবং অভিন্ন সীমান্ত নদী সম্পর্কিত সকল কার্যাবলী;

১৪. আর্থিক বিষয়াবলীসহ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক সচিবালয়;

১৫. মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাসমূহের প্রশাসন এবং নিয়ন্ত্রণ;

১৬. মন্ত্রণালয়ের কর্ম-পরিধির আওতায় বর্ণিত বিষয়াবলীতে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশ এবং বিশ্ব সংস্থাসমূহের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বিষয়ে লিয়াজোঁ;

১৭. মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সকল বিষয়ক আইন কানুন;

১৮. মন্ত্রণালয়কে বণ্টিত বিষয়াবলীর উপর অনুসন্ধান এবং পরিসংখ্যান

১৯. আদালতে গৃহীত ফি ছাড়া মন্ত্রণালয়কে বণ্টিত বিষয়সমূহের উপর প্রযোজ্য ফি আদায়।

জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হলো সকল পানি সম্পদ খাতের কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের জন্য ফ্রেইমওয়ার্ক প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী নিম্নলিখিত কার্যাদি সম্পাদনঃ

- পানির দুষ্প্রাপ্য চিহ্নিত এলাকায় জরুরী সময়ে প্রাধিকারভিত্তিতে পানি বণ্টনের ক্ষমতা প্রয়োগ;
- জনসাধারণকে অবহিত রেখে পানির দুষ্প্রাপ্য চিহ্নিত এলাকার ভূ-গর্ভস্থ পানির অগভীর স্তর অক্ষুণ্ন রেখে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ;
- যে সব এলাকায় প্রতি বৎসর পানির স্বল্পতা দেখা দেয় সে সব এলাকার খরা মোকাবেলার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিবীক্ষণ ও জরুরী পরিকল্পনা প্রস্তুত করা;
- চরম খরাকালীন সময়ে স্থানীয় সরকার বা যে কোন সংস্থাকে খরা কবলিত এলাকায় পানি সরবরাহের নির্দেশ প্রদান করা এবং পানির উৎস নিয়ন্ত্রণসহ প্রয়োজনে আইন প্রয়োগ করা;
- নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি প্রদানের জন্য বেসরকারি ও গোষ্ঠীভিত্তিক সংস্থাকে পানির অধিকার প্রদান করা;
- নদী/চ্যানেলের প্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখতে প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন পানি প্রবাহ নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩

জাতীয় পানি নীতির আলোকে বাংলাদেশ পানি আইন বিগত ০২-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে।

সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল ও অর্গানোগ্রাম এবং কর্মবণ্টন ও কর্মসম্পাদন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছে একজন কেবিনেট মন্ত্রী এবং একজন প্রতিমন্ত্রী। সরকারি রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী মাননীয় মন্ত্রীদ্বয় মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করছেন। মন্ত্রণালয়ে একজন সচিব রয়েছেন। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে তিনি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ/সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ যথা: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, যৌথ নদী কমিশন; বাংলাদেশ, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিউএম) এবং সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (CEGIS) এর কর্মকান্ড আইন অনুযায়ী নিষ্পন্ন করেন। এছাড়া, প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার হিসেবে সচিব মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ/সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের ব্যয়ের যথার্থতা নিশ্চিতকরণের দায়িত্বও পালন করেন।

মন্ত্রণালয়ের সকল কার্য্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ৪টি অনুবিভাগ রয়েছে। এগুলো হলো: (১) প্রশাসন অনুবিভাগ, (২) উন্নয়ন অনুবিভাগ, (৩) পরিকল্পনা অনুবিভাগ এবং (৪) বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ।

প্রশাসন অনুবিভাগ

প্রশাসন অনুবিভাগ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাগুলোর প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। এ অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে ০২ জন যুগ্ম-সচিব, ০১ জন সহকারী সচিব কাজ করছেন। এছাড়াও প্রশাসন অধিশাখার অধীন হিসাবরক্ষণ শাখায় ০১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা রয়েছেন। এছাড়াও কম্পিউটার সিস্টেম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ০১ জন সিস্টেম এনালিস্ট ও একজনপ্রোগ্রামার কর্মরত আছেন।

উন্নয়ন অনুবিভাগ

উন্নয়ন অনুবিভাগ উন্নয়ন সহযোগী দেশ, সংস্থা ও আন্তর্জাতিক ব্যাংকসমূহের সাথে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার যোগাযোগ, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করে থাকে। উন্নয়ন অনুবিভাগে একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে ০২ জন যুগ্ম-সচিব, ০৪ জন উপ-সচিব এবং ০১ জন সহকারী সচিব দায়িত্ব পালন করছেন।

পরিকল্পনা অনুবিভাগ

পরিকল্পনা অনুবিভাগ সকল প্রকল্পের অনুমোদন গ্রহণের সার্বিক প্রক্রিয়া সম্পাদন, স্থানীয় অর্থায়নে গৃহীত সকল প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এবং এডিপিভুক্ত সকল প্রকল্পের অর্থছাড় করে থাকে। পরিকল্পনা অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত একজন যুগ্ম-প্রধানের নেতৃত্বে ০২ জন উপ-প্রধান ও ০৪ জন সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান কাজ করছেন।

বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ও সংস্থাসমূহের বাজেট বরাদ্দ ও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম করে থাকে। বাজেট ও অডিট অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত এক জন যুগ্ম-সচিবের নেতৃত্বে ০২ জন উপ-সচিব ও ০১ জন সহকারী সচিব কাজ করছেন।

২০১৪-২০১৫ অর্থ-বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সংশোধিত অর্গানোগ্রাম

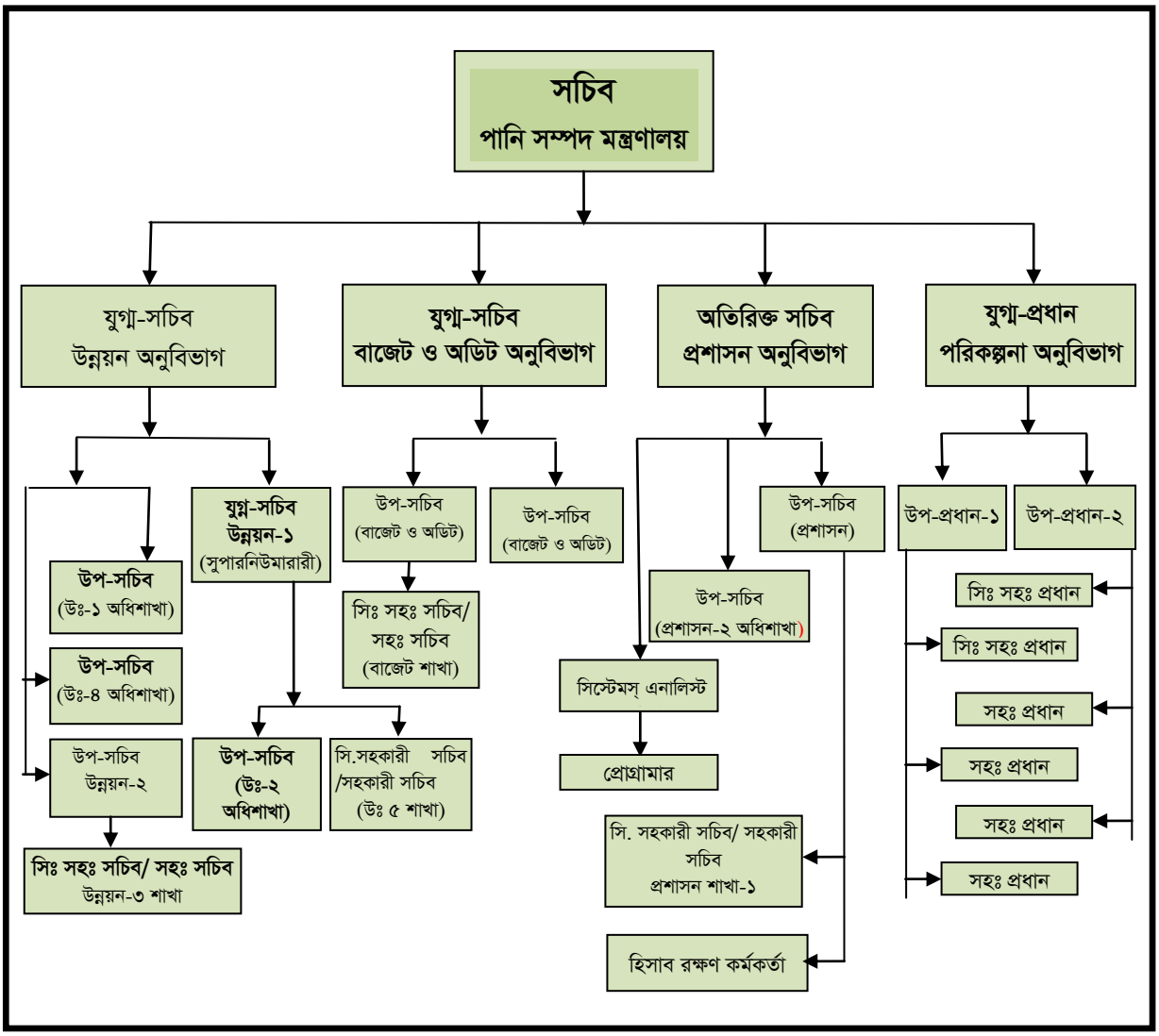

জনবল

অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের মোট জনবল হলো ১০১ জন। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা পদ ৩০ টি, দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তার পদ ২২ টি এবং তৃতীয় শ্রেণীর পদ ২৩ টি ও চতুর্থ শ্রেণীর পদ ২৬ টি রয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিবরণঃ

ক্রমিক সংখ্যা	পদবী	অনুমোদিত পদসংখ্যা	কর্মরত পদসংখ্যা	শুন্য পদসংখ্যা
১.	সচিব	১	১	-
২.	অতিরিক্ত সচিব	১	২ (১ টি পদ সুপারনিউমারারি)	-
৩.	যুগ্ম-সচিব	২	৫ (৩টি পদ সুপারনিউমারারি)	-
৪.	যুগ্ম-প্রধান	১	১	-
৫.	উপ-সচিব	৪	৭ (৩টি পদ সুপারনিউমারারি)	-
৬.	উপ-প্রধান	২	২	-
৭.	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	১০	৩	-
৮.	সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	৬	৪	২
৯.	সিস্টেম এনালিস্ট	১	১	-
১০.	প্রোগ্রামার	১	১	-
১১.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	-
১২.	দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা	২২	১৯	৩
১৩.	তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী	২৩	১৫	৮
১৪.	চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী	২৬	২০	৬
মোট		**১০১**	**৮২**	**১৯**

২০১৪-২০১৫ অর্থ-বছরে বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ও ব্যয়

ক্রমিক সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/সংস্থা	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)		২০১৪-১৫ অর্থবছরের ব্যয় (লক্ষ টাকা)		মন্তব্য
		অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	
১	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৭৮৮০০	২১৪১৭৮	৭৩৫৫১	২০২৫৬৭	
সর্বমোট		৭৮৮০০	২১৪১৭৮	৭৩৫৫১	২০২৫৬৭	

২০১৪-২০১৫ অর্থ-বছরে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সার্বিক অগ্রগতি ৯৪.৬০% ।

২০১৪-২০১৫ অর্থ-বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাসমূহের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদিত হয়। উক্ত কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হয়েছে।

প্রশিক্ষণঃ

দেশে ঃ ২০১৪-২০১৫ অর্থ-বছরে স্থানীয় প্রশিক্ষণঃ ৪৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী স্থানীয় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

বিদেশেঃ ২০১৪-২০১৫ অর্থ-বছরে বিদেশে প্রশিক্ষণঃ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী বিদেশে সেমিনার/কর্মশালা/সিম্পোজিয়াম/শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করেন।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

www.bwdb.gov.bd

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এ কারণে কৃষিজ সম্পদ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বন্যা, অতিবৃষ্টিজনিত আগাম বন্যা, জলাবদ্ধতা, ফসলি জমিতে লোনা পানি প্রবেশ, খরা, সেচ সুবিধার অভাব, ইত্যাদি কৃষি উৎপাদনের প্রধান অন্তরায়। কৃষি উন্নয়নের জন্য পানি সম্পদ উন্নয়ন অপরিহার্য। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের পানি সম্পদ উন্নয়ন ও এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বন্যা প্রতিরোধ, সেচ ব্যবস্থা, পানি নিষ্কাশন, আবাদযোগ্য জমি লবণাক্ততা থেকে রক্ষা, সমুদ্র হতে নতুন নতুন জমি উদ্ধার কাজে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া দেশের শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র, শহর বন্দর, কৃষিযোগ্য জমি সীমান্ত বরাবর প্রবাহমান নদীসমূহের ভাঙ্গনের কবল থেকে বাংলাদেশের ভূখন্ড নদীর ভাঙ্গন থেকে রক্ষা কাজেও পানি উন্নয়ন বোর্ড সর্বদা নিয়োজিত।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সৃষ্টি

১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালের উপর্যুপরি ভয়াবহ বন্যায় দেশের জানমাল এবং অবকাঠামো ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তদানিন্তন সরকারের আমন্ত্রণে জনাব জে, এ, ক্রুগের নেতৃত্বে ক্রুগ মিশন নামে জাতিসংঘের একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের জটিল পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর সমীক্ষা পরিচালনা করেন। ক্রুগ মিশনের সমীক্ষার সুপারিশক্রমে বাংলাদেশের সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণসহ পানি সম্পদের উন্নয়ন, আহরণ, ব্যবহার এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১৯৫৯ সনের অর্ডিন্যান্স নং-১ এর মাধ্যমে পূর্ব-পাকিস্তান পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ইপিওয়াপদা) সৃষ্টি করা হয়। তৎকালীন সেচ অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা কর্মচারিকে ইপিওয়াপদার পানি উইং এ আত্মীকরণসহ প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, কারিগরি ও অ-কারিগরি বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ বিপুল সংখ্যক কর্মচারি নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং- ৫৯ এ তদানীন্তন ইপিওয়াপদার "পানি উইং" নিয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) নামে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা সৃষ্টি করা হয়।

জাতীয় পানি নীতির পটভূমি

১৯৭২ সালে International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) এবং ফ্লাড এ্যাকশন প্ল্যান (ফ্যাপ) এর আওতায় (১৯৯০-১৯৯৬ সাল পর্যন্ত) সম্পাদিত সমীক্ষার আলোকে প্রণীত Bangladesh Water and Flood Management Strategy (BWFMS) এর সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার কর্তৃক ১৯৯৯ সালে জাতীয় পানি নীতি অনুমোদিত হয় এবং তদানুযায়ী ২০০১ সালে জাতীয় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০

পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ এর অনুসরণে সমন্বিত ও জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের পানি সম্পদের উন্নয়ন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১১ জুলাই, ২০০০ এ "বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০" জারী করা হয়। অনুমোদিত জাতীয় পানি নীতি অনুসরণপূর্বক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পানি সম্পদ সেক্টরের অন্যতম প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান নির্বাহী মহাপরিচালক। মহাপরিচালক এবং তাঁর অধীনস্ত ৫ জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক সমন্বয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ব্যবস্থাপনা কার্য পরিচালনা করে আসছে। পানি সেক্টরের মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প/প্রকল্পসমূহের সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন এবং সমাপ্ত প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকান্ড সম্পাদনের জন্য সারাদেশকে ৮টি জোনে (উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল) বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জোনের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত রয়েছেন।

পরিচালনা পরিষদ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০ অনুসারে বোর্ডের সার্বিক নীতি নির্ধারণের জন্য একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ৪ (চার) জন সচিবসহ সরকারি/বেসরকারি সেক্টরের বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধি এবং মাঠ পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা সমিতির সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিসহ ১২ (বারো) জন সদস্য সমন্বয়ে এ পরিচালনা পরিষদ গঠিত।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০০০ অনুসারে বাপাউবোর কার্যাবলী

(ক) কাঠামোগত কার্যাবলী

১. নদী ও অববাহিকা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন, সেচ ও খরা প্রতিরোধের লক্ষ্যে জলাধার, ব্যারেজ, বাঁধ, রেগুলেটর বা অন্য যে কোন অবকাঠামো নির্মাণ;
২. সেচ, মৎস্য চাষ, নৌপরিবহন, বনায়ন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও পরিবেশের সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানি প্রবাহের উন্নয়ন কিংবা পানি প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তনের জন্য জলপথ, খালবিল ইত্যাদি পুনঃখনন;
৩. ভূমি সংরক্ষণ, ভূমি পরিবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধার এবং নদীর মোহনা নিয়ন্ত্রণ;
৪. নদীতীর সংরক্ষণ এবং নদীভাঙ্গন হতে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে শহর, বাজার, হাট এবং ঐতিহাসিক ও জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ সংরক্ষণ;
৫. উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও সংরক্ষণ;
৬. লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ রোধ এবং মরুকরণ প্রশমণ;
৭. সেচ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও পানীয় জল আহরণের লক্ষ্যে বৃষ্টির পানি ধারণ।

(খ) অকাঠামোগত ও সহায়ক কার্যাবলী

১. বন্যা ও খরা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ;
২. পানিবিজ্ঞান সম্পর্কিত অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা এবং এতদ্‌সম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্ত গ্রহণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ;
৩. পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহযোগিতায় এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক সৃষ্ট অবকাঠামোভুক্ত নিজস্ব জমিতে বনায়ন, মৎস্য চাষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং বাঁধের উপর রাস্তা নির্মাণ;
৪. বোর্ডের কার্যাবলীর উপর মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা;
৫. বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের সুফল সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের মধ্যে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সুবিধাভোগীদের সংগঠিতকরণ, প্রকল্পে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন এবং প্রকল্প ব্যয় পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত বিভিন্ন কলাকৌশল ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উদ্ভাবন, বাস্তবায়ন ও পরিচালন।

সাংগঠনিক কাঠামো

প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং সমাপ্ত-প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ পানি সেক্টরের সকল কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে মাঠ পর্যায়ে ৮টি জোন, ২০টি সার্কেল, ৭৮টি বিভাগ, ২০১টি উপ-বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী দপ্তর রয়েছে যা বিস্তারিত সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রদর্শিত হয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো

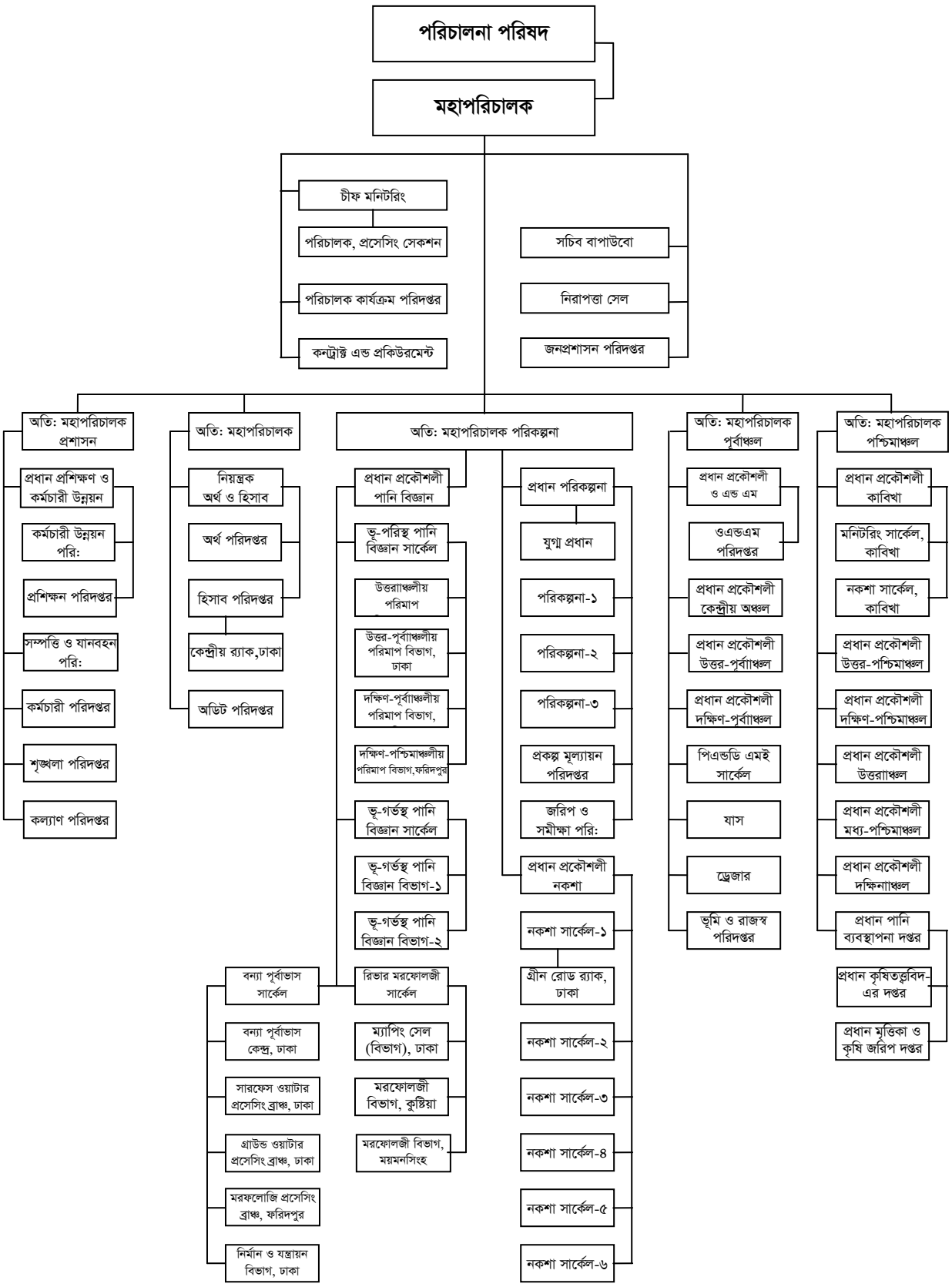

জনবল

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। ১৯৭২ সালের প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং ৫৯ মোতাবেক তদানীন্তন ইপিওয়াপদার "পানি উইং" নিয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) একটি স্বতন্ত্র সংস্থা হিসেবে সৃষ্টি হয়। শুরুতে এর অনুমোদিত জনসংখ্যা ছিল ২৪,৩৬৮ জন। সংস্থাটি সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন সময় জনবল হ্রাস করা হয়। ১৯৮৫ সালে উক্ত সংস্থার জনবল এনাম কমিটির মাধ্যমে ১৮০৩২ জন অনুমোদন করা হয়। অতঃপর ১৯৯৮ সালে এর জনবল ১৮০৩২ থেকে কমিয়ে ৮৯৩৫ জন করা হয়। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার পদ ৯৮৬টি, দ্বিতীয় শ্রেণী কর্মকর্তার পদ ৮২০টি, তৃতীয় শ্রেণীর পদ ৩১২৩টি এবং ৪র্থ শ্রেণীর পদ ৪০০৬টি। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জনবল উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করায় পানি সম্পদ সেক্টরে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্থ হয়েছে।

পদ সৃজন

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশের বৃহৎ নদীসমূহে ক্যাপিট্যাল ড্রেজিং, নদী ব্যবস্থাপনা এবং গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের ন্যায় মেগা প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। আগামী মধ্য-মেয়াদী বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নের পরিধিও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে জনবল হ্রাস ও বর্তমানে বাপাউবোর কর্মপরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় জনবল বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সে মোতাবেক ২০১১ সালে ১৫০৬৭ পদের জন্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে Need Based জনবল কাঠামোর প্রস্তাবনা দেয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় পর্যালোচনা পূর্বক ৬৪৫৯টি নতুন পদ (যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর ও ড্রেজার পরিদপ্তর নতুনভাবে অন্তর্ভূক্তকরণ পূর্বক) অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে সৃজন এবং বাপাউবো'র অনুমোদিত ৮৯৩৫টি পদ হতে ১৮০০টি পদ বিলুপ্তিসহ সর্বমোট ১৩৫৯৪ পদ (বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড-১২০২২, যান্ত্রিক সরঞ্জাম (এম ই) পরিদপ্তর-৪২৫ এবং ড্রেজার পরিদপ্তর ১১৪১) এর সম্মতি জ্ঞাপন করে। এরই ধারাবাহিকতায় অর্থ মন্ত্রণালয় ৫৪৯৯টি পদ সৃজন এবং ১৮০০টি পদ বিলুপ্ত করে মোট ১২৬৩৪টি পদের সুপারিশ করে। এছাড়াও ৫৯৫টি আর্মড গার্ড (আনসার) এর পদ অঙ্গীভূতকরণের (Embodiment) মাধ্যমে পূরণ করার সুপারিশ থাকায় মোট পদ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩২২৯টি। বর্তমানে Need Based জনবল কাঠামো চূড়ান্ত গেজেট প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	সংস্থা/পরিদপ্তরের নাম	এনাম সেট-আপ ১৯৮৪ অনুসারে জনবল	গেজেট '৯৮ অনুসারে জনবল	প্রক্রিয়াধীন Need Based সেট-আপ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	
				জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	অর্থ মন্ত্রণালয়
১।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (যান্ত্রিক সরঞ্জাম ও ড্রেজার পরিদপ্তর বাদে)	১৪১২৫	৮৯৩৫	১২০২৮	১১৮৭০
২।	যান্ত্রিক সরঞ্জাম (এমই) পরিদপ্তর	২১৪৫	-	৪২৫	৩৬০
৩।	ড্রেজার পরিদপ্তর	১৪০৫	-	১১৪১	৯৯৯
৪।	নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট	১৯০	-	-	-
৫।	যৌথ নদী কমিশন	১৬৭	-	-	-
	মোট	**১৮০৩২**	**৮৯৩৫**	**১৩৫৯৪**	**১৩২২৯**

জনবল নিয়োগ

পানি সম্পদ সেক্টরে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড গতিশীল রাখার স্বার্থে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড শূন্য পদের বিপরীতে নিয়মিতভাবে জনবল নিয়োগ করে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে নিয়োগের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	শ্রেনী	গেজেট'৯৮ সেট-আপভূক্ত পদের সংখ্য	বর্তমানে কর্মরত সংখ্যা	২০১৪-১৫ সালে সরাসরি নিয়োগকৃত পদসংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	ডিসেম্বর' ২০১৫ এর মধ্যে সরাসরি নিয়োগের প্রক্রিয়াধীন পদসংখ্যা
১	১ম শ্রেণী	৯৮৬	৭৬৩	৬২	২২৩	৪১
২	২য় শ্রেণী	৮২০	৬০৮	-	২১২	৪৬
৩	৩য় শ্রেণী	৩,১২৩	১,৭৭৭	৯১	১,৩৪৬	৬০৯
৪	৪র্থ শ্রেণী	৪,০০৬	৩,১৬১	১,২৯৫	৮৪৫	৬৪৪
	মোট	**৮,৯৩৫**	**৬,৩০৯**	**১,৪৪৮**	**২,৬২৬**	**১,৩৪০**

মানব সম্পদ উন্নয়ন

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত মানের উৎকর্ষ সাধনে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। পানি সম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত জনবলের দক্ষতা ও পেশাগত জ্ঞান সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের অভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কর্মকান্ড নিম্নরূপঃ

অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ

ক্রমিক সংখ্যা	সময়কাল	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	জনদিবসের সংখ্যা
১	২০১৪-১৫	৫০ টি	১০৯৯	৬৫৫২

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

ক্রমিক সংখ্যা	দেশের নাম	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	জনদিবসের সংখ্যা
১	জাপান	৪	১৭	২০০
২	নেদারল্যান্ড	৩	১৩	২৩৯
৩	থাইল্যান্ড	৩	১৭	১৭০
৪	জার্মানী	১	১	১৫
৫	যুক্তরাজ্য	২	৩	২৩
৬	ইন্দোনেশিয়া	২	১৫	১৩৫
৭	নেপাল	৩	২	১৯
৮	চীন	১	৬	৬
৯	তানজানিয়া	২	২	২৪
১০	কানাডা	২	৮	১০০
১১	ভিয়েতনাম	১	১	৬
১২	ফিলিপাইন	২	৫	৬
১৩	কোরিয়া	২	৩	৪৫
১৪	ভারত	৬	৭	৪২
১৫	ইটালী	১	২	২৪৮
১৬	আমেরিকা	৪	৭	৮৯
১৭	মালেশিয়া	১	১	৩
১৮	অস্ট্রেলিয়া	১	১	৯
১৯	সুইডেন	১	১	১৯
২০	কম্বোডিয়া	২	২	৭
	মোট	**৪৪**	**১১৪**	**১,৪০৫**

বাপাউবো'র প্রকল্পে অর্থায়ন

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) এডিপিভুক্ত প্রকল্প সমূহের জন্য সরকারের উন্নয়ন, জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের সাহায্যে বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর কাছ থেকে ঋণ ও অনুদান সহায়তা পেয়ে থাকে। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, নেদারল্যান্ড সরকার, জাইকা, ইফাদ ইত্যাদি উন্নয়ন সহযোগীর কাছ থেকে পানি সম্পদ খাতে সহায়তা পাওয়া গেছে। বিগত দশ বছরে এ সাহায্যের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে এসেছে। ফলে সম্ভাবনাময় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ হাতে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানে বাপাউবো'র উন্নয়ন বাজেটের সিংহভাগই সরকারের নিজস্ব সম্পদ থেকে নির্বাহ করা হচ্ছে। সংস্থাপন ব্যয় ও সমাপ্ত প্রকল্পের বিদ্যমান অবকাঠামোগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সরকারের অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট থেকে আসে। বিগত ৫ বছরে অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষনের মাধ্যমে সমাপ্তকৃত প্রকল্পগুলি হতে ঈপ্সিত সুফল অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে।

২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) তে মোট প্রকল্প ছিল ৬৩টি (আরডিপিতে ৬টি নতুন এবং ৫টি পূর্বের অসমাপ্তকৃত এডিপি বহির্ভূত প্রকল্পের অন্তর্ভূক্তিসহ) (বিস্তারিত **পরিশিষ্ট-১**)। তন্মধ্যে ৬২ টি বিনিয়োগ প্রকল্প (৫৩টি জিওবি, ৯টি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট) ও ১টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প (১টি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট)। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের সংশোধিত এডিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ২,১৪০.৯৮ কোটি টাকা। সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৯৭.৭০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯৪.৬০%। ১৪টি প্রকল্প (৩টি সেচ প্রকল্পসহ) সমাপ্ত হয়েছে (বিস্তারিত **পরিশিষ্ট-১**)। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে এডিপিতে বরাদ্দ ও ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বরাদ্দ	ব্যয় (কোটি টাকা)	অগ্রগতি
স্থানীয়	১,৬৭৭.৮৯	১,৬২২.৬৫	৯৬.৭১%
প্রকল্প সাহায্য	৪৬৩.০৯	৪০২.৮০	৮৬.৯৮%
মোট	**২,১৪০.৯৮**	**২,০২৫.৪৫**	**৯৪.৬০%**

২০১৪-১৫ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে সম্পাদিত কার্যক্রম

২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট বরাদ্দ ৭৯২.১৭ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৭৭৯.৮০ কোটি টাকা। অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয় বিবরণী নিম্নরূপ ঃ

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক সংখ্যা	গৌণ খাত	বরাদ্দ	ব্যয়
১	সংস্থাপন	৩৬১.৩২	৩৪৯.৮১
২	পৌরকর	২.২৫	২.১০
৩	ভূমিকর	৪.৭০	৪.২৫
৪	জরিপ	৮.৯০	৮.৮৯
৫	বিদ্যুৎ মঞ্জুরী	২৮.০০	২৭.৯০
৬	মেরামত মঞ্জুরী	৩৭১.০০	৩৭০.৮৮
৭	অন্যান্য মঞ্জুরী	১৬.০০	১৫.৯৭
	মোট	৭৯২.১৭	৭৭৯.৮০

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহ

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ২০৮.২০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৪টি এডিপিভূক্ত প্রকল্প সমাপ্ত করা হয়। সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা বিস্তারিত নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন ১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		১৪-১৫ সালের আরএডিপি বরাদ্দ	জুন ১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
				আর্থিক	বাস্তব (%)		আর্থিক	বাস্তব (%)
১	৯৪	সাউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (০১/০৪/০৫ - ৩১/১২/১৫)	২৯৪২৫.৫৩	২৬৯৫১.৫৬	৯৭.০০	১৯৭৯.০০	২৮৬৬৪.১০	৯৯.০০
২	৯৯	সুরমা নদীর ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (০১/০৭/১১ - ৩০/০৬/১৫)	৪৭২৮.০০	২৭৯৫.৮৯	৫৯.১৩	১৭০৩.০০	৪৪৮৪.২৫	১০০.০০
৩	১০২	করতোয়া নদীর ডানতীর সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (০১/০৭/১৩ - ৩০/০৬/১৫)	২৫৫৪.৯১	৭০০.০০	৪০.০০	১২৫৮.০০	১৯৫৩.৯৮	১০০.০০
৪	১১	চন্দনা বারাশিয়া নদী খনন প্রকল্প (০১/০৭/১০ - ৩০/০৬/১৫)	৫৯৪৬.৩৭	৪৫০৪.৮৬	৮৪.০০	৭৭১.০০	৫১৩৩.৮৬	৯৪.৫৮
৫	১৩	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবোর্ডের অবকাঠামো সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (০১/০৭/১০ - ৩০/০৬/১৫)	৩৭৭৫৪.৬১	২৮৫৬৯.১৩	৮৯.৭৪	৭৪৭৭.০০	৩৫৮৯৯.৯৭	৯৯.৫০
৬	২৫	ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ফেনী রেগুলেটরের ভাটিতে পাইলট চ্যানেল খনন এবং চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার পশ্চিম জোয়ার এলাকায় ফেনী নদীর বাম তীর সংরক্ষণ (০১/০৭/১১ - ৩০/০৬/১৫)	৬৬২০.৯৩	৪২৬২.৫৯	৮৩.০০	২৩১৩.০০	৬৫৭১.৮২	১০০.০০
৭	৩৩	মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা কমপ্লেক্স এলাকা পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫)	২৪৪৭.০০	৯৯৮.৪৫	৫৪.২১	৯৭০.০০	১৯৫৭.৮৮	১০০.০০
৮	১৬	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-১১ হতে জুন,১৫)	৬৭৮০.৫২	৪৩৯১.৫২	৬৪.৭৭	১৮০৮.০০	৬১৫৯.৯৮	৯০.৮৫
৯	১০৮	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ	৭৯৮৩.০৫	৬৪২১.৭৭	৮৭.৫০	২৪৬৯.০০	৮৮০৭.৫০	১০০.০০

ক্রঃ নং	আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন ১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		১৪-১৫ সালের আরএডিপি বরাদ্দ	জুন ১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
				আর্থিক	বাস্তব (%)		আর্থিক	বাস্তব (%)
		(০১/০৪/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫)						
১০	টিএ-১	ডেভেলপমেন্ট ফেইজ অফ ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন ভোলা ডিস্ট্রিক্ট (২৭-০১-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৫)	১৫২৯.০২	১২৫৭.৮৮	৮২.০০	২১২.০০	১৩৯৮.৫২	১০০.০০
১১	৪৩	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (২০০৮-০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৫)	১৯১৩৩.৮১	১৬৬৫৪.৫৯	৯৫.৩২	৩৮৩.০০	১৬৭৩৩.৭১	৯৫.৭৩
১২	৪৫	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা (হাইমচর) এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বামতীর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৫)	১৮৩৮৮.৭৪	১৬৬৬৪.১২	৯৩.৯০	৬০০.০০	১৬৮৫৮.১২	৯৬.০৭
১৩	৪৬	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর সাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৫)	১৭০৯৫.৪৮	১৬২২৮.২৭	৯৪.৯৩	৮০০.০০	১৬৬০১.০০	৯৮.৪৩
১৪	৪৭	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুরুদ্দিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোল্ডার ৭৩/১(এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-১১-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৫)	৬০৫৯.২২	৫৩৪৯.২৬	৯৪.০০	২০০.০০	৫৫৪৯.২৬	৯৮.০০
মোট			**১৬৭,৩৫৪.১৪**	**১৩৫,৭৪৯.৮৯**		**২২,৯৪৩.০০**	**১৫৬,৭৭৩.৯৫**	

২০১৪-১৫ অর্থবছরে সমাপ্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের অর্জিত সাফল্য

➢ উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-০৭-২০০৯ হতে ৩০-০৬-২০১৫

প্রকল্প এলাকা ঃ খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট

প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৩৭৭.৫৪ কোটি টাকা

প্রকৃত ব্যয় ঃ ৩৫৮.৯৯ কোটি টাকা

অবকাঠামো ঃ

বাঁধ নির্মাণ	৪০.২৪৩	কিঃ মিঃ
বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ	৪৩৫.২২৫	কিঃ মিঃ
রেগুলেটর নির্মাণ	১৫	টি
ড্রেনেজ আউটলেট	৫	টি
রেগুলেটর মেরামত	৫	টি
স্লুইস মেরামত	৬৯	টি
তীর সংরক্ষণ কাজ	৪.৪৯২	কিঃমিঃ
ঢাল সংরক্ষণ কাজ	২৪.৮৯	কিঃমিঃ
তীর সংরক্ষণ মেরামত	০.৩৮৭	কিঃমিঃ
ঢাল সংরক্ষণ মেরামত	০.৩৮৫	কিঃমিঃ
ক্লোজার/ব্রীচ ক্লোজিং	২২	টি

প্রকল্পের সুফল ঃ

১. ঘূর্ণিঝড় আইলা/২০০৯ তে ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবো'র দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় ৪৩টি পোল্ডারের আওতাধীন অবকাঠামোসমূহ মেরামত/পুনর্বাসন করা সম্ভব হয়েছে;

২. পোল্ডার/সাব-পোল্ডারসমূহ হতে কাঙ্খিত সুবিধা ভোগের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামোসমূহ সচল করা হয়েছে;

৩. প্রকল্পটি ঘূর্ণিঝড় আইলার মধ্যবর্তী পুনর্বাসন প্রোগ্রাম;

৪. সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় মহাসেন, কোমেন প্রভৃতিতে প্রকল্পটির আওতায় সম্পাদিত কিছু কাজ ক্ষতিগ্রস্থ হলেও প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় পানি সম্পদ সম্পর্কিত ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা হ্রাস পেয়েছে।

➢ গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-০৪-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৫

প্রকল্প এলাকা ঃ ঢাকা

প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৮৮.৯০ কোটি টাকা

প্রকৃত ব্যয় ঃ ৮৮.০৭ কোটি টাকা

অবকাঠামো ঃ

পাম্প স্টেশন নির্মাণ	১	টি
সার্চ ট্যাংক নির্মাণ	১	টি
ইলেকট্রিক সাব-স্টেশন বিল্ডিং	১	টি
পাম্প ক্রয়	৩	টি
আনুষঙ্গিক ইলেকট্রিক্যাল এবং মেকানিক্যাল সাপ্লাই এন্ড ইন্সটলেশন		

গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশনের কুলিং সিস্টেম

গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশনের পাম্প

প্রকল্পের সুফল ঃ

১. উত্তরা, মিরপুর, পল্লবী এবং ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় স্বাভাবিক নিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতার ফলে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা দূরীকরণে প্রকল্পটি সহায়ক ভূমিকা পালন করছে;

২. প্রকল্পটির মাধ্যমে ঢাকা শহরের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় ৫৮ বর্গকিলোমিটার এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে;

৩. এলাকার সামাজিক এবং পরিবেশগত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে;

৪. এলাকার সামাজিক যোগাযোগ এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে প্রকল্পটির পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে।

➢ মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা কমপ্লেক্স এলাকা পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-০১-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৫
প্রকল্প এলাকা ঃ মুন্সিগঞ্জ
প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ২৪.৪৭ কোটি টাকা
প্রকৃত ব্যয় ঃ ১৯.৫৭ কোটি টাকা
অবকাঠামো ঃ এন্ড টারমিনেশনসহ তীর সংরক্ষণ কাজ ০.৭৯২৫ কিঃমিঃ

প্রকল্পের সুফল ঃ

১. প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা কমপ্লেক্স এলাকাটিকে পদ্মানদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা হয়েছে;

২. প্রকল্প এলাকার নিকটবর্তী লৌহজং বাজার উপজেলার অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক কর্মকান্ডের কেন্দ্র বিন্দু বিধায় প্রকল্পটি নদী ভাঙ্গন কবলিত এই অঞ্চলের জনসাধারনের জান-মাল, সম্পদসহ আনুমানিক ১৩৫.০০ কোটি টাকার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিকে সুরক্ষা করেছে;

৩. নদী ভাঙ্গনের ফলে সৃষ্ট পরিবেশগত বিপর্যয় কাটিয়ে এলাকার জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

➢ সুরমা নদীর ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৫
প্রকল্প এলাকা ঃ সিলেট
প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৪৭.২৮ কোটি টাকা
প্রকৃত ব্যয় ঃ ৪৪.৮৪ কোটি টাকা
অবকাঠামো ঃ

জমি অধিগ্রহণ	১০.০০	হেক্টর
সেচ ইনলেট	২০	টি
রেগুলেটর নির্মাণ	৫	টি (২ ভেন্ট)
পাইপ ইনলেট	৮	টি
ওয়াটার রিটেনশন স্ট্রাকচার	৪	টি

নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন	৫০.০০	কিঃমিঃ
বাঁধ নির্মাণ	১৫.০০	কিঃমিঃ
বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ	১৭.০০	কিঃমিঃ
কম্পার্টমেন্টাল ডাইক	২০.০০	কিঃমিঃ
তীর সংরক্ষণ কাজ	১.৪০	কিঃমিঃ

প্রকল্পের সুফল ঃ

১. আগাম বর্ষা মৌসুমে আকস্মিক বন্যা এবং মৌসুমী বন্যা হতে প্রকল্প এলাকার প্রায় ৪০,০০০ হেক্টর জমির ফসলকে সুরক্ষা প্রদান সম্ভব হয়েছে;
২. পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে প্রায় ১০,০০০ হেক্টর জমি সেচ সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে;
৩. এলাকায় মৎস সম্পদ বৃদ্ধিসহ যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নতি সাধিত হয়েছে;
৪. এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হয়েছে।

➢ নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়)

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০০৮ হতে ৩০-০৬-২০১৫

প্রকল্প এলাকা ঃ চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার, নোয়াখালী, খাগড়াছড়ি, ফেনী, চাঁদপুর, কুমিল্লা, সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, মাগুরা, সাতক্ষীরা, খুলনা, পটুয়াখালী, বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা, ঝালকাঠি, বরগুনা, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বগুড়া, পাবনা, রংপুর, লালমনিরহাট, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম।

প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ১৯১.৩৩ কোটি টাকা

প্রকৃত ব্যয় ঃ ১৬৭.৩৩ কোটি টাকা

অবকাঠামো ঃ

তীর সংরক্ষণ কাজ	৩০.২৬৫	কিঃমিঃ
ইনলেট/স্লুইস	২	টি

প্রকল্পের সুফল ঃ

১. দেশের নদী বিধৌত অঞ্চলের ২৩টি বড় ও ছোট নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে ৩৭টি জেলায় ৭৮টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ শহর, বন্দর, মূল্যবান সরকারী সম্পদ, বেসরকারী বিভিন্ন স্থাপনা, ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক স্থান, কৃষি জমি ইত্যাদি রক্ষা করা হয়েছে;
২. নদী ভাঙ্গন রোধ করতে সম্ভব হওয়ায় প্রতি বছর আনুমানিক ১০,০০০ হেক্টর জমি নদী গর্ভে বিলীন হওয়া থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে;
৩. নদী ভাঙ্গন রোধে তীর সংরক্ষণ করার ফলে ভারতীয় সীমানার চর সৃষ্টি না হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে;
৪. প্রাকৃতিক পরিবেশগত বিপর্যয় রোধ করে প্রকল্প এলাকাসমূহের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

➢ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (SWAIWRPMP)

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-০৪-২০০৫ হতে ৩০-০৬-২০১৫

প্রকল্প এলাকা ঃ নড়াইল, যশোর, খুলনা ও সাতক্ষীরা।

প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ২৯৪.২৫ কোটি টাকা

প্রকৃত ব্যয় ঃ ২৮৭.১০ কোটি টাকা

অবকাঠামো ঃ

বাঁধ নির্মাণ/ পুনরাকৃতিকরণ	৩০.২০	কিঃমিঃ
খাল খনন	২৪৫.৭৪	কিঃমিঃ
রেগুলেটর মেরামত	১৫	টি
রেগুলেটর নির্মাণ	৫	টি

চেক স্ট্রাকচার/ কার্লভাট/ ফুটব্রীজ	৩৬	টি
ওয়াটার রিটেনশন স্ট্রাকচার	৫	টি
ইনলেট এবং আউটলেট	১৩	টি
ডগঅ/ডগএ ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ	৩	টি
আপগ্রেডিং অফ রুরাল রোডস	১৭.৪৮	কিঃ মিঃ
নদী তীর সংরক্ষণ	৩.৫৮৮	কিঃমিঃ
ডীপ টিউবওয়েল	১২২	টি
আইলা পুনর্বাসন কার্যক্রম	২৭	টি প্যাকেজ কাজ

অংশদারিত্বমূলক কার্যক্রম ঃ

পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG) গঠন	১০২	টি
পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন (WMA) গঠন	১৪	টি
যৌথ ব্যবস্থাপনা কমিটি (JMC) গঠন	২	টি

Sub-unit Implementation Plan (SIP) অপারেশন ও রক্ষনাবেক্ষন কার্যক্রমঃ

বাস্তবায়িত SIP সংখ্যা	১৪	টি
হস্তান্তরিত SIP সংখ্যা	১৩	টি

প্রকল্পের সুফল ঃ

১. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় হাইড্রোলজিক্যাল ইউনিটে অংশীদারিত্বমূলক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার প্রয়োগ করা হয়েছে। এতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সুবিধাভোগীদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি ও বিকেন্দ্রীকরণে সহায়তা প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং এর সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে;

২. সুষ্ঠু পরিকল্পনার জন্য সংস্থাসমূহের সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে;

৩. অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার লক্ষে ডগঅ সমূহ ঝখচ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বভার গ্রহণ শুরু করেছে। ফলে প্রকল্পে বাস্তবায়িত অবকাঠামোসমূহের পওর কাজে অর্থের জোগান সহজতর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে ডগএ গুলো আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে।

৪. ডগএ গুলোকে শতাংশ প্রতি ০.৬০ টাকা হারে সার্ভিস চার্জ প্রদানে উদ্বুদ্ধ করায় পওর কাজের জন্য আদায়কৃত সার্ভিস চার্জ নিজ নিজ পওর একাউন্টে জমা করছে।

৫. প্রকল্প এলাকায় কৃষি এবং মৎস সম্পদের ফলন/উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬. কৃষি, মৎস্য এবং জেন্ডার ও লাইভলিহুড বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে এলাকার মহিলা এবং দুঃস্থরা আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে চলমান গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্প

ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্প/কার্যক্রম

২০১০-১১ অর্থ-বছর হতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির অনুকূলে প্রকল্পের সংখ্যা মোট ৪৮টি। এর মধ্যে প্রকল্প অনুমোদন ও অন্যান্য অর্থায়নে কর্মসূচীভূক্ত প্রকল্পের সংখ্যা মোট ৩২টি (পরিশিষ্ট-২)। জুন/২০১৫ পর্যন্ত ২১টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং ১১টি প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া, ১৬টি প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন।

খ) সেচ সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে প্রকল্প/কার্যক্রম

➢ গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল ঃ ১৮-০৯-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৬ (প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল ঃ ৩১-১২-২০১৭)
প্রকল্প এলাকা ঃ কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ ও মাগুরা।
প্রকল্প ব্যয় ঃ ১৮৮.১৫ কোটি টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

১. সেচ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি;
২. কৃষি কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
৩. মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি;
৪. প্রকল্প এলাকার দারিদ্রতা হ্রাসকরণ;

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

১.	সেচ খালের ডাইক পুনরাকৃতিকরণ	১২৮.১১ কিঃমিঃ
২.	সেচ/নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন	১৮.৭০ কিঃমিঃ
৩.	বিদ্যমান সেচ অবকাঠামো পুনর্বাসন	৯১০ কিঃমিঃ

গ) নদী শাসনে চলমান ড্রেজিং কার্যক্রম

পানি সম্পদ উন্নয়নে মূলতঃ ভূ-পরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতা ও টেকসই ব্যবহার অপরিহার্য। পানি প্রাপ্যতার নিরিখে বছরব্যাপী পানির সুষ্ঠু ব্যবহার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে পানির প্রবাহ বজায় রাখা ও পানি সংরক্ষণের জন্য নদ-নদীই একমাত্র আধার। পানি সম্পদ উন্নয়নের নিমিত্তে পানির সংরক্ষণ, সুষ্ঠু বিতরণ ও নদ-নদীর নাব্যতা বজায় রাখা অপরিহার্য। নদী ভাঙ্গন ও নদীর তলদেশে পলিভরণ বাংলাদেশের আর্থসামাজিক, ভৌগোলিক ও পরিবেশগত প্রেক্ষাপটে এক প্রকট সমস্যা। এর প্রতিক্রিয়া অনেকটা স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী। এ যাবৎ বাপাউবো নদী শাসনের নিমিত্তে নদী ভাঙ্গনরোধে শুধুমাত্র তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করে আসছে। কিন্তু তাতে নদীর প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমান সরকার পূর্ববর্তী মেয়াদে ক্ষমতাসীন থাকাকালীন এবং বর্তমান মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহে নদী শাসন প্রক্রিয়ায় নদীর গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করতঃ নদীভাঙ্গন ও পলিভরণ রোধকল্পে নদী শাসনে সমন্বিত ড্রেজিং কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। এতে নদী শাসনে কাঙ্খিত সুফল পাওয়া যাবে। তবে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে নদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য সমন্বিত তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

➢ গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২য় পর্যায়)

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-০৭-২০০৯ হতে ৩০-০৬-২০১৭
প্রকল্প এলাকা ঃ কুষ্টিয়া
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৬৭৬.৫৪ কোটি টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হল দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম রিজিয়ন বিশেষত খুলনা এলাকা, উপকূলীয় এলাকা এবং সুন্দরবনকে পরিবেশগত অবনতি হতে রক্ষা করা। যে সকল গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশগত কাজ বা পরিসেবা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে তা নিম্নরূপ ঃ

১. খুলনা পয়ন্টে ভূ-পরিস্থ পানির লবনাক্ততা ১ পিপিটি-তে নামিয়ে আনা।
২. সুন্দরবন সংরক্ষিত বনের জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য সুন্দরবন জোনের লবনাক্ততা ২০ পিপিটি-তে নামিয়ে আনা।
৩. শুষ্ক মৌসুমে গড়াই নির্ভর এলাকায় প্রবাহ বৃদ্ধি করা যাতে করে মৎস্যসমূহ চলাচল/স্থানান্তর এবং নদী ও সংলগ্ন পানি প্রবাহ হতে মৎস উৎপাদনে সক্ষম হয়।
৪. নদী পথে নৌ-চলাচল বৃদ্ধি করা।

৫. পানি প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে নদী এবং নদীর তীরবর্তী এলাকার জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখা।
৬. ভূ-গর্ভস্থ এবং ভূ-পরিস্থ পানি সরবরাহ বৃদ্ধি।
৭. গৃহস্থলীর পানি সরবরাহের মান উন্নয়ন করা।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

১. নদী রক্ষনাবেক্ষণ ড্রেজিং ৮.৬৪ কিঃমিঃ
২. প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ড্রেজারদ্বয়ের আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ প্রাপ্তি।

➢ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-১১-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৫ (প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল ঃ ৩০-০৬-২০১৬)
প্রকল্প এলাকা ঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৪৯.৭৪ কোটি টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

১. লংগন, বেমালিয়া ও বলভদ্র নদীর ১৬৩০০.০০ হেক্টর এলাকায় বন্যার প্রকোপ হ্রাস, সেচ সুবিধা প্রদান, নাব্যতা পুনরুদ্ধার, এবং নিস্কাশন প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ।
২. শুস্ক মৌসুমে নেট ৯৬৮৫ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি।
৩. পানি সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে জেলে সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

১. বেমালিয়া ও লংগন নদী ড্রেজিং ১০.০০ কিঃমিঃ

➢ বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-০৭-২০১০ হতে ৩১-১২-২০১৬
প্রকল্প এলাকা ঃ সমগ্র বাংলাদেশ।
প্রকল্প ব্যয় ঃ ১২৫৩.৫৮ কোটি টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অগ্রাধিকার প্রদত্ত নদী ড্রেজিং কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদার বিপরীতে বাপাউবো'র ড্রেজার পরিদপ্তরের ড্রেজিং সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে নিম্নোক্ত যন্ত্রপাতি ক্রয়।

১. ৬৫০ মিলি মিটার (২৬ ইঞ্চি) কাটার সাকশন বিশিষ্ট ড্রেজার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় ৭ সেট
২. ৫০০ মিলি মিটার (২০ ইঞ্চি) কাটার সাকশন বিশিষ্ট ড্রেজার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় ৪ সেট
৩. ২৫০ মিলি মিটার (১০ ইঞ্চি) কাটার সাকশন বিশিষ্ট ড্রেজার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় ১০ সেট
৪. এক্সকাভেটর ক্রয় ১৮টি
৫. টাগবোট ক্রয় ১২টি

সংগৃহীত ড্রেজার এবং আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, নাব্যতা এবং নৌ-যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

১. ড্রেজার সরবরাহ প্রাপ্তি ৪টি (২টি ২৬ ইঞ্চি এবং ২টি ২০ ইঞ্চি কাটার সাকশন বিশিষ্ট ড্রেজার)।

ঘ) জলাবদ্ধতা দূরীকরণে প্রকল্প/কার্যক্রম

➢ কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৬
প্রকল্প এলাকা ঃ যশোর, খুলনা ও সাতক্ষীরা।
প্রকল্প ব্যয় ঃ ২৬১.৫৪ কোটি টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

১. প্রকল্প এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ
২. বন্যা নিয়ন্ত্রণ
৩. সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং মৎস্য উন্নয়ন
৪. টিআরএম পরিচালনার মাধ্যমে টেকসই নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

১.	কপোতাক্ষ নদী পুনঃখনন	৬৭.০০	কিঃমিঃ (আংশিক-৫১.৫৮%)
২.	বুড়ি ভদ্রা নদী পুনঃখনন	২০.০০	কিঃমিঃ (আংশিক-২০.০০%)
৩.	লিংক চ্যানেল পুনঃখনন	১.৫০	কিঃমিঃ
৪.	পাইপ আউটলেট নির্মাণ	১৬	টি
৫.	বেইলী ব্রীজ নির্মাণ	১	টি

ঙ) জনগণের অংশ গ্রহণে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে প্রকল্প/কার্যক্রম

➢ পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (WMIP)

দাতা সংস্থা ঃ IDA, The World Bank
বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-০৭-২০০৪ হতে ৩০-১২-২০১৫ (প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল ঃ ৩০-১২-২০১৬)
প্রকল্প এলাকা ঃ পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, রংপুর, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, বগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, মাগুরা, বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষিরা, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, টাঙ্গাইল, জামালপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, কুমিলা, ফেনী, লক্ষীপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার।
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৯৮২.২৭ কোটি টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

৬. চক্রের সকল স্তরে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণের মাধ্যমে টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং জাতীয় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সার্বিক উন্নয়ন সাধন;
৭. পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কাজে নিয়োজিত প্রধান দুই সংস্থা বাপাউবো (ইডউই) ও ওয়ারপো'র (ডঅজচঙ) প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ডের দক্ষতা উন্নয়ন করণ;
৮. গ্রামীন জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঝুঁকি প্রবণতা হ্রাস এবং সর্বোপরি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি ও মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন সাধন;
৯. স্থানীয় জনগণ সমন্বয়ে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নিকট প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

নদী তীর সংরক্ষণ	১৬.২৪৮	কিঃমিঃ (আংশিক- ২৬.৭৫%)
নদী তীর সংরক্ষণ মেরামত	২.০৯৭	কিঃমিঃ (আংশিক- ২৫%)
খাল পুনঃখনন	২.৪৬	কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৩৭.৮৭৮ কিঃমিঃ (আংশিক- ৪০%)
বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ	৫.৩০৪	কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৪১.৩২৬ কিঃমিঃ (আংশিক- ২০%)
পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ	১৮	টি (আংশিক- ৩৩%)
পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো মেরামত	১	টি (পূর্ণ), ৩২ টি (আংশিক- ৪০%)

চ) উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত পানি প্রবেশরোধ ও সমুদ্র থেকে ভূমি উদ্ধারে প্রকল্প/কার্যক্রম

➢ চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (বাপাউবো অংশ)

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-০১-২০১১ হতে ৩১-১২-২০১৬ (প্রস্তাবিত সমাপ্তিকালঃ ৩১-১২-২০১৮)
দাতা সংস্থা ঃ IFAD
প্রকল্প এলাকা ঃ নোয়াখালী ও চট্রগ্রাম
প্রকল্প ব্যয় ঃ ২৭৮.৭৪ কোটি টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

প্রকল্পটির সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নতুনভাবে জেগে ওঠা উপকূলীয় চর অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র মানুষের দারিদ্র ও ক্ষুধা দূরীকরণ। উন্নত ও অধিকতর নিরাপদ জীবনমান নিশ্চিত করার মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্দেশ্য সাধন করা হবে। জলবায়ু পরিবর্তন সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ ও দরিদ্র জনগণের ভূমিতে আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা বিধান করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। সুনির্দিষ্টভাবে -

- সিডিএসপি-৪ এ প্রস্তাবিত কর্মসূচীসমূহ টেকসইকরণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়ন;
- উপকূলীয় চর উন্নয়ন বিষয়ক উপাত্ত ও জ্ঞান সংগ্রহ করা ও ব্যাপ্তি ঘটানো (disseminate); এবং
- টেকসই পদ্ধতিতে উপকূলীয় চর এলাকার দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সরাসরি উন্নয়ন সাধন করা।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

বাঁধ নির্মাণ	৩.৮৯৫ কিঃমিঃ
খাল খনন	৫৮.০৩ কিঃমিঃ
স্লুইস নির্মাণ	৩ টি (পূর্ণ), ২টি (আংশিক- ৬৫%)

ছ) হাওর ও জলাভূমি উন্নয়নে প্রকল্প/কার্যক্রম

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর এলাকার জনগণ অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অধিক দারিদ্র-পীড়িত। আগাম পাহাড়ী ঢলে এ সকল এলাকায় ফসল প্রায়শঃই বিনষ্ট হয়। সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট, হবিগঞ্জ, বি-বাড়ীয়া, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ সহ ৭টি জেলার ছোট বড় মোট ৪১৪টি হাওর রয়েছে। হাওর সসার আকৃতির নীচু ভূমি। এই অঞ্চলের প্রায় ২৫% ভাগ এলাকা এ সকল হাওড়ের অন্তর্ভূক্ত। হাওড় এলাকার মোট আয়তন প্রায় ৮.০০ লক্ষ হেক্টর। বিভিন্ন ধরণের ৫৮টি প্রকল্পের আওতায় বাপাউবো কর্তৃক নির্মিত ১৮২৬ কিঃমিঃ ডুবন্ত বাঁধসহ অন্যান্য অবকাঠামো প্রতিবছর অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট থেকে মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। ফলে হাওড় এলাকার প্রায় ২.৯০ লক্ষ হেক্টর জমির একমাত্র বোরো ফসল আগাম বন্যা থেকে রক্ষা পায়। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে হাওর এলাকাতে বাস্তবায়নাধীন ৩টি প্রকল্প- ক) হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প ব্যয়-৬৮৪.৯৪ কোটি টাকা), খ) "কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (প্রকল্প ব্যয়-৬০৯.৮৩ কোটি টাকা) এবং গ) হাওর বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প ব্যয় ৯৯৩৩৭.৭২ কোটি টাকা) আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকল্প তিনটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম সমাপ্ত হলে হাওর অঞ্চলের বিদ্যমান সমস্যা বহুলাংশে হ্রাস পাবে বলে আশা করা যায়।

➢ হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৫ (প্রস্তাবিত সমাপ্তিকালঃ ৩০-০৬-২০১৮)
প্রকল্প এলাকা ঃ সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জ।
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৬৮৪.৯৪ কোটি টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- হাওর এলাকায় আগাম বন্যা হতে হাওরের ফসল রক্ষা।
- হাওর এলাকার প্রধান ফসলগুলোর পরিবহন ও নিষ্কাশন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- আভ্যন্তরীণ খালগুলোর নিষ্কাশন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

- দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নদীগুলোর নাব্যতা বৃদ্ধি করা।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

নদী ড্রেজিং	০.৫০০ কিঃমিঃ
খাল পুনঃখনন	৩২.০০ কিঃমিঃ
বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ	১৩৭.০২ কিঃমিঃ

জ) জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় প্রকল্প/কার্যক্রম

বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের ১৯টি জেলা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের বিশেষ পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও সীমাবদ্ধতার দ্বারা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের সার্বিক ও সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল ও কতিপয় অগ্রাধিকার ভিত্তিক বিনিয়োগ কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে।

➢ ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (উঈজজচ)

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-০৮-২০০৮ হতে ৩১-১২-২০১৭
প্রকল্প এলাকা ঃ বরগুনা, পটুয়াখালী ও পিরোজপুর।
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৭০৩.১০ কোটি টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- ঘূর্ণিঝড় সিড্‌র এবং আইলাতে ক্ষতিগ্রস্থ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২৯টি ক্ষতিগ্রস্থ পোল্ডার এর পুনর্বাসন;
- উপকূলীয় ৩টি জেলার ১২টি উপজেলার ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো পুনর্বাসন পূর্বক জনজীবন পূর্বাবস্থায় পুনরুদ্ধার এবং উপ-প্রকল্পের কাঙ্খিত সুবিধা নিশ্চিত করণ।

সমীক্ষা ঃ

১) উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, সমুদ্র উচ্চতা এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা বিবেচনা করে অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ উপ-প্রকল্প/ পোল্ডারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণসহ অবকাঠামোর বিস্তারিত নকসা প্রণয়ন, টেন্ডার ডকুমেন্ট ও ডিপিপি প্রস্তুত;
২) নদী তীর উন্নয়ন প্রোগ্রাম এর কারিগরী সমীক্ষা প্রণয়ন এবং টেন্ডার ডকুমেন্ট ও ডিপিপি প্রস্তুত;
৩) বাংলাদেশ নদীর তীর উন্নয়ন এবং সংরক্ষণ প্রকল্পের পরামর্শক সেবা;
৪) গড়াই নদী ও রেস্টোরেশন প্রকল্পের পরিবেশ এবং সামাজিক সমীক্ষার নিমিত্তে পরামর্শক সেবা প্রদান।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

নদী তীর সংরক্ষণ	৫.০০ কিঃমিঃ (আংশিক- ৮৫%)
বাঁধ নির্মাণ/মেরামত	৮০.০০ কিঃমিঃ (আংশিক- ৮০%)
পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো মেরামত	৪০ টি (আংশিক- ৯০%)

➢ জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত অন্যান্য প্রকল্প/কার্যক্রম

সিডর ও আইলার ন্যায় ঘন ঘন ঘুর্ণিঝড় ইত্যাদির কারণে এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিসহ সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় টেকসই সমাধানের জন্য ECRRP এর আওতায় দীর্ঘমেয়াদী সমীক্ষা পরিকল্পনা Technical Feasibility Studies and Detailed Design for Coastal Embankment Improvement Program (CEIP) সমীক্ষা কাজ ২০১২-১৩ অর্থ বছরে সমাপ্ত হয়েছে। এই সমীক্ষার ধারাবাহিকতায় সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরগুনা এবং পটুয়াখালী জেলার জন্যে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ৩২৮০.০০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত Coastal Embankment Improvement Project-1 (CEIP-1) ২০১৩-১৪ অর্থবছরে গৃহীত হয়েছে এবং প্রকল্পটি ২০১৩-১৪ বছর থেকে আরএডিপিতে বরাদ্দপ্রাপ্ত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে প্রকল্পটির আওতায় মাঠ পর্যায়ের কাজ বাস্তবায়নরে জন্য দরপত্র কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন ছিল।

➢ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় গৃহীত প্রকল্প

জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ক্ষতিকর প্রভাবের ফলে বাংলাদেশ একটি অত্যন্ত ঝুকিপূর্ণ দেশ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এতে ঘন ঘন ঘুর্নিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে, লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ ঘটছে, যা বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী উন্নত দেশগুলো থেকে অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলন সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশ অগ্রণী ভুমিকা পালন করছে। অধিকন্তু, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় নিজস্ব অর্থায়নে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের গঠন করে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্বে অনন্য নজির স্থাপন করেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সমুদ্র ও নদী অববাহিকার পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোসমূহ বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে বিধায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF) এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প গ্রহণে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড অগ্রণী ভুমিকা পালন করছে। জলবায়ু পরিবর্তনজণিত প্রভাব মোকাবেলায় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিভিন্ন অবকাঠামো রক্ষায় এবং টেকসই করার লক্ষ্যে ২০০৯-১০ হতে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছর পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বাপাউবোর ১০২ টি প্রকল্প চুড়ান্ত অনুমোদন লাভ করেছে যার মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৪৭.৫৫ কোটি টাকা। এ প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে উপকুলীয় এলাকায় জেগে উঠা চরাঞ্চলে পোল্ডার নির্মাণ, পুরাতন পোল্ডারসমূহ পুনর্বাসন, ভুমি পুনরুদ্ধারে ক্রসড্যাম নির্মাণ, নদী তীর সংরক্ষন, খাল খনন ইত্যাদি।

বাপাউবোতে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অনুমোদিত ১০২ টি প্রকল্পের মধ্যে জুন'২০১৫ পর্যন্ত

- মোট ২৩৭.৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৩ টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে (পরিশিস্ট-৩);
- মোট ৭০৯.৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে অবশিষ্ট ৭৯ টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন বর্তমানে চলমান আছে;
- এছাড়া বৈদেশিত অর্থায়নে গঠিত 'বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেন্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড' (BCCRF) এর আওতায় বাপাউবোতে একটি সমীক্ষা প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

ঝ) নদী শাসনের মাধ্যমে তীর সংরক্ষণে গৃহীত প্রকল্প/কার্যক্রম

➢ লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-০৭-২০১৪ হতে ৩০-০৬-২০১৭
প্রকল্প এলাকা ঃ লক্ষীপুর
প্রকল্প ব্যয় ঃ ১৯৮.০২ কোটি টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পোল্ডার নং- ৫৯/২ কে মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা।
- নদী ভাঙ্গন প্রবল এলাকাটিতে কৃষি জমি, ঘর-বাড়ি, হাঠ-বাজার, স্কুল কলেজ এবং সরকারী বেসরকারী অবকাঠামোসমূহ প্রভৃতি নদীর অব্যাহত ভাঙ্গন হতে রক্ষার মাধ্যমে জনসাধারণের মালামাল ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা এবং প্রকল্প এলাকায় শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

নদী তীর সংরক্ষণ ৩.৫০ কিঃমিঃ (আংশিক- ৫৭%)

➢ সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-১১-২০০৫ হতে ৩০-০৬-২০১৭
প্রকল্প এলাকা ঃ সিরাজগঞ্জ
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৪২০.৮১ কোটি টাকা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

(ক) কাজীপুর উপজেলাধীন মাইজবাড়ী হতে মেঘাই পর্যন্ত এবং সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বাহুকা-সিমলা নামক স্থানে যমুনা নদীর ভাঙ্গন তীরবর্তী জমি, বাহুকা নামক স্থান ও কাজীপুর উপজেলাস্থ শহর এলাকা নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা।

(খ) প্রকল্প এলাকাকে নদী ভাঙ্গনের হাত হতে রক্ষা করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, প্রাকৃতিক নিরাপত্তা এবং পরিবেশের উন্নয়ন সাধন করা।

(গ) নদী তীর সংরক্ষন কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আনুমানিক ১৩৫৭২০.০০ লক্ষ টাকা মূল্যমানের অস্থায়ী সরকারী, বে-সরকারী সম্পদ নদী ভাঙ্গন থেকে রক্ষা করা।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

নদী তীর সংরক্ষণ	১.২৫	কিঃমিঃ (পূর্ণ)
	০.৫০	কিঃমিঃ (আংশিক- ৯৫%)
	৫.০০	কিঃমিঃ (আংশিক- ৩০%)
নদী ড্রেজিং	১.২৯	কিঃমিঃ

ঞ) বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশনে গৃহীত প্রকল্প/কার্যক্রম

➢ খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় পর্যায়)

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-১০-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৮
প্রকল্প এলাকা ঃ খুলনা ও নড়াইল।
প্রকল্প ব্যয় ঃ ২৮১.৯০ কোটি টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- সেচ সুবিধা প্রদানের জন্য মিঠা পানির জলাধার নির্মাণ;
- এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণসহ নদীর নাব্যতা বজায় রাখা;
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
- লোনা পানির অনুপ্রবেশ রোধ করণ।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

জমি অধিগ্রহণ	২.১২৫	হেক্টর
নদী তীর সংরক্ষণ	০.৭৮	কিঃমিঃ (পূর্ণ), ০.১৩৫ কিঃমিঃ (আংশিক- ৬৮%)
নদী খনন	২৫.০০	কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৪.১৫ কিঃমিঃ (আংশিক- ৫৫%)
খাল খনন	৩.৮৮	কিঃমিঃ
বাঁধ নির্মাণ	১৩.৩৬৫	কিঃমিঃ
বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ	১.০০	কিঃমিঃ
পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো	২	টি (পূর্ণ), ১ টি (আংশিক- ৪৪%)

ট) অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ

➢ নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া-ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল ঃ ২০০৩-২০০৪ হতে ৩০-০৬-২০১৭
প্রকল্প এলাকা ঃ কুমিল্লা, চাঁদপুর, ফেনী ও নোয়াখালী।
প্রকল্প ব্যয় ঃ ২৮০.৫২ কোটি টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- জলাবদ্ধতা নিরসন;
- লবনাক্ত পানি প্রবেশ রোধ;

- নদী ভাঙ্গন রোধ;
- মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি;
- সীমিত সেচ সুবিধা সৃষ্টি;
- প্রকল্প এলাকার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

মূছাপুর ক্লোজার নির্মাণ কাজ

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

ক্লোজার নির্মাণ	১	টি (মুছাপুর ক্লোজার) (আংশিক- ৪৫%) (ক্লোজিং এর মাধ্যমে নদীর পানি বন্ধ করা হয়েছে। সেকশন ডেভেলপমেন্টের কাজ প্রক্রিয়াধীন)
নদী খনন	২.৩৬	কিঃমিঃ (আংশিক- ৩০%)

➢ গঙ্গা ব্যারেজ সমীক্ষা প্রকল্প

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর সমন্বয়ে গঠিত ব-দ্বীপ এলাকায় বাংলাদেশ অবস্থিত। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, যা সমগ্র দেশের মোট এলাকার ৩৭ শতাংশ, এই গঙ্গা নদীর পানির উপর নির্ভরশীল। দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক এই অঞ্চলে (বৃহত্তর কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, বরিশাল, পাবনা এবং রাজশাহী জেলা) বসবাস করে। গঙ্গা নদীর মোট দৈর্ঘ্য ২২০০ কিঃমিঃ, যার মধ্যে বাংলাদেশ অংশ ২৪০ কিঃমিঃ। কলকাতা বন্দরের নাব্যতা বৃদ্ধিকল্পে এবং সিল্ট পাসিং এর উদ্দেশ্যে ভারতের পশ্চিম বঙ্গের হুগলি-ভাগীরথি নদীতে ৪০ হাজার কিউসেক পানি প্রত্যাহার করার জন্য ১৯৭৫ সালে ভারত গঙ্গার উজানে ফারাক্কা নামক স্থানে ব্যারেজ চালু করে। ফারাক্কায় পানি প্রত্যাহারের ফলে ভাটিতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গঙ্গার প্রবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের দক্ষিণ- পশ্চিমাঞ্চলে কৃষি, মৎস্য চাষ, বন, নৌ-চলাচল, গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত পানির ব্যবহার এবং বিভিন্ন শিল্পের প্রসার দারুণভাবে ব্যাহত হয়। গঙ্গার পানির প্রবাহ হ্রাস পাওয়াতে শুষ্ক মৌসুমে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন মারাত্মক হুমকীর সম্মুখীন হয়েছে।

নির্মিতব্য গঙ্গা ব্যারেজের ডিজাইন

মূছাপুর রেগুলেটর

বিগত (১৯৯৬-২০০০) বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতায় বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের মধ্যে শুকনো মৌসুমে ফারাক্কা পয়েন্টে গঙ্গা নদীর পানি বন্টনের লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর ত্রিশ বছর মেয়াদী একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরিত চুক্তির আলোকে প্রাপ্ত গঙ্গার পানির সমন্বিত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বৃহত্তর জেলাসমূহ যথা রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর ও বরিশাল অঞ্চলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন এবং পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ব্যারেজ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণের ব্যাপক সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। সমীক্ষান্তে রাজবাড়ী জেলার পাংশাতে মূল ব্যারেজ নির্মাণের জন্য সম্ভাব্য স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রকল্পের লক্ষ্যসমূহ ঃ

- ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ১৯৯৬ সালে স্বাক্ষরিত গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রাপ্ত পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- শুস্ক মৌসুমে গঙ্গা নদীর পানি প্রবাহ বৃদ্ধি করে, গঙ্গা নির্ভর নদ-নদীসমূহের এবং প্রকল্প এলাকায় লবণাক্ততার মাত্রা কমানো ও Saline front কে ভাটির (সমুদ্রের) দিকে ঠেলে দেয়া;
- সুন্দরবনের বনজ সম্পদ ও জীব-বৈচিত্র রক্ষা;
- এলাকার বিশেষতঃ মিঠা পানির মৎস সম্পদ সংরক্ষণ ও প্রসার;
- উপকূলীয় নদীগুলির তলদেশে পলি ভরাট হ্রাস;
- এলাকার নদ-নদীগুলির তীর ভাঙ্গন হ্রাস;
- সুপেয় পানি সরবরাহ বৃদ্ধি ও ভূ-গর্ভস্থ পানির আর্সেনিক দূষণ হ্রাস;
- গঙ্গা নির্ভর এলাকার প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত ভারসাম্যতা সৃষ্টি ও অক্ষুন্ন রাখা;
- উপকূলীয় অঞ্চলে পোল্ডারসমূহে ব্যাপক জলাবদ্ধতা সমস্যা নিরসন;
- গঙ্গা নির্ভর নদ-নদীগুলোর প্রবাহ ও নাব্যতা বৃদ্ধি;
- জলবিদ্যুৎ উৎপাদন;
- গঙ্গা ব্যারেজের উপর দিয়ে বিদ্যুৎ ও গ্যাস লাইন স্থাপন;
- শিল্প প্রসারের ভিত্তি রচনা;
- সড়ক সংযোগের মাধ্যমে দেশের পশ্চিম অংশে উত্তরাঞ্চলের সাথে দক্ষিণাঞ্চলের সরাসরি ও দ্রুত যোগাযোগ পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা;
- সেবা খাতসমূহের উন্নয়ন; এবং
- বৃহত্তম জেলা কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, বরিশাল, পাবনা ও রাজশাহী জেলার ৪.৬৯ মিলিয়ন হেক্টর গ্রস এলাকা এবং ২.৮৪ মিলিয়ন নেট এলাকায় সেচ সুবিধা প্রদান করে গঙ্গা নির্ভর এলাকায় বসবাসরত দেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মানুষের জন্য জীবন জীবিকার প্রসার এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন তথা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন।

প্রস্তাবিত মূল ব্যারেজটি বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত হতে ৮২ কিঃমিঃ ভাটিতে এবং হার্ডিঞ্জ ব্রিজ/পাকশী ব্রিজ ও রুপপুর পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প হতে ৫২ কিঃমিঃ ভাটিতে অবস্থিত। বাংলাদেশে গঙ্গার পানি নির্ভর এলাকা ৪৬,০০০ বর্গ কিঃমিঃ গ্রস উপকৃত এলাকা ৫১.৮৮ লক্ষ হেক্টর, চাষযোগ্য এলাকা ২৮.৭৭ লক্ষ হেক্টর ও সেচযোগ্য এলাকা ১৯ লক্ষ হেক্টর)। গঙ্গা ব্যারেজ ২৯০০ মিলিয়ন ঘন মিটার পানি ধারণযোগ্য একটি বিশাল জলাধার সৃষ্টি করবে। জলাধারটি পাংশা থেকে পাংখা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে-যার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৬৫ কিঃমিঃ। গঙ্গা-নির্ভর এলাকায় ১২৩টি আঞ্চলিক নদীতে পানি পৌঁছে দেয়া হবে। জলাধারের পানি প্রকল্প এলাকায় সারা বৎসর সেচ, ইলিশ সহ মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন (১১৩ মেগাওয়াট), নৌ-পরিবহণ, লবনাক্ততা নিয়ন্ত্রণ, জলাবদ্ধতা সমস্যা নিরসন এবং প্রকল্প এলাকায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য পুনরুদ্ধার সহ সুন্দর বনের জীববৈচিত্র্য ও বনজ সম্পদ রক্ষার কাজে ব্যবহৃত হবে।

সমীক্ষার আলোকে ব্যারেজ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের বিস্তারিত নক্শা তৈরীর কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ব্যারেজ নির্মাণে উন্নয়ন সহযোগীদের অংশগ্রহণের অভিপ্রায়ে প্রকল্পের জন্যে প্রায় ৩১,৪১৪ কোটি টাকার একটি প্রিলিমিনারী ডিপিপি (PDPP) ইআরডিতে প্রেরণ করা হয়েছে।

➢ পানি ভবন নির্মাণ প্রকল্প

১৯৭২ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-পিও-৫৯ মোতাবেক ইপিওয়াপদা এর পানি অংশ নিয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) দুটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হওয়ার পূর্বে বিদ্যুৎ উন্নয়ন শাখা এবং পানি উন্নয়ন শাখার সমন্বয়ে ইপিওয়াপদা প্রধান কার্যালয় মতিঝিলস্থ ওয়াপদা ভবনে সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ব্যাপকভাবে প্রসারমান হওয়ায় এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ায় মতিঝিলস্থ ৭০,০০০ বর্গফুট আয়তনের ওয়াপদা ভবনে স্থান সংকুলান না হওয়ায় প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রায় ১,২০,৫০০ বর্গফুট অফিস ভাড়া করতে হয় এবং প্রতি বছরই এ খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করতে হয়। বর্তমান কাজের পরিধি এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১,৭৫,০০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট পানি উন্নয়ন বোর্ডের একটি নিজস্ব বিল্ডিং পানি ভবন নির্মাণের জন্য ডিপিপি প্রণয়ন করা হয় এবং একনেক কর্তৃক গত ২০/০৮/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত হয়। ৩১-০১-২০১৫ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে পানি ভবনের ভিত্তি প্রস্তর উন্মোচন করা হয়। পানি ভবন নির্মাণের জন্য ৭২, গ্রীণ রোডস্থ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধিগ্রহণকৃত জায়গায় পানি ভবন নির্মাণের স্থান নির্ধারন করতঃ বর্তমানে ২য় বেজমেন্টের Roof Slab Casting সম্পন্ন হয়েছে।

মাননীয় প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক পানি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

পানি ভবন নির্মিত হলে পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট প্ল্যানিং, ডিজাইন, মনিটরিং ইত্যাদি কার্যক্রম যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে এবং পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের আওতাভুক্ত ৫টি সংস্থা অর্থাৎ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়ারপো, জেআরসি, হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, আরআরআই (লিঁয়াজো অফিস) অফিসসমূহের স্থান সংকুলান হবে। ফলে অফিস ভাড়া বাবদ প্রতি বছর সরকারের প্রায় ৩.৫০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। বর্তমান ডিপিপি অনুযায়ী জুন, ২০১৬ নাগাদ ভবনটি ৩য় তলা পর্যন্ত নির্মাণের জন্য নির্ধারিত আছে। ভবনটি ১২ তলা পর্যন্ত নির্মাণ করে জুন, ২০১৮ নাগাদ প্রকল্প সমাপ্তির জন্য ইতোমধ্যে ডিপিপি সংশোধনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।

পানি ভবনের বর্তমান নির্মাণ কাজ

বাপাউবো'র ২৫ বছর মেয়াদী খস্ড়া পরিকল্পনা

পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) দেশের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ, নদীতীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ব-দ্বীপ উন্নয়ন ও ভূমি পুনরুদ্ধার, নদ-নদী ড্রেজিং, ইত্যাদি বিষয়ে প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিচালন করে সেচ, জলাবদ্ধতা নিরসন, বন্যা প্রতিরোধ, নদী তীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ব-দ্বীপ উন্নয়ন ও ভূমি পুনরুদ্ধার, নদ-নদীর নাব্যতা ও বহন ক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের Vision (Sustainable water security for better livelihood acknowledging the effects of climate change) এবং mission (ensure fulfilling the requirements of water for the people and sustainable development through balanced and integrated management of water resources) বাস্তবায়নে আগামী ২৫ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাপাউবোতে কী কী কার্যক্রম গ্রহন করা প্রয়োজন সে বিষয়ে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী। এ প্রেক্ষাপটে মন্ত্রণালয়ের বর্তমান রুপকল্প, উদ্দেশ্য, দেশের বর্তমান পানি নীতি ও কৌশল, প্ল্যান (National Water Policy (NWP) (1999), BWDB Act (2000), National Water

Management Plan (NWMP) (2004), Coastal Zone Policy (2005), Coastal Zone Strategy (2006), Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (2009), Perspective Plan of Bangladesh (2010-2021), National Sustainable Development Strategy (2010-21), Sixth Five-Year Plan (2011-15) ইত্যাদি পর্যালোচনা করে আগামী ২৫ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাপাউবোতে কী কী কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন সেগুলোর শ্রেণীবিভক্ত করে (সেচ সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা, সমুদ্র থেকে ভূমি উদ্ধার, নদী তীর সংরক্ষণ ও নদী ব্যবস্থাপনা, উপকূলীয় এলাকায় অবকাঠামোসমূহ উন্নয়ন ও পুনর্বাসন, হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) একটি অগ্রাধিকার তালিকা নিম্নে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে তালিকায় অর্ন্তভূক্ত প্রকল্পগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের নিমিত্তে বিভিন্ন র‍্যাংকিং-এ বিন্যস্ত করা হয়েছে। তালিকার র‍্যাংকিং-১ অর্ন্তভূক্ত কার্যক্রমকে আগামী আট বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। অনুরূপ ভাবে র‍্যাংকিং-২ ও ৩ এর আওতার কার্যক্রমকে পর্যায়ক্রমে ১৫ বছর ও ২৫ বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। তালিকায় অন্তর্ভূক্ত কার্যক্রমকে সময়ে সময়ে পর্যালোচনা করে তালিকা হালনাগাদ করা যেতে পারে। যে সমস্ত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা নেই অথবা দীর্ঘ দিন আগে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়েছে সেগুলো বৈদেশিক অর্থায়নের সুবিধার্থে নতুন করে সমীক্ষা করা যেতে পারে।

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম	র‍্যাংকিং
ক	**সেচ প্রকল্প**	
ক.১	**নতুন**	
১	Kurigram Irrigation Project (North Unit)	১
২	Kurigram Irrigation Project (South Unit)	১
৩	North Rajshahi Irrigation Project	১
৪	Irrigation Projects in Eastern hill	২
ক.২	**পুনর্বাসন**	
৫	Karnafuli Irrigation Project (Halda & Irrigation Unit)	১
৬	Fatikchari FCDI Project	১
৭	Dhurang Irrigation Project	১
৮	Mandakini Irrigation Project	১
৯	Nishchintapur Irrigation Project	১
১০	Halda Irrigation Project	১
১১	Boalkhali Irrigation Project	২
খ	**সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প**	
১২	Ganges Barrage Project	১
১৩	Integrated Water Resources Management in Chalan Bill area including Bill Halti Development Project	২
১৪	Integrated Water Resources Development & Management in Boral Basin	১
১৫	Feasibility Study and Detailed Design of Brahmaputra Barrage	২
১৬	Brahmaputra Barrage Project	২
১৭	Feasibility Study and Detailed Design of Meghna Barrage	৩
১৮	Meghna Barrage Project	৩
১৯	Dharla Barrage and ancillary works	২
২০	Dudhkumar Barrage and ancillary works	৩
২১	Mahananda Barrage and ancillary works	৩
২২	Kangsa Barrage and ancillary works	৩

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম	র‍্যাংকিং
২৩	Kushiyara Barrage and ancillary works	৩
২৪	Juri River Barrage and ancillary works	৩
২৫	Khowai River Barrage and ancillary works	৩
২৬	Dhaka Integrated Flood Control Embkt. cum Eastern Bypass Road multi-purpose Project	১
২৭	Old Brahmaputra Integrated River Management Project	১
২৮	Basin wise Integrated Water Resource Assesment in Major Rivers	২
গ	**জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা ও বাস্তু পুনরুদ্ধার (Ecosystem Restoration) প্রকল্প**	
২৯	Bhairab River Restoration Project	২
৩০	Ghaghot River Restoration Project	২
৩১	Nabaganga River Restoration Project	২
৩২	Restoration of four rivers around Dhaka city	১
৩৩	Restoration of Dhaleshwari River (New)	১
৩৪	Hisna River Restoration Project	২
৩৫	Mathabhanga River Restoration Project	২
৩৬	Arial khan River Restoration Project	৩
৩৭	Lower Boral River Restoration Project	২
৩৮	Up gradation and Modernization of National Hydrological services in Bangladesh for integrated water resources management in the context of climate changes	১
৩৯	Impact of Climate Change on Groundwater Resources of Bangladesh	২
ঘ	**ভূমি পুনরুদ্ধার ও উন্নয়ন প্রকল্প**	
৪০	Urirchar - Noakhali Cross Dam Project	১
৪১	Hatiya– Dhamarchar-Nijhumdwip Integrated Development Project	২
৪২	Bhola - Kukrimukri - Char Montaz Integrated Development Project	২
৪৩	Sandwip Jahaizar char cross dam project	৩
৪৪	Estuary Development Study and Pilot Program for land reclamation	১
৪৫	Sandwip-Urirchar Cross Dam Project	৩
ঙ	**নদী তীর সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প**	
৪৬	Stabilization of Brahmaputra Left and Right Embankment	১
৪৭	Stabilization of Left & Right Bank of Padma River	২
৪৮	Stabilization of Left & Right Bank of Lower Meghna River	২
৪৯	Rehabilitation of Water Management Infrastructure in Bhola District	১
৫০	Re-excavation of Madaripur Beel Route	৩
৫১	Re-excavation of Kumar River	২
৫২	Re-excavation of Sutang River	৩
৫৩	Re-excavation of Piyain River	১
৫৪	Re-excavation of Lower Kangsha (Ghulamkhali & Updakhali) River	৩
৫৫	Re-excavation of Bhogai River	৩
৫৬	Re-excavation of Modhumati River	৩
৫৭	River /Channel / Char Dredging Projects in Bangladesh	২
চ	**ক্ষুদ্র পানি বিদ্যুৎ প্রকল্প**	
৫৮	Mini Hydropower projects in eastern hill rivers	১
ছ	**উপকূলীয় পোল্ডার সমূহের উন্নয়ন**	
৫৯	Improvement of Polder 59/3C Noakhali	১
৬০	Improvement of Polder 63/1A and 63/1B Anowara	১

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম	র‍্যাংকিং
৬১	Improvement of Polder 64 Banshkhali	১
৬২	Imprvement of Polder 65 Cox's Bazar	২
৬৩	Improvement of Polder 66 Cox's Bazar	২
৬৪	Improvement of Polder 67 Teknaf	২
জ	**হাওড় উন্নয়ন প্রকল্প**	
৬৫	Pre-monsoon Flood Protection and Drainage Improvement in Haor Areas	১
৬৬	Flood Management in Haor Areas	১
৬৭	Village Protection Against Wave Action in Haor Areas	১
ঝ	**অন্যান্য প্রকল্প**	
৬৮	ICT Based Institutional Development and Capacity Building of Agencies under MoWR	১
৬৯	Connecting all working field divisions including training Institute with central data network of BWDB for online monitoring and management	১
৭০	Development of consiolidated MIS reporting and online monitoring of BWDB's programmes	১
৭১	Strengthening Hydrological Monitoring and Forecasting and Institutional Capacity	১
৭২	Impact study of the interventions of transboundary river system	১

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রুটিন কার্যক্রম

সেচ, সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় কার্যক্রম

(ক) ২০১৪-১৫ সালের সেচ কার্যক্রম ও অগ্রগতি

২০১৪-১৫ সালে পাউবো এর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সমূহের ৩টি মৌসুমে ২৩.১৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে ফসল ও ১০.৪৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। জুন ২০১৫, পর্যন্ত ২২.৬২ লক্ষ হেক্টর জমিতে ফসল আবাদ ও ৯.৬৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

২০১৪-২০১৫ সালের সেচ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য নিম্নরূপ

(হেক্টর)

ক্রঃ	জোন	প্রকল্পের সংখ্যা	আওতাভুক্ত এলাকা	সেচযোগ্য এলাকা	ফসল		সেচ		নীট সেচকৃত জমি	
					লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য
১।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	১৮	১৫৬৮৪৩	১০৮৬২১	৩৩৩৮১৫	৩২৫২৬৬	২০৮২৭৬	১৪৬১৪৫	৯৭৩৭২	৯৫৭৬০
২।	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	৯	১৫৮২৫২	১০১৩৪১	২৪৯৮৮৯	২৪৪৪৫৫	১৫৫৭৪০	১৫০০৭০	৮৩৬১৫	৮০৭৭৭
৩।	পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	৬	১৩৩০১৮	১০২৬২৭	২৭১৯০০	২৫৫৯৩২	৯৬৬৬৫	৮৯০৬০	৫৭৪১৯	৫৪৬১৬
৪।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	৪	১৫৩৪৩৫	১০৪৪৩৭	৩০৪৯২৭	৩০১১৯৪	১৮৩১৬৭	১৮২৬৭৬	১০৪৩৪৫	১০৪৪১২
৫।	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	৬	৪৯৩০১১	১৫৪৬৬৪	৪৮২০২৫	৪৮২০০০	১০৭৯২৫	১০৭৩৪৫	৮৫৮৭৫	৮৬০৪৫
৬।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	৫০	২৪২৪৯৮	১৭১৪২৭	৩৬২৫৬৮	৩৫৯৭৯৭	১৭২৩৭৩	১৭২৫০৩	১৭০২২৩	১৭০৩৫৩
৭।	পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	৬	১৪২৭৯৮	৬৩৯৯৪	১৬৭৫৩৬	১৪৭৬৮২	৭৯০১৩	৭২৮৭৫	৫৪৩৭০	৩৯১৪২
৮।	উত্তর-পুর্বাঞ্চাল, সিলেট	১	২২৬৭২	১২১৪৬	৩১৬৭৮	৩১৭১৮	১০৫৫০	১০৫৫৫	১০৫৫০	১০৫৫৫
৯।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	১৭	৬৯৯৪৪	৪৩৭০৮	১১৪৮৭৫	১১৪১৩৫	৩৩৫৮৫	৩২৯৩০	৩৩৫৮৫	৪৪৯৮৯
	সর্বমোট	১১৭	১৫৭২৪৭১	৮৬২৯৬৫	২৩১৯২১৩	২২৬২১৭৯	১০৪৭২৯৪	৯৬৪১৫৯	৬৯৭৩৫৪	৬৮৬৬৪৯

(খ) সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতি

বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পসমূহের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থপনার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। সেচ প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে সার্ভিস চার্জ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সার্ভিস চার্জ আরোপ ও আদায় প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রবিধানে সেচ প্রকল্পের উপকৃত কৃষকদের সমন্বয়ে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনকে সার্ভিস চার্জ আদায়ের দায়িত্বসহ আদায়কৃত অর্থ সুবিধাভোগী সংগঠনের সাথে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় নির্বাহ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর ফলে সরকার কর্তৃক বিপুল অর্থে সমাপ্ত প্রকল্পের নিজস্ব মালিকানাবোধ সৃষ্টি, সেচের পানির অপচয়রোধ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সুষম বণ্টনের মাধ্যমে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য সমুন্নত ও সুষ্ঠু পরিচালনা ও টেকসই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় সুবিধাভোগীদের সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

বর্তমানে (১) পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (২) মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্প এবং (৩) তিস্তা বাঁধ সেচ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (৪) মুহুরী সেচ প্রকল্প (৫) কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প (৬) হারবাংছড়া সেচ প্রকল্প (৭) টাংগন বাঁধ প্রকল্প (৮) বুড়ি তিস্তা প্রকল্প (৯) নারায়ণগঞ্জ-নরসিংদী সেচ প্রকল্প (১০) উত্তর রূপগঞ্জ পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প (১১) চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এবং (১২) মনু নদী সেচ প্রকল্প সার্ভিস চার্জের আওতায় আনা হয়েছে। বিস্তারিত নিম্নরূপ ঃ

সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতি (জুন, ২০১৪ পর্যন্ত)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	জোনের নাম	প্রকল্পের নাম	সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা		সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতি		অগ্রগতি (ক্রমপুঞ্জিভূত)	
			২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	জুন,২০১৫ মাসের আদায়	ক্রমপুঞ্জিত আদায়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯ (৬+৭)
১	উত্তর পূর্বাঞ্চল, কুমিলা	মেঘনা ধনাগোদা সেচ প্রকল্প	৪৫.২৩০	৪৫.০০	১৬.৩৭০	৬.৭৭০	২.৬৮০	২৩.১৪০
		চাঁদপুর সেচ প্রকল্প	৫.০০০	৫.০০	৩.১৩০	৪.৮২০	১.১২০	৭.৯৫০
		সুন্দলপুর সেচ প্রকল্প	০.২৬৮	০.২৭৪	০.১০৫	০.০৯৯	০.০১৬	০.২০৪
২।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	মুহুরী সেচ প্রকল্প	৩.০০	৩.০০	৩.০০০	০.০০০	০.০০০	৩.০০০
		কর্ণফুলি সেচ প্রকল্প	২.৭০০	২.৭০	২.৭০০	২.৭৮০	১.২৩০	৫.৪৮০
		হারবাং ছড়া সেচ প্রকল্প	০.২৫০	০.২৫	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
৩।	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল রাজশাহী	পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	১০.৬৯০	১১.১৭০	২.৩৯০	১.৫৯০	০.৪৫০	৩.৯৮০
৪।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	তিস্তা বাঁধ সেচ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	৪৭.৮৮০	১৯.৪১০	২৪.২১০	১০.৭৯০	০.৮০০	৩৫.০০
		টাংগন বাঁধ প্রকল্প	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বুড়ি তিস্তা প্রকল্প	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা।	এন এন আই প্রকল্প	৮.৭৪৩	৮.০০২	০.৮৬১	০.৪১৪	০.১৬৭	১.২৭৫
৬।	মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	জি কে সেচ প্রকল্প	৪০.০০০	২২.০০০	১৫.৬৪০	১০.৫৪০	৫.৪৬০	২৬.১৮০
	মোট		**১৬৩.৭৬১**	**১১৬.৮০৬**	**৬৮.৪০৬**	**৩৭.৮০৩**	**১১.৯২৩**	**১০৬.২০৯**

সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের তুলনামূলক অগ্রগতি

বিগত ২০১৩-২০১৪ সালের মোট সার্ভিস চার্জ প্রাপ্তিসহ বর্তমান বছরের (২০১৪-২০১৫) সেচ সার্ভিস চার্জ লক্ষ্যমাত্রা ও আদায়ের অগ্রগতির সাথে বিগত বছরের একই সময়ের (জুন/২০১৫ মাস পর্যন্ত) সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ-

২০১২-১৩ সালে		২০১৪-১৫ সালে	
মোট লক্ষ্যমাত্রা	মোট প্রাপ্তি	মোট লক্ষ্যমাত্রা	মোট প্রাপ্তি
১৬৩.৭৬১	৬৮.৪০৬	১১৬.৮০৬	৩৭.৮০৩

পানি বিজ্ঞান (Hydrology) এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কার্যক্রম

পানি সম্পদ সেক্টরের সমন্বিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য নির্ভরযোগ্য পানি বিজ্ঞান উপাত্তের প্রাপ্যতা অপরিহার্য। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় প্রধান প্রকৌশলী. পানি বিজ্ঞান এর দপ্তর ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল, গ্রাউন্ড ওয়াটার হাইড্রোলজি সার্কেল, রিভার মরফোলজি ও গবেষণা সার্কেল ত্রয়ের মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপি পানি বিজ্ঞান নেটওয়ার্কের সাহায্যে ৪০ বৎসরের অধিককাল পানি বিজ্ঞান উপাত্ত সংগ্রহের এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। বর্তমানে প্রধান প্রকৌশলী, পানি বিজ্ঞান এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর সমুহ সারাদেশ ব্যাপী বিস্তৃত নিম্নবর্ণিত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পানি বিজ্ঞান উপাত্ত সমুহ সংগ্রহ করছে।

ক্রমিক নং	উপাত্তের নাম	স্টেশন সংখ্যা	মন্তব্য
১.	টাইডাল/ননটাইডাল পানি সমতল	৩৪৩	দিনে ৫ বার (সকাল ৬ হতে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত দিনে তিনবার)
২.	টাইডাল/ননটাইডাল প্রবাহ	১১৭	দৈনিক/সাপ্তহিক/পাক্ষিক
৩.	ভূ-পরিস্থ পানির গুণাগুণ	২৯	মাসিক
৪.	লবণাক্ততা	১০০	দৈনিক/সাপ্তহিক/পাক্ষিক
৫.	পলি প্রবাহ	২৬	সাপ্তহিক/পাক্ষিক
৬.	বারিপাত	২৬৯	দৈনিক
৭.	আবহাওয়া	৩	দৈনিক
৮.	বাষ্পায়ন	৩৯	দৈনিক
৯.	মরফোলজিক্যাল ক্রস সেকশন	১৮৫২	বাৎসরিক
১০.	ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (সাপ্তাহিক)	১৯৩৮	সাপ্তাহিক
১১.	ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (দৈনিক)	২০	দৈনিক
১২.	ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণাগুণ (শুষ্ক ও বর্ষা মৌসুমে)	৭৫০	বাৎসরিক
১৩.	এক্যুইফার বৈশিষ্ট্য	৩১৭	
১৪.	বোরহোল লিথলজি	১১৬৬	

প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল

উপরোক্ত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল, পানি বিজ্ঞান, বাপাউবোর আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সংগ্রহকৃত সারাদেশের হাইড্রোলজিক্যাল (যেমনঃ ভূপরিস্থ, ভূগর্ভস্থ ও রিভার মরফোলজিক্যাল) তথ্য/উপাত্তগুলোর যথাযথভাবে গুণগতমান পরীক্ষা/নিরীক্ষা, মিসিং ডাটা নির্ণয়, প্রক্রিয়াজাত করণ করা হয় । এ সকল উপাত্তসমূহের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাপাউবোসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তরে উপাত্তসমূহ ব্যবহার উপযোগী করে secondary information প্রস্তুত করা এবং সকল উপাত্ত ডাটাবেজে সংরক্ষণ ও সরবরাহের কাজ করা হয়। পরবর্তীতে উপরোল্লিখিত স্টেশন সমূহে প্রাপ্ত উপাত্ত সমূহ প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে (ক) বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কার্যক্রম পরিচালনা (খ) ভূ-পরিস্থ পানি সমতল মনিটরিং (গ) ভূ-পরিস্থ পানির গুণাগুণ নির্ণয় ও পর্যবেক্ষণ (ঘ) নদ-নদীর বিভিন্ন স্থানে এরোসন ও ডিপোজিসন হার নির্ণয় ও পর্যবেক্ষণ (ঙ) ভূ-গর্ভস্থ পানির বিভিন্ন স্তরের গুণাগুণ পর্যালোচনা করা হয়।

বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়নের জন্য এ সকল তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। বর্তমানে বৈশ্বিক জলবায়ু ও আবহাওয়া পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট উপাত্ত যথাযথভাবে প্রক্রিয়াকরণ অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। এ সকল তথ্য বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান তাদের প্রকল্পের কাজে/দেশের উন্নয়নমূলক কাজে অথবা বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার হয়ে থাকে এবং দেশী বিদেশী অনেক সংস্থা, গবেষণামূলক কাজে এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের শিক্ষামূলক কাজে উক্ত তথ্য/উপাত্ত ব্যবহার করে থাকে। তদুপরি সংগ্রহকৃত সকল তথ্য/উপাত্ত সমূহ দেশের পানি সম্পদ সংক্রান্ত সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও বিভিন্ন প্রকল্পের পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

অন্যান্য প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রমঃ

HKH-HYCOS প্রকল্পঃ

World Meteorological Organization (WMO) এর কারিগরী সহযোগীতায় এবং ফিনল্যান্ড সরকারের অর্থায়নে নেপালের কাঠমুন্ডুতে অবস্থিত International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) কর্তৃক Hindu Kush Himalayan Region of Hydrological Cycle Observing System (HKH-HYCOS) প্রকল্পের আওতায় ২০১২ সালে Bhangabhandu bridge, Lalon Shah bridge, Bhairab bridge এবং ২০১৪ সালে Ballah, Chatlaghat, Zakiganj ও Sunamganj নামক মোট ৭টি স্থানে Auto Real Time Data Acquisition System (ARTDAS) Station স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হয়। উক্ত System এর মাধ্যমে Water Level এবং Rainfall এর Real Time Data সরাসরি প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল দপ্তরে WMIP এর আওতায় স্থাপিত Data Centre এর Server এবং HKH-HYCOS প্রকল্পের আওতায় WAPDA Building এর 2nd Floor-এ স্থাপিত Server-এর মাধ্যমে একই সাথে গৃহীত হওয়ার পর প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষন করা হচ্ছে। অধিকন্তু HKH-HYCOS প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ৭টি ARTDAS Station এর Real Time Data-সমূহ নেপালে অবস্থিত ICIMOD এর Server-GI সংরক্ষন করা হচ্ছে। HKH-HYCOS প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত স্টেশন সমূহের তথ্য সমূহ বিতরণের জন্য www.hkhhycos.bwbd.gov.bd ওয়েভ-পোর্টাল তৈরী করা হয়েছে যার মাধ্যমে প্রতি ১৫ মিনিট পরপর Hydrological Data visualize করা যায় ।

চিত্রঃ HKH-HYCOS প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ষ্টেশস সমূহের ওয়েভভিত্তিক dissemination system (www.hkhhycos.bwbd.gov.bd)

চিত্রঃ HKH-HYCOS প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত সিলেটের Zakiganj Station এর RLS Hanging arrangement

চিত্রঃ WMIP এর আওতায় বাপাউবোর কর্মকর্তাদের Hands on প্রশিক্ষণ এবং Field visit.

Water Management Improvement Project (WMIP) ঃ

চিত্রঃ WMIP এর আওতায় প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাষ্টিং সার্কেলে স্থাপিত Server সহ Data Centre কক্ষ

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে Water Management Improvement Project (WMIP) এর আওতায় বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে বাংলাদেশের ১৯ টি জেলার বিভিন্ন স্থানে ২৯ টি Auto Real Time Data Acquisition System (ARTDAS) Station এবং ১ টি Automatic Weather Station স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হয়। উক্ত Station সমূহের Real Time Data সরাসরি প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল দপ্তরে স্থাপিত Data Centre এবং HKH-HYCOS Server (WAPDA Building, 2nd Floor) এর Server দ্বয়ের মাধ্যমে একই সাথে গৃহীত হওয়ার পর প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষন করা হচ্ছে। বাপাউবোর বিভিন্ন দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ARTDAS Station সমূহের Installation, Maintenance, Operation ইত্যাদি বিষয়ে সম্পক ধারণা প্রদান ও পরিচালনার জন্য Hands on প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং উক্ত প্রশিক্ষণে Field visit এর ব্যবস্থা করা হয়।

উপরোক্ত দুটি কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড Hydrological Data collection আধুনিকায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন করছে যার মাধ্যমে সনাতন গেজ রিডার ছাড়া প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর অন্তর Data collection করা সম্ভব । এই কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা পরবর্তীতে ব্যাপক আকারে Hydrological Data collection আধুনিকায়ন ব্যবস্থা গ্রহণে ভূমিকা রাখবে। এখানে উল্লেখ্য যে, Hydrological Data collection আধুনিকায়ন করায় বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে ।

একইসাথে অন্য দরপত্র প্যাকেজের আওতায় অত্র দপ্তরে উপরোল্লিখিত ARTDAS Station-সমূহের Real Time Data-সমূহ গৃহীত হওয়ার পর প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষন করার জন্য একটি Server সহ Data Centre স্থাপন করা হয়েছে।

এই প্যাকেজের আওতায় ViSea-DAS, AQUARIUS, RIVERMorph এবং MODFLOW-Hydro Geo Analyst নামক ৪ টি Hydrological Software ক্রয় করা হয় এবং বাপাউবোর বিভিন্ন দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের Software গুলো সম্পর্কে সম্পক ধারণা প্রদান ও পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যার ফলে বাপাউবোর বিভিন্ন কর্মকর্তারা উল্লেখিত Software গুলোর মাধ্যমে Hydrological Data সমূহ বিশ্লেষণ করতঃ নতুন Product তৈরী করা সম্ভব হবে।

Hydrological Software গুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

(ক) ViSea-DAS ঃ এই Software টি Laptop/Desktop Computer-এ Install করতঃ Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) এর সাথে Cable connection এর মাধ্যমে একসাথে Discharge এবং Sediment পরিমাপ করা যায়। Discharge পরিমাপ করার সময় বিভিন্ন Section-এ Water Sample collection করা হয় এবং Water Sample এর Laboratory test এর প্রাপ্ত দিয়ে value এর সহায়তায় Software এর মাধ্যমে প্রাপ্ত Sediment এর value-সমূহকে calibration করা যায়। যার ফলে সঠিক মান পাওয়া সম্ভব হবে এবং বিভিন্ন নদীর Sediment পরিমাপ করা সম্ভব হবে।

(খ) AQUARIUS ঃ এই Software টির মাধ্যমে সংরক্ষিত Hydrological Data সমূহের Data Set তৈরী, বিভিন্ন ধরনের Data correction করা, Data Missing নির্ণয় করা, Time Series Data add করা, Rating Curve Develop ইত্যাদি করা সম্ভব হবে। যার ফলে Software টির মাধ্যমে Hydrological Data সমূহের accuracy বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

(গ) RIVERMorph ঃ এই Software টির মাধ্যমে River Bank Shifting Prediction, River Bank Erosion Prediction, Natural Channel Design ইত্যাদিসহ Morphological Analysis করা সম্ভব হবে।

(ঘ) MODFLOW-Hydro Geo Analyst ঃ এ Software টির মাধ্যমে Ground Water এর Flow direction, flow measurement, drawdown, contour map ইত্যাদিসহ Geological Analysis করা সম্ভব হবে।

Development of Hydrological Web Portal ঃ

Hydrological Database সংক্রান্ত একটি ডবন Portal এর Development কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যার Web address হলো www.hydrology.bwdb.gov.bd. এই Web Portal এর মাধ্যমে Hydrological তথ্য-উপাত্ত সমূহের প্রাপ্যতার বিবরণ দেয়া থাকবে এবং বিভিন্ন দেশী বিদেশী সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান তাদের প্রকল্প বাস্তাবায়নে, দেশের উন্নয়নমূলক, বাণিজ্যিক, গবেষণামূলক, শিক্ষামূলক কাজে উক্ত তথ্য/উপাত্তসমূহ নিজে নিজেই download করতঃ ব্যবহার করতে পারবে। তদুপরি সংগ্রহকৃত সকল তথ্য/উপাত্ত সমূহ দেশের পানি সম্পদ সংক্রান্ত সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও বিভিন্ন প্রকল্পের পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

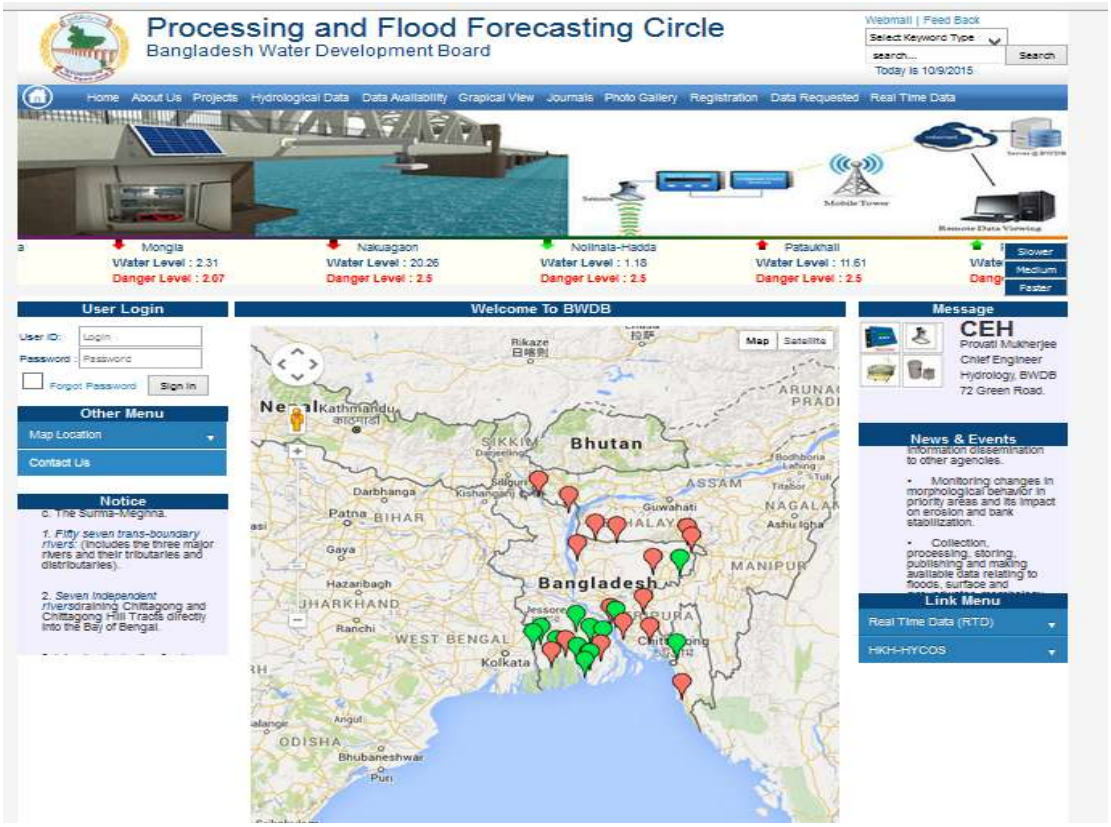

চিত্র ঃ WMIP এর আওতায় প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাষ্টিং সার্কেলের Hydrological ডবন Portal.

এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে ভুমিকা পালন করবে এবং বাংলাদেশের বন্যা পূর্বাভাস, সতর্কীকরণ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে সহায়ক হবে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের কার্যক্রম

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র (FFWC) বন্যা বিষয়ক জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে নিয়োজিত। প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে (মে–অক্টোবর) "বন্যা তথ্য কেন্দ্র" সাপ্তাহিক এবং সকল ছুটির দিনসহ প্রতিদিন খোলা থাকে এবং বৃষ্টিপাত, নদ-নদী সমূহের পানি সমতল এবং মডেল ভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস প্রণয়ন ও প্রচার করে থাকে। গাণিতিক মডেল ভিত্তিক নির্ভরযোগ্য বন্যা পূর্বাভাস প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক টেলিফোন, ফ্যাক্স, লবি ডিসপ্লে , ই-মেইল, SMS, ভয়েস মেসেজ, বাংলা ও ইংরেজীতে ওয়েব সাইট (www.ffwc.gov.bd), Interactive Voice Response (IVR) পদ্ধতি ব্যবহার করে মোবাইল ফোন (১০৯৪১ নাম্বারে কল করে ৫ চেপে বাংলায় বন্যা বার্তা শোনা যায়) ইত্যাদির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রচার মাধ্যম, NGO, উন্নয়ন সহযোগী, কমিউনিটি, জেলা-উপজেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ইত্যাদি সকল পর্যায়ে নিয়মিত বিতরণ/প্রেরণ করা হয়।

Dynamic and user friendly web-site of FFWC

উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে জুন/২০১৩ খ্রিঃ হতে ২৯টি নদ-নদীর ৫৪টি স্থানে সুনির্দিষ্ট তথ্যভিত্তিক ৫ (পাঁচ) দিনের আগাম পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা প্রচলন করা হয়েছে। ২০০৫-০৭ খ্রিঃ মেয়াদে USAID-র সহায়তায় ১৮টি স্থানে গাণিতিক মডেলভিত্তিক ১০ দিনের আগাম সম্ভাব্য বন্যা পূর্বাভাস পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয় এবং ২০১৪ খ্রিঃ হতে RIMES-এর কারিগরী সহায়তায় এ পদ্ধতি ৩৮টি স্থানে সম্প্রসারণ করা হয়, যা কেয়ার-বাংলাদেশ পরিচালিত সৌহার্দ-২ প্রকল্প এলাকার ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও স্থানীয় কমিউনিটির কাছে বাংলায় SMS ও E-mail-এর মাধ্যমে নিয়মিত প্রেরণ করা হয়। আগস্ট/২০১৩ হতে (ক) ঢাকা মাওয়া রাস্তা (খ) Brahmaputra Right Embankment (BRE) (গ) পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের বাঁধ এবং (ঘ) মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের বাঁধ বরাবর দৈনিক পানিসমতল এবং গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে পরবর্তী ৫(পাঁচ) দিন পর্যন্ত দৈনিক পানি সমতল পূর্বাভাস প্রোফাইল নির্ণয় করে তা প্রচার করা হয়। ২০১৩ খ্রীঃ হতে সিলেট, সুনামগঞ্জ এবং কক্সবাজার জেলার কয়েকটি স্থানে পাইলট ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ২-দিনের আকস্মিক বন্য (Flash Flood) পূর্বাভাস প্রণয়ন এবং প্রচার করা হয়। জুন/২০১৫ হতে ভয়েস কলের পরিবর্তে মোবাইল ফোনে SMS ভিত্তিক ডিজিটাল তথ্য আদান-প্রদান ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে গেজ পয়েন্ট হতে গেজ পাঠকগণ নির্দিষ্ট ফরমেটে SMS করে FFWC-তে নিয়মিত তথ্য প্রেরণ করেন এবং FFWC হতে বন্যা পূর্বাভাস বাংলায় SMS করে গেজ পাঠকদের কাছে পাঠানো হয়। বন্যা তথ্য আদান-প্রদানে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু হওয়ায় ভুল কম হচ্ছে, সময় কম লাগছে, খরচ হ্রাস পেয়েছে এবং সর্বোপরি তথ্য ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। গেজ পাঠকদের কাছে বাংলায় বন্যা পূর্বাভাস বার্তা প্রেরণ করার ফলে তারা এটি স্থানীয় পর্যায়ে প্রচার/বিতরণ করতে সক্ষম হয়েছেন যা বন্যা দূর্যোগ মোকাবেলায় স্থানীয় পর্যায়ে প্রস্তুতি ও সক্ষমতা বাড়াতে অবদান রাখছে। UKaid-এর আর্থিক সহায়তায় এবং ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ এর সহযোগীতায় এ কার্যক্রমের আওতায় গেজপাঠক সহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রায় ৩০০জন কর্মকর্তা-কর্মচারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বন্যা পূর্বাভাস কাজে তথ্য সংগ্রহে নিয়োজিত সকল গেজ পাঠকদের মধ্যে সিম সহ মোবাইল ফোন, ছাতা, রেইনকোট, টর্চলাইট, গামবুট ও লাইফ জ্যাকেট বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৪ এবং ২০১৫ বন্যা মৌসুমে সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী এবং বেলকুচি উপজেলার বন্যা প্রবণ এলাকায় স্থানীয় প্রশাসন ও কমিউনিটি পর্যায়ে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বন্যা সতর্কবার্তা সম্বলিত বাংলা ভয়েস মেসেজ পাঠানো হচ্ছে। এছাড়া স্থানীয় প্রশাসন ও এনজিও সহায়তায় স্থানীয় পর্যায়ে বন্যা ও আবহাওয়া সংক্রান্ত দূর্যোগ বার্তা নিয়মিত প্রচারের নিমিত্ত এই দুই উপজেলার কয়েকটি ইউনিয়নস্থ ডিজিটাল সেন্টারে "ডিজিটাল ডিসপ্লে" ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর এবং FFWC হতে প্রশিক্ষণ ও কারিগরী সহায়তা দেয়া হয়েছে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে বন্যা পূর্বাভাস জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক মহাকাশ গবেষণা সংস্থা NASA হতে বিনামূল্যে ডাউনলোড করা উপগ্রহ কর্তৃক সংগৃহীত পানিসমতল তথ্য ব্যবহার করে জুলাই ২০১৪ খ্রিঃ হতে যমুনা ও পদ্মা নদীর ৯টি স্থানে ৮-দিনের আগাম বন্যা পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব হয়েছে। ২০১৫ খ্রিঃ এই ব্যবস্থা আরো ৪-টি নতুন স্থানে সম্প্রসারণ করে মোট ১৩টি স্থানে প্রচলন করা হয়। এই গবেষণা কার্যক্রমে Servir programme NASA, University of Washington, Seattle, USA এবং IWM-ঢাকা কারিগরী সহায়তা প্রদান করেছে, এতে বাংলাদেশ সরকারের কোন আর্থিক বিজরন নেই। FFWC-র বিদ্যমান কারিগরী জনবল এই পদ্ধতিতে ৮-দিনের বন্যা পূর্বাভাস দেয়ার সক্ষমতা অর্জন করেছে।

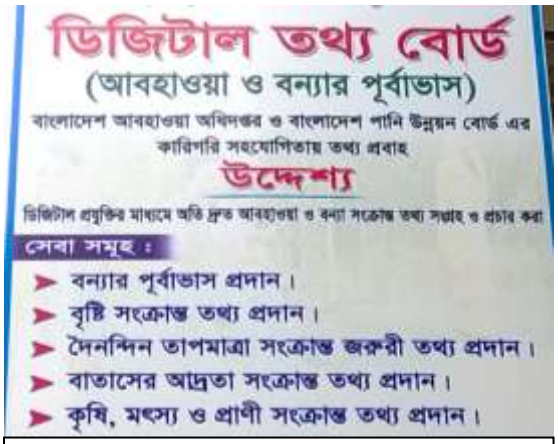

সিরাজগঞ্জ জেলার সয়েদাবাদ ইউনিয়নের বেলকুচি উপজেলায় স্থাপিত ডিজিটাল বন্যা তথ্য সম্বলিত সাইনবোর্ড

ফোন কলের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, পূর্বের প্রচলিত Manual SMS-এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ এবং গেজ পাঠকের কাছে প্রেরিত পদ্ধতি

পূর্বাভাস বর্তমানের ডিজিটাল পদ্ধতি

২০১৪ খ্রিঃ সনের বন্যার সময় আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা Deltares and HKV-the Netherlands এবং FFWC কর্তৃক পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা গেছে সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী এবং বেলকুচি উপজেলার বন্যা উপদ্রুত এলাকার জনগণ বন্যা পূর্ববাভাস তথ্য ব্যবহার করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন সহায় সম্পদ রক্ষা করতে এবং ক্ষয় ক্ষতি কমাতে সমর্থ হয়েছে। যেমন মাছ চাষী বন্যা পূর্বাভাস তথ্য অনুযায়ী যে উচ্চতার পানি বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেয়া হয়েছিল তারচে কিছু বেশি উচ্চতার জাল দিয়ে ঘের দিয়ে পুকুরের মাছ ভেসে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। ১০-দিনের সম্ভাব্য আগাম পানি বৃদ্ধির পূর্বাভাস পাওয়ার পর কৃষক জমিতে সার-কীটনাশক দেয়া, আগাছা দমন অথবা জমিতে আমন রোপন করা থেকে বিরত থেকেছে এবং তাঁতী বুনন-যন্ত্রপাতি প্রয়োজনীয় উচ্চতায় স্থাপন করে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সমর্থ হয়েছে। বন্যা পূর্বাভাসের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কিছু পরিবার, খাদ্য সামগ্রী, সহায়-সম্পদ, গরু-ছাগল, হাস-মুরগী ইত্যাদি সহ নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়েছে। বার চার্টে ২০১৪ খ্রিঃ সনের বন্যার ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া পরিবার প্রতি বিভিন্ন সেক্টরের সম্পদের গড় হিসাব উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বন্যা পূর্বাভাস যথাসময়ে যথাস্থানে পৌছাতে হবে, বন্যা পূর্বাভাসের উপর আস্থা রাখতে হবে এবং যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে, তবেই বন্যার পূর্বাভাস ব্যবহার করে ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব।

ওয়াপদা ভবনে স্থাপিত লবি ডিসপ্লে

২০১৩-১৪ খ্রিঃ মেয়াদে Asian Development Bank(ADB) কর্তৃক পরিচালিত সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে বাংলাদেশের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা উন্নয়নে বিনিয়োগ আর্থিকভাবে লাভজনক। ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় পরিচালিত উক্ত সমীক্ষায়উল্লেখ করা হয়েছে ২০ বছর মেয়াদী রেট অফ ডিসকাইন্ট ১২% ধরে Benefit Cost Ratio ৩.২৯ হয়, অর্থাৎ বাংলাদেশের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থায় ১টাকা বিনিয়োগ করলে লাভ হয় ৩.২৯ টাকা।

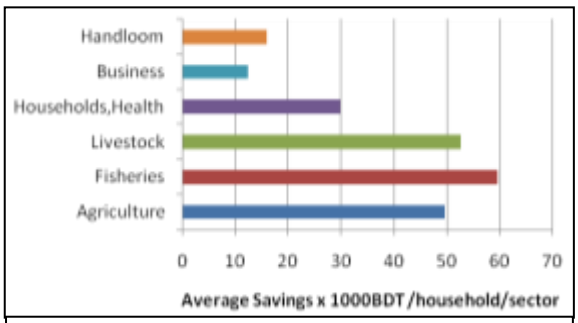

বন্যা পূর্বাভাস ব্যবহার করে ২০১৪ সনে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া কয়েকটি সেক্টরে সম্পদের অর্থমূল্য (হাজার টাকা প্রতিটি হাউজহোল্ড) গড় হিসাব

দেশে-বিদেশে বিভিন্ন পর্যায়ে FFWC কর্তৃক প্রদত্ত বন্যা পূর্বাভাস বিষয়ক সেবা প্রশংসিত হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সংকলিত "সরকারি প্রতিষ্ঠানে উত্তম চর্চা (best practices)" বইতে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের প্রদত্ত সেবাসমূহ স্থান পেয়েছে। এছাড়া যেসব দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক FFWC প্রদপ্ত বন্যা পূর্বাভাস বিষয়ক সেবা প্রশংসিত হয়েছে তার মধ্যে আছে সমন্বিত দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসন-সিরাজগঞ্জ, Bangladesh Centre for

Advanced Studies (BCAS), Servir Programme, NASA USA, World Meteorological Organisation (WMO), IHE Delft the Netherlands, South Asia Network on Dam, River and People (SANDRP) New Delhi, Asian Development Bank(ADB) ইত্যাদি।

ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল

ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞানের সকল উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেলের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। পানি বিজ্ঞানের উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রমের মধ্যে ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞানের উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেলের অধীনে মাঠ পর্যায়ে ঢাকা, কুমিল্লা, ফরিদপুর ও পাবনায় ৪টি পরিমাপ বিভাগ অবস্থিত। বিভাগসমূহের আওতায় ১৩টি উপ-বিভাগ এবং ৩৯টি শাখা অফিস রয়েছে।

মাঠ পর্যায়ের এই দপ্তরগুলির মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপী বিস্তৃত প্রায় ১৬০টি নদীতে ৩৪৩টি পানি সমতল গেজ স্টেশন, ১১২টি নদীতে প্রবাহ পরিমাপ স্টেশন, ১১৭টি টাইডাল ও নন টাইডাল, ২৬টি পলি প্রবাহ পরিমাপ, ২৯টি স্টেশনে ভূ-পরিস্থ পানির গুণাগুণ, ২৬৯টি বারিপাত, ৩৯টি বাষ্পায়ন এবং ৩টি আবহাওয়াতত্ত্ব স্টেশনের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। ইহা ছাড়া গংগা সমীক্ষা জরীপ কাজের আওতায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মধুমতি, নবগঙ্গা ও রূপসা-পশুর নদীতে ৩টি স্টেশনে নভেম্বর হতে জুন পর্যন্ত ৮ মাস জোয়ার ভাটা প্রবাহ পরিমাপ এবং ১০০টি স্টেশনে লবণাক্ততা মনিটরিংসহ অন্যান্য উপাত্ত সংগ্রহের কাজ করা হয়। শুষ্ক মৌসুমে যৌথ নদী কমিশনের চাহিদানুযায়ী গংগা নদীতে হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পয়েন্টে ৬ মাস ও তিস্তা নদীর ডালিয়াতে ৮ মাস দৈনিক প্রবাহ পরিমাপ উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পয়েন্টে বাংলাদশ-ভারত যৌথ পর্যবেক্ষন কমিটি কর্তৃক জানুয়ারী হতে মে পর্যন্ত ৫ মাস যৌথ প্রবাহ পরিমাপ গ্রহণ করা হয়। ৫৭টি সীমান্ত নদীর মধ্যে ৪৮টি নদীতে ৭৩টি পয়েন্টে প্রবাহ পরিমাপ করা হয় এবং বাকী ৯টি নদী হাইড্রোলজিক্যাল নেটওয়ার্কের আওতার বাইরে থাকায় প্রবাহ পরিমাপ গ্রহণ করা হয় না।

রিভার মরফোলজি ও গবেষণা সার্কেল

রিভার মর্ফলজি এন্ড রিসার্চ সার্কেলের অধীনস্ত কুষ্টিয়া ও ময়মনসিংহ মর্ফলজি বিভাগ এবং ঢাকা ম্যাপিং সেল (বিভাগ) কর্তৃক দেশব্যাপী বর্তমানে বিদ্যমান মোট ৪০৫ টি নদীর মধ্যে প্রধান প্রধান এবং ঢাকার চতুর্দিকের সকল নদীসহ গুরূত্বপূর্ণ ১৫৮ টি নদীর ১৮৭৬ টি ক্রস সেকশন পর্যায়ক্রমিকভাবে ব্যাথিমেট্রিক সার্ভের (প্রস্তচ্ছেদ জরীপ) কাজ করা হয়ে থাকে। প্রতি বছর ১০ টি নদী, দুই বছর পরপর ১৩ টি নদী, তিন বছর পরপর ৪০ টি নদী, চার বছর পরপর ৩৭ টি নদী এবং পাঁচ বছর পরপর ৫৮ টি নদীর প্রস্তচ্ছেদ জরীপ করা হয়। নদীর প্রস্তচ্ছেদ জরীপের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদ-নদীর ইরোশন/ডিপোজিশন, নদীর ব্যাঙ্ক লাইন শিফটিং ও নদীর থলওয়েগ ও গতিপথ নির্ণয়ক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। উক্ত সকল জরীপ উপাত্তসমূহ জিওরেফারেন্সিং, ভেলিডেশন, কোয়ালিটি কন্ট্রোল, সংরক্ষণ এবং ডিজাইন, প্লানিং ও রিসার্চ এর চাহিদা মোতাবেক সরবরাহের জন্য প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল, বাপাউবো, ৭২, গ্রীণরোড, ঢাকায় প্রেরণ করা হয়। রিভার মর্ফলজি এন্ড রিসার্চ সার্কেলের অধীনস্ত তিনটি বিভাগ কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে মোট ৪৫ টি নদীর ৬৬০ টি প্রস্তচ্ছেদ জরীপ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তর

দেশব্যাপী ১৯৫৮ টি পর্যবেক্ষণ কূপের সমন্বয়ে গড়ে উঠা নেটওয়ার্ক থেকে ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তন্মধ্যে ১২৫০ টি কূপ হতে চার দশকের অধিক সময় ধরে উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। পরবর্তীতে যৌথ নদী কমিশনের আওতায় ৫৫ টি এবং সম্প্রতি সিসিটিএফ প্রকল্পের আওতায় সর্বোচ্চ ৩৫০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত উপকূলীয় ১৯ টি জেলায় ৬৩৩ টি পর্যবেক্ষণ কূপ স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পে স্থাপিত কূপ সমূহ হতে প্রকল্প মেয়াদে পানি সমতল ও পানির গুণাগুণ উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত পিপির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপাত্ত সংগ্রহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। ১১৭ টি পর্যবেক্ষণ কূপের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির নমুনা সংগ্রহ ও রাসায়নিক মান (আর্সেনিকের পরিমাণ, লবনাক্ততাসহ) নির্ণয় করা হচ্ছে। সিসিটিএফ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ১২৩ টি কূপে পূর্ববর্তী ১১৭ টি কূপের ন্যায় প্রতি বৎসর শুকনো ও বর্ষা মৌসুমে এবং অবশিষ্ট ৫১০ টি কূপ হতে প্রতি দুই বৎসর অন্তর রাসায়নিক মান নির্ণয়ে প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সিসিটিএফ প্রকল্পের অর্থায়নে অত্র দপ্তরের অধীনে পানি নমুনা সংগ্রহ এবং পানির গুণাগুণ বিশ্লেষণের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়সহ একটি ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	উপাত্তের নাম ও স্টেশন	সংখ্যা
১	ভু-গর্ভস্থ পানি সমতল (সাপ্তাহিক)	১৯৩৮ টি কুপ
২	ভু-গর্ভস্থ পানি সমতল (দৈনিক)	২০ টি কুপ
৩	ভু-গর্ভস্থ পানির গুণাগুণ (শুষ্ক ও বর্ষা মৌসুমে)	৭৫০ টি কুপ
৪	এক্যুইফার পাম্প টেস্ট	৩২৩ টি কুপ
৫	বোরহোল লিথলজী (খননকৃত পরীক্ষণীয় কুপ হতে)	১২১৬ টি কুপ

ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের অনুসন্ধান, উন্নয়ন, সমীক্ষা, ব্যবহার ইত্যাদি কার্যক্রমের পাশাপাশি পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিবিধ দপ্তরের আওতাধীনে গৃহীত হাইড্রোলিক/ ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রাকচার নির্মাণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ভূ-গর্ভস্থ মৃত্তিকা অনুসন্ধান কার্যক্রম অত্র পরিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হয়। পানি উন্নয়ন বোর্ড বহির্ভূত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকেও ডিপোজিট কার্যক্রম এর আওতায় এ পরিদপ্তর প্রয়োজনীয় সেবা ও সহায়তা প্রদান করে থাকে।

ড্রেজিং পরিদপ্তর ও যান্ত্রিক পরিদপ্তরের কার্যক্রম

(ক) ড্রেজার পরিদপ্তর

নদ-নদীর নাব্যতা রক্ষাকল্পে বৃটিশ আমল হতেই এ উপমহাদেশে (বাংলাদেশ) ড্রেজার ব্যবহার শুরু হয়। ড্রেজার পরিদপ্তরের ড্রেজিংসহ সার্বিক কর্মকান্ড প্রধান প্রকৌশলী, ড্রেজার্স এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। বাপাউবো'র সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভূক্তির পর থেকে ড্রেজার পরিদপ্তর No profit No loss ভিত্তিতে স্ব-আয়ে পরিচালিত হয়ে আসছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৪৫.০২ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং সম্পাদন করে মোট আয় হয় ৫৩.৮৮ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয় ৫৪.৫২ কোটি টাকা। পানি উন্নয়ন বোর্ডের অনুমোদিত দরের ভিত্তিতে সম্পাদনকৃত ড্রেজিং কাজের মাধ্যমে প্রাপ্ত রাজস্ব ড্রেজার পরিদপ্তরের আয়ের প্রধান উৎস। এ আয় দ্বারা ড্রেজার পরিদপ্তরের সংস্থাপন, পরিচালন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়সহ যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হয়ে থাকে।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ড্রেজার পরিদপ্তরের অধীনে বর্তমানে মোট ৩২টি (২টি ২৬", ২টি ২০", ১৫টি ১৮", ১২টি ১২" এবং ১টি ৬" ডিসচার্জ পাইপ ডায়ার) বিভিন্ন ক্ষমতার কাটার সাকশান ড্রেজার ও ২টি বুস্টার পাম্প রয়েছে। এছাড়া ওয়ার্কবোট, টাগবোটসহ অন্যান্য ৩২টি সহযোগী জলযান রয়েছে। এছাড়া পাউবো'র প্রকল্পের কাজে ব্যবহারের জন্য তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পে ২টি (১২") এবং খুলনা-যশোর নিষ্কাশন ও পূনর্বাসন প্রকল্পে ২টি (১টি ১৮" ও ১টি ১২") কাটার সাকশান ড্রেজার রয়েছে। ১২" ডায়ার কাটার সাকশান ড্রেজারগুলি ১৯৫৩ থেকে ১৯৬৬ সালে সংগ্রহ করা হয়। এগুলোর অধিকাংশই বর্তমানে অকেজো হয়ে পড়েছে। নিয়মিত দক্ষ জনবলের অভাবে ড্রেজার পরিচালনা এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। নারায়ণগঞ্জ ড্রেজার বেইসে একটি বৃহদাকার ওয়ার্কশপ রয়েছে; কিন্তু দক্ষ লোকবলের অভাবে কারখানাটি অচল হয়ে পড়েছে।

বর্তমানে সচল ও কার্যক্ষম ড্রেজারগুলির বাৎসরিক ড্রেজিং ক্ষমতা প্রায় ২৫২.৮৯ লক্ষ ঘনমিটার। ড্রেজার পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ড্রেজিং কাজ ছাড়াও অন্যান্য সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ড্রেজিং কাজ সম্পাদন করে থাকে। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে পানি উন্নয়ন বের্ডের আওতাধীন ড্রেজার পরিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ড্রেজিং প্রকল্প গুলোর মধ্যে জি-কে ইনটেক চ্যানেল খনন,কালনি কুশিয়ারা ড্রেজিং প্রকল্প ও গড়াই নদী পুনরুদ্দার প্রকল্পের ড্রেজিং কাজ সাফল্যজনকভাবে সম্পাদন করা হয়। এ ছাড়া বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার ড্রেজিং প্রকল্প, আড়িয়াল খাঁ নদী খনন প্রকল্প ও রক্তি নদী খনন প্রকল্পের ড্রেজিং কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। লংগন ও বেমালিয়া নদী খনন প্রকল্পের ড্রেজিং কাজ আগামী জুনের মধ্যে সমাপ্তির জোরালো চেষ্টা চলছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন ড্রেজার পরিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীতে ডাইভারশন চ্যানেল খনন প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যে সমাপ্ত করে চ্যানেল Open করা হয়েছে। ইহা ছাড়া চলতি অর্থ বছরে পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন গৃহীত জামালপুর ব্রহ্মপুত্র নদে ডাইভারসন চ্যানেল খনন কার্যক্রম দ্রুততার সহিত এগিয়ে চলছে।

বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহ খননের মাধ্যমে নদ-নদীর ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন মেয়াদে সুষ্ঠু পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, ভূমি পুনরুদ্ধার ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবহিকতায় সরকার নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদ-নদী ড্রেজিংকল্পে

Procurement of Dredger & Ancillary Equipment for River Dredging of Bangladesh শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে উক্ত প্রকল্পের অধীনে ১১টি উচ্চ খনন ক্ষমতা সম্পন্ন ড্রেজারসহ অন্যান্য সহযোগী জলযান ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ নেয়ার কার্যক্রম চলছে, যার মধ্যে ২টি ২০" ও ২টি ২৬" ড্রেজারের সরবরাহ পাওয়া গেছে এবং বাকি ৭টি ড্রেজার ও যন্ত্রপাতি সংগৃহীত হলে ড্রেজার পরিদপ্তরের ড্রেজিং সক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। উল্লেখিত নতুন ৪টি ড্রেজার দ্বারা ড্রেজিং কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে, আরও ১০টি ১০" ড্রেজার দ্রুততম সময়ে ক্রয়ের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অধিকন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী আরও ৪৫টি ড্রেজার ক্রয়ের নিমিত্ত ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। তবে ক্যাপিটাল ড্রেজিং শেষ হওয়ার পর নিয়মিত মেইনটেনেন্স ড্রেজিং (অর্থাৎ নদীর নাব্যতা বজায় রাখার লক্ষ্যে) বাস্তবায়ন করার জন্য উপরোক্ত ড্রেজার ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হচ্ছে, যা দ্বারা সকল মেইনটেইনেন্স ড্রেজিং সম্পাদিত হবে।

চলমান ড্রেজিং প্রকল্পগুলোর ড্রেজিং কার্যক্রম সফলতার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের এবং বোর্ডের দিক নির্দেশনা ও সার্বিক সহায়তায় ড্রেজার পরিদপ্তর এর কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দ নিয়মিত বিশেষ তদারকিসহ নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

(খ) যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর

যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি স্ব-আয়ে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের যান্ত্রিক কাজ যেমন পানি নিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ অবকাঠামোর গেট ও হোয়েস্টিং ডিভাইস ফেব্রিকেশন, মেরামত-রক্ষনাবেক্ষণ ও স্থাপন, পাম্প হাউজ সংস্কার ও মেরামত, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের বিভিন্ন মেরামত-রক্ষনাবেক্ষণ ইত্যাদি কাজ করে থাকে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সংগৃহীত ভারী ও হালকা সরঞ্জাম প্রকল্পের কাজ শেষে এ পরিদপ্তরে হস্তান্তর করা হয়। হস্তান্তরিত পরিচালন যোগ্য সরঞ্জামসমূহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ পূর্বক বোর্ডের বিভিন্ন দপ্তর এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক ভাড়ায় নিয়োগের মাধ্যমে রাজস্ব আয় করে থাকে। মেরামত লাভজনক নয় এমন সরঞ্জামগুলি নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করতঃ রাজস্ব আয় করে থাকে। সর্বোপরি অত্র দপ্তর দক্ষ জনবল তৈরীতে বিশেষ অবদান রাখছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের আয় হয়েছে ১২৪২.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১২৪৩.০০ লক্ষ টাকা। স্ব-আয়ে পরিচালিত যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের কার্যকারিতা হ্রাস পেয়েছে। ফলে সংস্থাটিকে গতিশীল করার লক্ষ্যে বাপাউবো এর সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে রেখে Need based জনবল প্রণয়ন এবং মেরামত মঞ্জুরী খাতে বেতন ভাতাদি প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মকান্ড চলমান রয়েছে। এর ফলে বোর্ডের কর্মকান্ড অধিকতর গতিশীল হয়েছে। বর্তমানে Electronic Government Procurement (eGP), Auto Real Time Data Acquisition System (ARTDAS), MODFLOW-Hydro Geo Analyst System, RIVER Morphology System, FFWS, GIS based MIS of Completed Project বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং On-line Recuitment, Personnel Management Information System(PMIS) এর Upgradation, APR Automation, Discipline Management System, Law Management system, Geogaphic Information System(GIS) Based Digital Land Information System, File Tracking System, e-attendance System and Online Poject Monitoing System এর কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি খাতকে আরো গতিশীল ও সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে বোর্ডের অনেক কর্মকান্ডে ভবিষ্যতে সুফল পাওয়া যাবে।

ইতোমধ্যে বোর্ডের হিসাব ব্যবস্থা, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পে-রোল পদ্ধতির আধুনিকায়ন করা সহ ২৫টি আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্রে (RAC) Accounting system বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো), নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট (নগই) ও যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশের (জেআরসি) হিসাব আধুনিকায়ন এবং

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের হিসাব ব্যবস্থার upgrading এবং জিপিএফ, পেনশন, Loans and Advances প্রক্রিয়াকরণে Application software স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বেতন-ভাতাদি, জিপিএফসহ হিসাব ও অডিট সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম কম্পিউটার প্রযুক্তিতে সম্পাদিত হয়।

এছাড়াও সংস্থার অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কার্যক্রমে যেমন প্রশাসনিক, মানব সম্পদের তথ্য ব্যবস্থাপনা, তথ্য আদান-প্রদান, গবেষণা, পরিকল্পনা, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য ও টেন্ডার প্রকাশ ইত্যাদি কাজে বহুদিন যাবৎ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে দেশের কৃষকসহ সর্বস্তরের জনগণ এ থেকে উপকার পেয়ে আসছে। বন্যা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ এর মাধ্যমে দেশ তথা জাতি বন্যার পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে। আগামীতে ডিজাইন, প্রকিউরমেন্ট, পরিকল্পনা, প্রসেসিং এ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বোর্ড তথা দেশকে গুরুত্বপূর্ণ সেবা সুলভে ও দ্রুততার সাথে দেয়া সম্ভব হবে।

ইনোভেশন কর্মকান্ড

২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ইনোভেশন টিম এর সুপারিশে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে আইন বিষয়ক তথ্যাদির ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (LMIS) নামে বাপাউবোর আইন বিষয়ক তথ্যাদি সংরক্ষণ, পরিমার্জন, পরিচালন ও রিপোর্টিং এর জন্যে একটি অটোমেশন সফট্ওয়্যার এবং Geographic Information System (GIS) Based Digital Land Information System on BWDB Acquire Land in Dhaka City and its Surrounding নামে বাপাউবোর অধিগ্রহণকৃত জমির তথ্যাদি সংরক্ষণ, পরিমার্জন, পরিচালন ও রিপোর্টিং এর জন্যে আরেকটি অটোমেশন সিস্টেমের উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছ। ইহাছাড়াও বাপাউবোর ইনোভেশন কার্যক্রম সম্পর্কে সকলকে ওয়াকিবহাল এবং উৎসাহিত করার জন্যে বাপাউবোর বিভিন্ন দপ্তরে বিভিন্ন সময়ে সভা ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

e-GP কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) এ ২০১৪-১৫ অর্থ বছর হতে সকল পওর এবং পানি উন্নয়ন বিভাগে সকল উন্মুক্ত দরপত্র (OTM) এবং সীমিত দরপত্র (LTM) e-GP পদ্ধতিতে আহ্বান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বাপাউবোতে মোট ১৫২৫ টি OTM এবং ৫৯৩ টি LTM দরপত্র e-GP পদ্ধতিতে আহ্বান করা হয়। ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত OTM পদ্ধতিতে আহ্বানকৃত দরপত্রগুলোর অগ্রগতি নিম্নের ছকে প্রদর্শন করা হলো।

ক্রমিক নং	আহ্বানকৃত দরপত্রগুলোর অবস্থা	দরপত্র সংখ্যা	মন্তব্য
১.	চুক্তি সম্পাদিত	৮৫৭ টি	বিশ্বব্যাংক এর অর্থায়নে CPTU কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন PPRPIIAF প্রকল্পের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে আহ্বানকৃত OTM দরপত্রের সংখ্যা Target ৭২০ টির চেয়ে ৮০৫ টি বেশি।
২.	NOA প্রদান	৩৩১ টি	
৩.	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন	১১৩ টি	
৪.	দরপত্র গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন	৩১ টি	
৫.	পুন: দরপত্র আহ্বান	৭৬ টি	
৬.	দরপত্র cancel	৫০ টি	
৭.	দরপত্র Reject	৬৭ টি	

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে এবং Central Procurement Technical Unit (CPTU) এর Additional Financing of Public procurement Reform Project II (PPRPIIAF) প্রকল্পের আওতায় এবং Dohatec পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কারিগরী সহায়তায় বাপাউবোতে স্থাপিত e-GP Helpdesk বাপাউবোর procuring Entity এবং ঠিকাদারগনকে e-Tendering সংক্রান্ত বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

PPRPIIAF প্রকল্পের আওতায় কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল দপ্তরে স্থাপিত e-GP Training Lab এ বাপাউবোর ক্রয়কারী /নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরের জন্য মোট ১৪ টি ব্যাচে ২২৪ জন কর্মকর্তা এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী দপ্তরের জন্য ১ টি ব্যাচে ১২ জন কর্মকর্তা এবং ০৪ টি ব্যাচে ৪৮ জন ঠিকাদারকে e-GP এর উপর প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। বিশ্ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী ঠিকাদারদেরও প্রশিক্ষন প্রদানের জন্য বাপাউবোর জোনাল/জেলা পর্যায়ে ১০টি e-GP Training Lab প্রতিষ্ঠা প্রক্রিয়াধীন। আগামী সেপ্টেম্বর হতে জোনাল ল্যাবগুলোতে ঠিকাদারগণের প্রশিক্ষন প্রদানের কর্মসূচী রয়েছে।

e-GP পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বানের ফলে ঠিকাদার কর্তৃক দরপত্র কার্যক্রমে অংশগ্রহণে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া দরপত্র মূল্যায়নে প্রভাবিতকরণ রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম

জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ ও অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০০১ মোতাবেক বোর্ড-এর সকল প্রকল্পে অংশগ্রহণমূলক প্রকল্প ব্যবস্থাপনার নীতি বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ মোতাবেক ১০০১ থেকে ৫০০০ হেক্টর পর্যন্ত এলাকা বিশিষ্ট প্রকল্পসমূহের ব্যবস্থাপনা স্থানীয় জনগণ কর্তৃক সংগঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নিকট হস্তান্তর করা হবে এবং ৫০০০ হেক্টরের অধিক এলাকা বিশিষ্ট প্রকল্পসমূহ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের যৌথ ব্যবস্থাপনায় ন্যস্ত করা হবে।

বোর্ডের প্রকল্পসমূহে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য সকল প্রকল্পে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন করা হচেছ এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হচেছ। এ ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীন বিভিন্ন বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহে অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG), পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন (WMA) ও পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন (WMF) নামে স্তরভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন (WMO) গঠন করা হয়েছে।

উল্লিখিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহ বাপাউবো এর বিভিন্ন প্রকল্পে সেচের পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করাসহ সেচ অবকাঠামোর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষন-এ ধার্যকৃত সেচ সার্ভিস চার্জ পরিশোধের মাধ্যমে অবদান রাখছে। বাপাউবো কর্তৃক গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহকে সেচ অবকাঠামোর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে সমিতির সদস্যদেরকে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া হচেছ। সমিতিসমূহকে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে তাদেরকে টেকসই অবস্থায় নেয়ার জন্য বাপাউবো বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহকে আইনগত স্বীকৃতি দেয়ার জন্য বাপাউবো এর অধীন নিবন্ধিত করা হচেছ।

বাপাউবো কর্তৃক গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ (জুন-২০১৪ পর্যন্ত)

প্রকল্পের সংখ্যা	আওতাভূক্ত এলাকা (হেক্টর)	পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG) গঠনের / নিবন্ধনের অগ্রগতি		পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন (WMA) গঠনের / নিবন্ধনের অগ্রগতি		পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন (WMF) গঠনের / নিবন্ধনের অগ্রগতি	
		গঠন	নিবন্ধন	গঠন	নিবন্ধন	গঠন	নিবন্ধন
১২২	১৬৫৪১৮৭	২১৮৫	৮৫১	১৪২	১০	৫	-

জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম

১৪-১৫ সালের এডিপিভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্প/ উপ-প্রকল্পের ৭৬৯.৩৭ হেঃ জমি অধিগ্রহণের জন্য কার্যক্রম আছে।

২০১৩-১৪ সালের জের (Carried over) = ৪৭৯.৫০ হেঃ

২০১৪-১৫ সালের কার্যক্রম = ৮৯.৫০ হেঃ

মোট = ৭৬৯.৩৭ হেঃ

(ক) জুন' ২০১৫ পর্যন্ত অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্জিত অগ্রগতি (হেঃ)	অগ্রগতির (%)
১।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রস্তাব পেশ	৭৪৮.৬০	৯৭.৩০%
২।	ডিএলএডি/সিএলএসি কর্তৃক অনুমোদিত	৪৭০.৪০	৬১.১৪%
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	৯৮.৯৬	১২.৮৬%
৪।	প্রাক্কলন প্রাপ্ত	১৪৮.১৮	১৯.২৯%
৫।	তহবিল প্রদান	১৪৬.২৯	১৯.০১%
৬।	দখল প্রাপ্ত	১৩৩.৭০	১৭.৩৮%

(খ) জুন' ২০১৫ পর্যন্ত পেন্ডিং কাজের বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্জিত অগ্রগতি (হেঃ)	অগ্রগতির (%)
১।	জেলা প্রশাসক	৪৩৬.৮০	৫৬.৭৭%
২।	পানি উন্নয়ন বোর্ড	২১.১৬	২.৭৫%
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয়	১৭৭.৭২	২৩.৩৬%
	মোট	**৬৩৫.৬৮**	

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির প্রতিবেদন

সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ফলাফলভিত্তিক (results-oriented) কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Performance Management System) চালু রয়েছে। সরকারের রূপকল্প (vision) যথাযথভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে বাংলাদেশের সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কারা হয়েছে। এর মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে এবং নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে বিঘোষিত নীতি ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (Government Performance Management System- GPMS) আওতায় প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব স্ব স্ব কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সঙ্গে একটি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement- APA) স্বাক্ষর করবেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি এবং কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভাপতি হিসেবে এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন।

প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সরকারের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রাধিকার (development priorities), বিশেষত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১ ও সংশ্লিষ্ট পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং Allocation of Business ও মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামোর আলোকে স্ব স্ব বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করবে। কর্মসম্পাদন চুক্তিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ভিশন, মিশন, কৌশলগত উদ্দেশ্য, এগুলি অর্জনের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিতে করণীয় বিষয়সমূহ (Activities) এবং কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (Performance Indicators) ও লক্ষ্যমাত্রা (Targets) বিধৃত হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুমোদন করবেন।

সরকারি কর্মকর্তাদের দক্ষতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মন্ত্রীপরিষদ সচিবের সঙ্গে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিবের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় বিগত ২৬/০৪/২০১৫ তারিখে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের Vision ''ক্রমাগত জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জনগণের জীবনমান উন্নয়নে পানি সম্পদের টেকসই নিরাপত্তা'' কে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ সালের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ

জোরদারকরণ; সেচ ব্যবস্থার সুষম, সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন; হাওর, জলাভূমি ও উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়নই প্রধান উদ্দেশ্য।

আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যশস্যের উচ্চমূল্য এবং দেশের প্রায় ২০.০০ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতির প্রেক্ষাপটে দেশের বন্যামুক্ত এলাকায় সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্য শস্য উৎপাদনের কোন বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে দেশের দারিদ্র বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বাড়তি খাদ্য চাহিদা যোগানসহ জীবনমান উন্নত করণের লক্ষ্যে পানি সম্পদের সুষম ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ মেরামত, নিষ্কাশন খাল খনন ও পুনঃখনন এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণের ফলে মোট ১০.৬৪ লক্ষ হেক্টর এলাকার মধ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত ৮.৪৫ লক্ষ হেক্টর এলাকায় সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ সম্ভব হয়েছে। মোট বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন যোগ্য ১১৮ লক্ষ হেক্টর এলাকার মধ্যে ৬৫.৩৭ লক্ষ হেক্টর এলাকাকে বন্যামুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। উপকূলীয় এলাকার বিদ্যমান বাঁধ মেরামত, নতুন বাঁধ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও বনায়ন কর্মসূচির ফলে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকার লবনাক্ততার ঝুঁকিপূর্ণ ২৬.৩৭ লক্ষ হেক্টর এলাকার মধ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত ১৩.১৮ লক্ষ হেক্টর এলাকা রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। এ সকল কার্যক্রমের ফলে প্রতিবছর ৯৮.০০ লক্ষ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছে।

এক নজরে বাপাউবো'র সাফল্যের খতিয়ান

পানি উন্নয়ন বোর্ডের সূচনালগ্ন থেকেই দেশের পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পরিকল্পনা এবং প্রণীত নীতিমালার আলোকে দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী ভাঙ্গন রোধ করে সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ, নদী খনন/ড্রেজিং প্রভৃতি কর্মসূচী সম্বলিত এ যাবৎ ৭৯০টি ছোট বড় প্রকল্প বাপাউবো কর্তৃক বাস্তবায়ন সমাপ্ত করা হয়েছে। তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, চাঁদপুর সেচ প্রকল্প, জি-কে, সেচ প্রকল্প, মুহুরী সেচ প্রকল্প, বরিশাল সেচ প্রকল্প প্রভৃতি প্রকল্পের সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ করে দেশকে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। অপরদিকে, দেশের নদী তীরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ জেলা শহরগুলোতে নদী তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সিরাজগঞ্জ, চাঁদপুর, ভোলা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নরসিংদীসহ মোট ২২টি জেলা শহরকে নদী ভাংগন হতে সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে এবং আরও কয়েকটি শহরে এরূপ কার্যক্রম চলমান আছে। সাম্প্রতিককালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ড্রেজিং কার্যক্রমের জন্য দেশে গুরুত্বপূর্ণ ২৪টি নদ নদীর নব্যতা বৃদ্ধিও জন্য ড্রেজিং করে সারা বছর নদীতে পানির প্রবাহ ধরে রাখার লক্ষ্যে ড্রেজিং মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর আলোকে নদী ড্রেজিং প্রকল্প গৃহীত হচ্ছে এবং ইতোমধ্যে কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নাধীনও রয়েছে। ড্রেজিং কাজের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ড্রেজার ক্রয় করা হচ্ছে। বিভিন্ন দাতা সংস্থা / উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নে অংশীদারীত্বমূলক সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা ধারণার আলোকে বর্তমানে প্রকল্প গৃহীত হচ্ছে এবং এরূপ "দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে নড়াইল জেলাতে সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়নের ফলে কৃষি ও মৎস্য সম্পদের বাম্পার ফলন অর্জনের মাধ্যমে সবুজ বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

২০১৪-১৫ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাপাউবো কর্তৃক বিগত ৫৬ বছরে দেশের প্রায় ১১০ লক্ষ হেক্টর বন্যা মুক্ত ও নিষ্কাশনযোগ্য এলাকার মধ্যে প্রায় ৬৩.২১ লক্ষ হেক্টর এলাকা প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন অথবা সেচ সুবিধার আওতাভূক্ত করা হয়েছে। এ সব প্রকল্পের আওতায় ৫১৩০ কিলোমিটার উপকূলীয় বাঁধসহ মোট ১১,৩৯৩ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত এ সকল সুবিধাদি দ্বারা বাপাউবো'র প্রকল্প এলাকায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রায় ৯৮.০০ লক্ষ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য (প্রকল্পপূর্ব অবস্থার তুলনায়) উৎপাদিত হয়েছে।

২০১৪-১৫ অর্থ-বছর বাপাউবো'র জন্য বেশ সাফল্যমন্ডিত বছর। বিগত বছরসমূহে বারবার ব্যর্থতার পর অবশেষে এ বছরে মূছাপুর ক্লোজার নির্মাণের জন্য নদী ক্লোজ করে নদীর প্রবাহ বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। নদী ক্লোজ পরবর্তী সেকশন ডেভেলপমেন্ট এর ফলে চলতি ভরা মৌসুম কোন বিপদ ছাড়াই ক্লোজারটি টেকানো সম্ভব হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সমাপ্তকৃত ফেনী জেলায় বাস্তবায়িত প্রকল্পটির আওতায় একটি ক্লোজার নির্মাণের ফলে ক্লোজারের ভাটিতে চর জেগে উঠেছে। এতে দেশের মূল ভূ-খন্ডের পরিমাণ বৃদ্ধির পাশাপাশি উদ্বাস্তু মানুষের জনবসতি গড়ে উঠেছে। আর্থ-সামাজিকসহ সার্বিক দৃষ্টিকোন থেকে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জন্য এটি একটি বড় অর্জন।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে সারাদেশব্যাপী নির্মিত ও উন্নয়নকৃত বিভিন্ন ধরণের অবকাঠামো / কর্মকান্ডের বিবরণ ঃ

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর বিবরণ	২০১৪-১৫ অর্থবছরে নির্মিত
১	বড় হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ (সংখ্যা)	৫৪
২	বড় হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার মেরামত (সংখ্যা)	৪৯
৩	ছোট হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ (সংখ্যা)	৯৭
৪	ছোট হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার মেরামত (সংখ্যা)	১,০৪৩
৫	বাঁধ নির্মাণ (কিলোমিটার)	১১০
৬	বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/মেরামত/উন্নীতকরণ (কিলোমিটার)	৫৩৮
৭	নিষ্কাশন খাল খনন (কিলোমিটার)	২২
৮	নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন (কিলোমিটার)	১৮৬
৯	সেচ খাল খনন (কিলোমিটার)	১২
১০	সেচ খাল পুনঃখনন (কিলোমিটার)	১৬৭
১১	জমি অধিগ্রহণ (হেঃ)	২৫০
১২	নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ (কিলোমিটার)	৩৬
১৩	ড্রেজার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (সেট)	৪
১৪	নদ-নদী ড্রেজিং ও খনন (কিলোমিটার)	১১৩
১৫	নদী ড্রেজিং রক্ষনাক্ষেন (কিলোমিটার)	১০
১৬	ড্যাম/ক্রস ড্যাম নির্মাণ (সংখ্যা)	৫
১৭	ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ (সংখ্যা)	২
১৮	রাস্তা নির্মাণ (সংখ্যা)	২৯
১৯	সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকার সম্প্রসারণ (হেঃ)	১২,৮৭৭
২০	বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকার সম্প্রসারণ (হেঃ)	১০৮,৫০০

এক নজরে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত অবকাঠামো / কর্মকান্ডের বিবরণ

বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা	৭৯০ টি
সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকা	৬৩.২১ লক্ষ হেক্টর
সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকা (১২০টি সেচ প্রকল্প)	১৫.৮৫ লক্ষ হেক্টর
ব্যারেজ (তিস্তা, মনু, বুড়ি তিস্তা ও ট্যাংগন)	৪ টি
ভূমি সৃজন/পুনরুদ্ধার	১,০২০ বর্গ কিঃমিঃ
শহর সংরক্ষণ প্রকল্পের সংখ্যা	২২ টি
নদী ভাঙ্গন রোধে তীর প্রতিরক্ষা কাজ	৯০৬ কিলোমিটার
সমাপ্ত বাঁধের দৈর্ঘ্য	১১,৩৯৩ কিলোমিটার
সেচ খালের দৈর্ঘ্য	৫,৩৩৭ কিলোমিটার
নিষ্কাশন খালের দৈর্ঘ্য	৪,৪২৫ কিলোমিটার
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার	১৪,৭৪৪ টি

পাম্প হাউজের সংখ্যা	২০ টি
ক্লোজার	১,৩৭৯ টি
ব্রীজ/কালভার্ট	৫,৬৪৩ টি
রাবার ড্যাম	৫ টি
ড্রেজার সংখ্যা	৩৮ সেট
নদ-নদী ড্রেজিং ও খনন	২৮০ কিলোমিটার
সড়ক (পাকা ও কাঁচা)	১,০৭০ কিলোমিটার

উপসংহার

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ষাটের দশকের প্রথম থেকেই দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে দেশের দারিদ্র বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সৃষ্টির পূর্বে দেশে বন্যার কারণে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। দেশের দুর্ভিক্ষ পর্যালোচনায় জানা যায়, ১৮৬০ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত ৪০ বছরে উপ-মহাদেশের এ অংশে ৩১ বার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। ১৮৬০ সালের পূর্বের ৪০ বছরে ১২ বার এবং ১৯০০ সালের পর ৭ বার দেশ দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়েছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে দেশ দুর্ভিক্ষের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে । এ ছাড়াও নদীভাঙ্গন হতে শহররক্ষা, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা প্রতিরক্ষাসহ সার্বিকভাবে পরিবেশ উন্নয়ন কর্মকান্ড, জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি নিরসন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। উল্লেখ্য, ১৯৭১-৭২ সালে বাংলাদেশে যেখানে ৯৭.০০ লক্ষ মেট্রিক টন চাল উৎপাদন হয়েছে, সেখানে ২০১১-১২ অর্থবছরে চালের উৎপাদন বেড়ে হয়েছে প্রায় ৩৬১.৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন (Yearbook of Agricultural Statistics of Bangladesh, 2012)। এর মধ্যে বাপাউবো'র প্রকল্প এলাকায় প্রকল্পপূর্ব অবস্থার তুলনায় অতিরিক্ত প্রায় ৯৮.০০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদিত হয়েছে। ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত অবকাঠামোসমূহ প্রয়োজনীয় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখছে।

হাওড় এলাকায় বাঁধ দেয়ার ফলে আগাম বন্যা থেকে হাওড় অঞ্চলের ফসল রক্ষা করে বাপাউবো দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। বাপাউবো সিরাজগঞ্জ জেলায় যমুনা নদী ড্রেজিং করে ড্রেজিং এর মাটি দিয়ে ক্রসবার তৈরীর মাধমে ভূমি পুনরুদ্ধার করে শিল্পপার্ক স্থাপন ও জনগণের বসবাসের যোগ্য করে তুলেছে। ঢাকা শহরের অদুরে গোড়ানচাটবাড়ী পাম্পহাউস আধুনাকায়ন করার ফলে ঢাকা শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণে বাপাউবো বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ঢাকা শহরের ভিতর হতে ট্যানারী শিল্প প্রতিস্থাপনে সহায়তা করে পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে বাপাউবো ৫ দিনের আগাম বন্যা ও বৃষ্টিপাতের তথ্য প্রদান করে ফসল রক্ষা, জানমালের ক্ষয়ক্ষতি নিরসন এবং সর্বোপরি পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড নিজস্ব জনবলের সর্বোত্তম ব্যবহার, জনগণের সমন্বিত অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিমূলক সুশাসন প্রতিষ্ঠার দ্বারা পানি সম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠির খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতায়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জানমালের ক্ষয়ক্ষতি নিরসন এবং সর্বোপরি পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে নিরলস প্রচেষ্টা চালাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দারিদ্র বিমোচনে পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম আরও বেগবান এবং সফল বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে সকল স্তরের জনগণ, সুধী সমাজ, নীতি-নির্ধারকগণের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিব ও অতিরিক্ত সচিব মহোদয়গণের মূছাপুর ক্লোজার পরিদর্শন

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মহোদয়ের মূছাপুর ক্লোজার পরিদর্শন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, সচিব ও নেদারল্যান্ড সরকারের মাননীয় মন্ত্রী এবং বাপাউবোর মহাপরিচালক মহোদয়গণের ব্লু-গোল্ড প্রকল্প পরিদর্শন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়গণের গঙ্গাজুরি হাওড় পরিদর্শন

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মহোদয়ের গজনার বিল প্রকল্প পরিদর্শন

চায়নার পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে বাপাউবোর মহাপরিচালক মহোদয়ের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন অবকাঠামোর পরিচিতি

১।	**ড্যাম** ড্যামের মাধ্যমে পাহাড়ের পাদদেশে হ্রদ সৃষ্টি করে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করতঃ জল বিদ্যুৎ উৎপাদন, পানীয় জল সরবরাহ, সেচ সম্প্রসারণ ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়।	 মহামায়া ছড়া ড্যম, মিরশ্বরাই
২।	**বন্যা বাঁধ** বাঁধের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ	 সাতক্ষীরা পোল্ডার ৫
৩।	**সেচ খাল** সেচ খালের মাধ্যমে কৃষি জমিতে সেচ প্রদান	 তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের প্রধান সেচ খাল, রংপুর
৪।	**নিষ্কাশন খাল** নিষ্কাশনের মাধ্যমে ফসল রক্ষা	 নোয়াখালী খাল

৫।	**বাঁধ কাম রাস্তা** যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে	 সাতক্ষীরা পোল্ডার ৫
৬।	**স্লুইস গেট** নিষ্কাশন ও লবণাক্ত পানি প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ	 বেতুয়া স্লুইস, চরফ্যাশন, ভোলা
৭।	**রেগুলেটর** প্রবাহমান ছোট নদী বা খালে অবকাঠামো নির্মাণ করে উজানের পানি ভাটির দিকে প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ	 তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পে ৫ ভেন্টের রেগুলেটর
৮।	**বোট পাস** খাল ও বাঁধের সংযোগস্থলে নির্মিত রেগুলেটরের মধ্যে দিয়ে নৌ-চলাচল সচল রাখা	 সাতলা বাগদা (পোল্ডার ১) বোট পাস
৯।	**ব্যারেজ** সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ও জলাধার সৃষ্টির জন্য প্রবাহমান বড় নদীতে অবকাঠামো নির্মাণ	 তিস্তা ব্যারেজ

১০।	**রাবার ড্যাম** প্রবাহমান খালে/ছড়ায় রাবারের টিউব বসিয়ে টিউবেব বাতাস ভরে খালের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োজনে টিউব খালি করে স্বাভাবিক প্রবাহ সচল করা	 রাবার ড্যাম (মহামায়াছড়া, মিরশ্বরাই)
১১।	**রেগুলেটর কাম ব্রীজ** পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন	 কেআইপি প্রকল্পের ইছামতি রেগুলেটর কাম ব্রীজ
১২।	**ক্লোজার ড্যাম** পানি অবকাঠামোর মাধ্যমে প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রবাহমান নদী/খাল স্থায়ীভাবে বন্ধকরণ	 মুহুরী প্রকল্পে ফেনী নদী ক্লোজার ড্যাম
১৩।	**স্পার** নদীর মূল প্রবাহের গতি পরির্বতন করে ভাংগনরোধে তীর সংরক্ষন	 তিস্তা নদীতে সলিড স্পার
১৪।	**গ্রোয়েন** নদীর মূল প্রবাহের গতি পরির্বতন করে ভাংগনরোধে তীর সংরক্ষন	 যমুনা নদীতে কালিতলা গ্রোয়েন

১৫।	**রিভেটমেন্ট/হার্ড পয়েন্ট/গাইড বাঁধ** নদীর মূল প্রবাহ প্রবাহমান তীরের দিকে রেখে তীর সংরক্ষণ	 যমুনা নদীতে রিভেটমেন্ট
১৬।	**পাম্প হাইজ** যান্ত্রিক উপায়ে নদী হতে প্রকল্প এলাকায় সেচের জন্য পানি উত্তোলন এবং প্রয়োজনে পানি নিষ্কাশন	 জিকে সেচ প্রকল্পের প্রধান পাম্প হাউজ
১৭।	**অ্যাকুয়াডাক্ট** সেচ খাল ও নিষ্কাশন খালের সংযোগস্থলে কাঠামো নির্মাণ করে সেচ খালের প্রবাহ সচল রাখা	 তিস্তা সেচ প্রকল্পে অ্যাকুয়াডাক্ট
১৮।	**এক্সকাভেটর** যান্ত্রিক উপায়ে ছোট ছোট নদী বা খাল খনন/পুনঃখনন	
১৯।	**ড্রেজার** যান্ত্রিক উপায়ে বড় বড় নদী বা খাল খনন/পুনঃখনন	 গড়াই নদী পুনঃ খনন

২০।	**জিও টেক্সটাইল ও জিওব্যাগ** নদী তীর ভাঙ্গন প্রতিরোধের জন্য ফিল্টার মেটিরিয়াল হিসেবে জিও টেক্সটাইল এবং প্রতিরক্ষা মেটিরিয়াল হিসেবে জিও ব্যাগ	 যমুনা-মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রজেক্ট (জেমমআরইএমপি)
২১।	**ফিস-পাস ঃ** প্রজনন মৌসুমে নদী থেকে খালে-বিলে এবং খাল-বিল থেকে নদীতে মাছের অবাধ যাতায়াতের জন্য ফিস-পাস	

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

(ওয়ারপো)

www.warpo.gov.bd

তৃতীয় অধ্যায়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)

১। ভূমিকা

আবহমান কাল থেকে বাংলাদেশের প্রকৃতি, ইতিহাস, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সাংস্কৃতি নদ-নদীর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বর্ষা মৌসুমে পর্যায়ক্রমিক বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোন, নদী ভাঙ্গন ও শুকনো মৌসুমে পানির দুষ্প্রাপ্যতায় নদ-নদী ভরাট, খরা, লবণাক্ততা, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া ও ভূ-পরিস্থ পানির মানের ক্রমাবনতির কারণে বাংলাদেশের পানি ব্যবস্থাপনা আজ কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পানির বহুমাত্রিক চাহিদাও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর্সেনিক দূষণ এই সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে। বাংলাদেশের ভূ-খন্ডের বাইরে থেকে আগত নদ-নদীর প্রবাহের উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় পানি ব্যবহারকারীদের মধ্যে দ্বন্ধ, অপরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণে পানি ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়হীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলো সামগ্রিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতেই সরকার পানি সম্পদের উন্নয়ন ও এর সুষম ব্যবহার নিশ্চিতের লক্ষ্যে পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯৯২ সনে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ওয়ারপো সৃষ্টি হয়। দেশে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়ারপো পানি সম্পদের সামষ্টিক পরিকল্পনা প্রণয়নে একমাত্র সংবিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৩ হতে ১৯৯১ সালে জাতীয় পানি পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত মাষ্টার প্ল্যান অরগানাইজেশন বা এমপিও এর উত্তরসূরী। ১৯৮৯ হতে ১৯৯৬ সালে ফ্লাড এ্যাকশন প্ল্যান (ফ্যাপ) কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য স্থাপিত ফ্লাড প্ল্যান কো-অর্ডিনেশন অরগানাইজেশন বা এফপিসিও কে ১৯৯৬ সালে ওয়ারপোর সাথে একিভূত করা হয়। ২০০৫ সালে উপকূলীয় অঞ্চল নীতি এবং ২০০৬ সালে উপকূলীয় কৌশল এর দ্বারা ওয়ারপোকে উপকূলীয় এলাকার সমন্বয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর মাধ্যমে ওয়ারপোকে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সচিবালয় হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

১.১ পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ অনুযায়ী ওয়ারপোর কার্যপরিধি

১. পানি সম্পদের উন্নয়নকল্পে পরিবেশগতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা;

২. পানি সম্পদের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবহার ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত জাতীয় কৌশল ও নীতি নির্ধারণ করা;

৩. পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাকে পরামর্শ প্রদান করা;

৪. পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণে নিয়োজিত যে কোন প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষা পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে বিশেষ সমীক্ষা পরিচালনা করা;

৫. পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণে নিয়োজিত কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা হতে উদ্ভূত বিষয়ের মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করা এবং উক্ত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা;

৬. পানি সম্পদের ব্যবহার সংক্রান্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত মান উন্নত করা;

৭. পানি সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা এবং প্রচারের ব্যবস্থা করা;

৮. পানি সম্পদ বিষয়ক জাতীয় এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলন ও কর্মশালার আয়োজন ও পরিচালনা করা;

৯. সরকার কর্তৃক প্রদত্ত পানি সম্পদ বিষয়ক অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

২০০১ সালে ওয়ারপো কর্তৃক প্রণীত জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) তে ও পরবর্তীতে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ অনুসারে ওয়ারপোকে আইন বাস্তবায়নে আরও অধিক দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এরই আলোকে পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ হালনাগাদ করা হচ্ছে।

১.২ জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯ অনুযায়ী জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ইসিএনডব্লিউআরসি) - এর নির্বাহী সচিবালয় হিসেবে ওয়ারপোর প্রধান দায়িত্বসমূহ

১. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ইসিএনডব্লিউআরসি)-কে প্রশাসনিক, কারিগরি ও আইনগত সহায়তা প্রদান;

২. পানি সম্পদ ও সংশ্লিষ্ট ভূমি ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নীতি, পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণমূলক বিষয়ে ইসিএনডব্লিউআরসি কে পরামর্শ প্রদান;

৩. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ (এনডব্লিউআরসি)-এর অনুমোদনের জন্য জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) প্রস্তুতকরণ এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তে তা হালনাগাদকরণ;

৪. জাতীয় পানি সম্পদ ডাটাবেইস (এনডব্লিউআরডি) ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন ও হালনাগাদকরণ;

৫. বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চিহ্নিত পানি সম্পদ খাতের অন্তর্ভূক্ত জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ক্লিয়ারিং হাউজ হিসাবে দায়িত্ব পালন এবং বিবেচ্য প্রকল্প এনডব্লিউএমপি এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা এ বিষয়ে ইসিএনডব্লিউআরসি এর নিকট প্রতিবেদন পেশ করা;

৬. জাতীয় পানি নীতি এবং বাংলাদেশ পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা কৌশলে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি পূরণের জন্য ইসিএনডব্লিউআরসির চাহিদা অনুসারে কোন বিশেষ সমীক্ষা পরিচালনা;

৭. সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য কোন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

১.৩ উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, ২০০৫ অনুযায়ী ওয়ারপোর দায়িত্বসমূহ

১. বাস্তবায়ন পর্যায়ে সমন্বয় সাধনের জন্য মূল সংস্থায় (WARPO) একটি কর্মসূচি সমন্বয় ইউনিট (Program Co-ordination Unit-PCU) প্রতিষ্ঠা করা। ইন্টিগ্রেটেড কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট (আইসিজেডএম) এর নির্ধারিত সূচকের আলোকে প্রকল্পের অগ্রগতি দেখাশোনা করা এর প্রধান দায়িত্ব।

২. আইসিজেডএম প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত কর্মসূচি সমন্বয় ইউনিট (পিসিইউ) বিভিন্ন সার্ভিস মন্ত্রণালয়, যেমন অর্থ, পরিকল্পনা ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

৩. সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থায় Focal Point স্থাপন করা, যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসেবে নিজ নিজ সংস্থার পক্ষে আইসিজেডএম কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবেন এবং পিসিইউ এর সাথে কার্যকরী যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

৪. স্থানীয় পর্যায়ে (জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন) পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রচলিত স্থানীয় সরকার কাঠামোকে কাজে লাগানো। স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক সমন্বিত পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করা এবং জাতীয় পর্যায়ে পিসিইউ ও খাতভিত্তিক সংস্থাগুলোর সাথে সংযোগ সৃষ্টি করা।

১.৪ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ অনুযায়ী ওয়ারপোর দায়িত্বসমূহ

১. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সকল প্রকার প্রশাসনিক ও সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

২. পরিষদ ও নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত নীতি ও কর্মপন্থা বাস্ড়বায়ন ও প্রয়োগে সহায়তা প্রদান;

৩. পরিষদ ও নির্বাহী কমিটির নির্দেশনার আলোকে সভায় উপস্থাপনের নিমিত্ত সকল প্রকার প্রস্তাব প্রস্তুত;

৪. সময় সময় আইন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট স্থান বা প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা;

৫. এ আইন সম্পর্কিত বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

৬. পরিষদ ও নির্বাহী কমিটি কর্তৃক, সময় সময়, অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন;

২। জনবল

অনুমোদিত সেটআপ অনুযায়ী ৪৪ জন কর্মকর্তা ও ৪৩ জন কর্মচারিসহ ওয়ারপোর মোট জনবল হলো ৮৭ যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

কর্মকর্তা ও কর্মচারী	অনুমোদিত সেটআপ অনুযায়ী সংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা	শূন্য পদ
কর্মকর্তাঃ			
১ম শ্রেণী	৪২	৩২	১০
২য় শ্রেণী	২	২	-
কর্মচারীঃ	৪৩	৪৩	-
সর্বমোটঃ	৮৭	৭৭	১০

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নে ওয়ারপোকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে আঞ্চলিক পর্যায়ে ওয়ারপোর সম্প্রসারণসহ সামগ্রিক জনবল বৃদ্ধির পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন।

৩। বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

সরকারের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের সহায়তায় ওয়ারপোর কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

২০১৪-১৫ সালের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট

(লক্ষ টাকায়)

প্রকল্পের নাম	২০১৪-২০১৫ অর্থবছর	জুন ২০১৫ পর্যন্ত ব্যয়	উৎস
পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (ওয়ামিপ)	**৪০৫.০০**	**৩০৯.০০**	**বিশ্বব্যাংক**
পানি আইন	**৮০.০০**	**৩০.৩১**	
অনুন্নয়ন			
বেতন ভাতাদি	**৩০১.৯৪**	**২৯৫.৫১**	**জিওবি**
অন্যান্য	**৭১৫.০০**	**৬৯১.৪১**	
উপমোট	**১০১৬.৯৪**	**৯৮৬.৯২**	
সর্বমোট	**১৫০১.৯৪**	**১৩২৬.২৩**	

৪। পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এর বিগত বছরের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সমূহ সারসংক্ষেপ

ক্রমিক নং	কাজের নাম এবং বিগত বছরের অর্জন	মন্তব্য
১।	বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর আওতায় খসড়া বিধি প্রণয়ন: এ আইন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন এবং ওয়ারপোর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উন্নয়নের লক্ষে "সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ কার্যকর করা" শীর্ষক একটি সমীক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন। তিন বছর মেয়াদী এ প্রকল্প ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে শুরু হয় এবং আইনের আওতায় বিধি প্রণয়নের লক্ষ্যে একাধিক কর্মশালা আয়োজন ও খসড়া বিধি প্রণয়ন শুরু হয়।	চলমান
২।	ওয়ারপোর নিজস্ব স্থায়ী ভবন: পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এর স্থায়ী নিজস্ব অফিস ভবনের কাজ ৪র্থ তলা পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে এবং অতি শীঘ্রই স্থানান্তর এর প্রক্রিয়া শুরু হবে।	চলমান
৩।	ক্লিয়ারিং হাউস কর্মকান্ডের আওতায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৮ (আঠার)টি প্রকল্প প্রস্তাবের ছাড়পত্র বিগত বছরে প্রদান করা হয়েছে।	চলমান
৪।	জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্ত ভান্ডার (এনডবিণ্ঢউআরডি) এর আওতায় আইসিআরডিতে ৭২টি নতুন ডাটা লেয়ার ও এনডবিণ্ঢউআরডি তে ২৬ (ছাব্বিশ)টি নতুন ডাটা লেয়ার সংযোজিত হয়েছে।	চলমান
৫	পানি সম্পদের হালনাগাদ অবস্থা বিশেণ্ঢষণ: প্রকল্পটি ২০১৪ সালে শুরু হয়। উলিণ্ঢখিত সময়ে সমীক্ষায় গাণিতিক মডেল ব্যবহার পূর্বক ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানি সম্পদ বিষয়ক তথ্যাদি হালনাগাদ কার্যক্রম অব্যাহত ছিল।	চলমান
৬।	ওয়ারপো লাইব্রেরীকে বাংলাদেশ পানি সম্পদ লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্রে উন্নীত করণের আওতায় বিভিন্ন রিপোর্টকে ডিজিটাল ফর্মেটে রূপান্তর চলমান ছিল।	চলমান
৭।	ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিটেইল্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন ফর ব্রহ্মপুত্র ব্যারেজ প্রকল্পের প্রস্তাব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের যাচাই কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের পর পরিকল্পনা কমিশন এর প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটিতে পাঠানো হয়েছে।	পিইসি মিটিং এর জন্য অপেক্ষমান
৮।	জাতীয় পানি সম্পদ প্রকল্প (এনডবিণ্ঢউআরপি) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের যাচাই কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের পর পরিকল্পনা কমিশন এর প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটিতে পাঠানো হয়েছে।	পিইসি মিটিং এর জন্য অপেক্ষমান

৫। ওয়ারপো কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং বাস্তবায়নাধীন বিগত বছরের বিস্তারিত কার্যক্রমসমূহ

৫.১ ওয়ারপোর নিজস্ব স্থায়ী ভবন

ওয়ারপোর নির্ধারিত দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে পালনের লক্ষে কার্যকরী এবং বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম একটি স্থায়ী অফিস ভবন দীর্ঘ দিনের প্রত্যাশা। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ০১-১১-২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভায় এ বিষয়টি আলোচিত হয়। পরবর্তীতে ২৬-০৫-২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত ''জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের'' ৮ম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৭২, গ্রীণ রোড চত্তরে বাপাউবো এর আনুমানিক ২৪ কাঠা পরিমাণ জমিতে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এর নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এ বিষয়ে ওয়ারপো ও বাপাউবো এর মাঝে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এ সমঝোতা অনুসারে বাপাউবো বিভাগ-২ এর তত্ত্বাবধানে ডেপোজিট ওয়ার্ক হিসাবে ওয়ারপো ভবন নির্মাণ কাজ করবে। বর্তমানে ১০ তলা ফাউন্ডেশনসহ চতুর্থ তলা পর্যন্ত ভবন নির্মাণের কাজ চলমান আছে। ২২০৬.৪২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন এ ভবনের কাজ চলতি বছরের মধ্যে সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়।

ওয়ারপো ভবন এর বর্তমান অবস্থা (১২-০৯-২০১৫)

৫.২ পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (WMIP) কম্পোনেন্ট-৩বিঃ

ওয়ারপোর প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ওয়ামিপ ৩বি প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য ওয়ারপোর মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, ওয়ারপোতে স্থাপিত জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার হালনাগাদকরণ এবং দেশের ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানি সম্পদ নিরূপন ও তৎসংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত কিছু কার্যক্রম গ্রহণ ইত্যাদি।

ওয়ামিপ প্রকল্পে ওয়ারপোর অংশ (কম্পোনেন্ট-৩বি):

কম্পোনেন্ট-৩বি - ১ :	মানব সম্পদ উন্নয়ন
কম্পোনেন্ট-৩বি - ২ :	জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ
কম্পোনেন্ট-৩বি - ৩ :	দেশের পানি সম্পদের হালনাগাদ অবস্থা বিশ্লেষণ

৫.২.১ কম্পোনেন্ট-৩বি : মানব সম্পদ উন্নয়ন

ওয়ারপোর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জানুয়ারি ২০১১ হতে পরামর্শক সেবা কার্যক্রম শুরু হয় এবং ডিসেম্বর ২০১১ তে "Strengthening of WARPO: Organizational and Institutional Development" শীর্ষক চূড়ান্ত সমীক্ষা রিপোর্ট দাখিল করা হয় । উক্ত চূড়ান্ত রিপোর্টের আলোকে মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যক্রম চলছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে মোট ৪৭ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর দেশে এবং বিগত নভেম্বর ২০১৪ সালে মন্ত্রণালয়ের দু'জন সহ মোট ছয় জন কর্মকর্তা Integrated River Basin Management এর ওপর Thailand, Lao PDR ও Vietnam এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

৫.২.২ কম্পোনেনট ৩বি - ২ : জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ প্রকল্প

পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ এবং জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ অনুযায়ী জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিউআরডি) সংরক্ষণ, হালনাগাদকরণ এবং বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তিকে চাহিদা অনুযায়ী উপাত্ত সরবরাহ করা ওয়ারপোর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। ''জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি)'' প্রকল্পের আওতায় দেশের বিভিন্ন উপাত্ত সংগ্রহকারী সংস্থা থেকে বিপুল পরিমাণ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমে ১৯৯৮-২০০১ সালে ''জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিউআরডি)'' স্থাপন করা হয়। অনুরূপভাবে, ওয়ারপো ২০০৫ সালে ''সমন্বিত উপকুলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (আইসিজেডএমপি)'' প্রকল্পের অধীনে ''সমন্বিত উপকুলীয় সম্পদ উপাত্তভান্ডার (আইসিআরডি)'' তৈরি করেছে, যা এনডব্লিউআরডির একটি উপ-অংশ হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

এনডব্লিউআরডি এবং আইসিআরডি-তে ভূ-পরিস্থ পানি, ভূ-গর্ভস্থ পানি, পরিবেশ, জলবায়ু, মৃত্তিকা, কৃষি, বন, মৎস্য এবং আর্থ-সামাজিক বিষয়ে এ যাবত ১১০০ (এগারো শত) টি জিআইএস, টাইম-সিরিজ ও টেব্যুলার উপাত্ত স্তর ডিজিটাল ফর্মে সংরক্ষণ করা হয়েছে। সারাদেশের প্রায় ৫০ টি সংস্থার এবং ওয়াপোর নিজস্ব তথ্য-উপাত্ত এ উপাত্তভান্ডারে সংরক্ষিত আছে। এই উপাত্তভান্ডার সমূহ পানি সম্পদ সম্পর্কিত বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তিদের জন্য ডিজিটাল উপাত্ত ও তথ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এ ছাড়া এ উপাত্তভান্ডারে গুরুত্বপূর্ণ ডাটা বিশ্লেষণ পদ্ধতি, মেটা-ডাটাবেজ, টুলস্ ও বিশ্লেষিত তথ্যাবলী সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

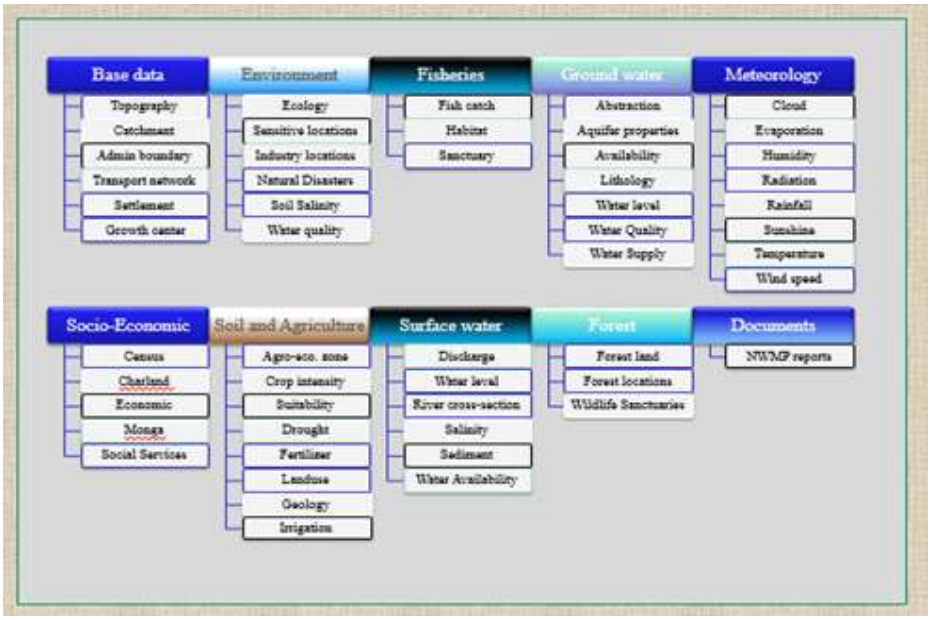

এনডব্লিউআরডির ডাটা গ্রুপ ও ডাটা টাইপসমূহের বিন্যাস

বর্তমানে বিশ্বব্যাংকের কারিগরী সহায়তায় পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্পের (WMIP) অধীনে ওয়ারপোর ''জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ'' প্রকল্প কার্যক্রম চলমান আছে ।

জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

১. পানি সম্পদের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য পানি সম্পদ, পরিবেশ এবং অন্যান্য সেক্টর সমূহের নতুন নতুন তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে NWRD কে হালনাগাদকরণ

২. তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং বিশ্লেষণের জন্য উন্নততর টুলস এবং টেকনিক উদ্ভাবন ও হালনাগাদকরণ

৩. তথ্যের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নততর প্রযুক্তির প্রয়োগ ও প্রবর্তন

৪. বৃহত্তর তথ্য ব্যবহারকারি গোষ্ঠীর মধ্যে সহজে তথ্য বিতরণ ও আদান প্রদানের জন্য আধুনিক পদ্ধতি ও উন্নত কৌশলের ব্যবহার

৫. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি উদ্ভাবন ও দক্ষতার সাথে ব্যবহারকারীদের জন্য তথ্য প্রাপ্তি সহজলভ্য করা

৬. NWMP প্রোগ্রামসমূহের বাস্তবায়ন কাজের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি উদ্ভাবন

৭. উন্নত রেজুলেশন এর রিমোট সেনসিং রেফারেন্স ব্যাংক এবং তৎসংশ্লিষ্ট Ground Control Point (GCP) সংস্থাপন

৬। জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহে বিগত বছরে সম্পাদিত কার্যাবলী

৬.১ উপাত্ত সংগ্রহ

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে এনডব্লিউআরডি এবং আইসিআরডি এর বিদ্যমান উপাত্তসমূহ হালনাগাদকরণ এবং নতুন নতুন উপাত্ত অন্তর্ভূক্ত করার জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন উপাত্ত সংগ্রহকারী সংস্থার (Data Collecting Agency) সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং পরিবেশ অধিদপ্তর হতে ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানির স্তর, পানির গুণাগুণ, সেচ জরীপ, সেচ মানচিত্র সংক্রান্ত ডিজিটাল ও হার্ডকপি উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

৬.২ বিদ্যমান উপাত্ত হালনাগাদ ও নতুন উপাত্ত অন্তর্ভুক্তকরণ

২০১৪-২০১৫ সময়কালে, প্রকল্পের অধীনে এনডব্লিউআরডি এর ২৬টি এবং আইসিআরডি এর ৭২টি বিদ্যমান উপাত্ত মেটাডাটাসহ হালনাগাদ করা হয়েছে। তন্মধ্যে, Detail River 2010, Perennial Waterbodies 2010, Groundwater Table BADC (2002-13), Transboundary Catchment উল্লেখযোগ্য। এনডব্লিউআরডিতে বিদ্যমান সেচ জরীপ, ভূ-গর্ভস্থ পানি স্তর, বোরহোল, লিথোলজি, পানির গুণাগুণ, আর্থ-সামাজিক উপাত্ত এবং সমগ্র দেশের Digital Elevation Model উপাত্তস্তর হালনাগাদকরণ প্রক্রিয়া চলমান আছে।

উক্ত সময়কালে Erosion Accretion in Meghna Estuary (1973-2012), Land Use, Hazard Map, Water Point Location (DWASA), Water Supply Distribution Network (DWASA), Urban and Rural Water Quality (DPHE), 3 Hourly Rainfall and Temperature (BMD), Fish Fauna of Halda river, সমুদ্রসীমা প্রভৃতি নতুন উপাত্ত সংযোজন করা হয়েছে ।

এছাড়া দেশের পানি খাত সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের বিভিন্ন প্রকল্পের উপাত্ত সংরক্ষণ ও প্রয়োজনে ব্যবহারের উদ্যোগ হিসেবে Coastal Embankment Rehabilitation Project (CERP) এর উপাত্তভান্ডার এনডব্লিউআরডিতে উপ-অংশ হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে।

৬.৩ বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে উপাত্ত বিনিময় সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক (MoU)

বিভিন্ন সংস্থার সাথে সম্পাদিত উপাত্ত বিনিময় সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর এনডব্লিউআরডি হালনাগাদকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং ওয়ারপোর মধ্যে উপাত্ত বিনিময় সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে উভয় সংস্থার তথ্য-উপাত্ত আদান প্রদানে সময় ও অর্থের সাশ্রয়ে অনেক অবদান রাখবে।

এছাড়া ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে আরো ১২ টি সংস্থার কাছে উপাত্ত বিনিময় সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এ সংস্থাগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা ওয়াসা, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ।

৬.৪ ওয়েব-বেজড্ এনডব্লিউআরডি এবং আইসিআরডি টুলস সমূহের উন্নতকরণ

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে এনডব্লিউআরডি এবং আইসিআরডি-র ওয়েব-বেজড্ টুলস সমূহ Oracle ১১ম এবং ASP.Net ব্যবহারপূর্বক উন্নতকরণ করার কাজ চলমান আছে। এছাড়া, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন উপাত্ত ব্যবহারকারীর সুবিধার্থে এনডব্লিউআরডি ও আইসিআরডি-র এর মেটা-ডাটা, উপাত্তের সময়কাল (Data Availability) ও অন্যান্য টুলসমূহ ইন্টারনেটে স্থাপনের কার্যাবলী চলমান আছে ।

চিত্র: ওয়েব-বেজড্ এনডব্লিউআরডি এবং আইসিআরডি টুলস্

৬.৫ এনডব্লিউএমপি প্রোগ্রাম সমূহের বাস্তবায়ন কাজের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি

এনডব্লিউএমপির বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন কাজের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করার লক্ষ্যে 'ওয়েব-বেজড্ ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি' সফট্ওয়্যার তৈরীর কার্যক্রম চলমান আছে। বিভিন্ন সংস্থা হতে এনডব্লিউএমপির অন্তর্ভুক্ত প্রোগ্রাম ও প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন কাজের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, ওরাকল ডাটাবেজে সংরক্ষণ, প্রোগ্রাম ও প্রকল্পের কাজসমূহের সংযোগ এবং পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও প্রতিবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় টুল প্রণয়ন করা উক্ত কাজের অন্তর্ভূক্ত ।

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে এ কাজের অধীনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি রিপোর্ট (১৯৯৯-২০০০ হতে ২০১৩-২০১৪ পর্যন্ত) হতে এনডব্লিউএমপির এর অন্তর্ভুক্ত দুটি ক্লাস্টার: কৃষি ও পানি ব্যবস্থাপনা এবং শহর ও পল্লী অঞ্চল ভুক্ত প্রোগ্রাম ও প্রকল্প সংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহ ও ওরাকল ডাটাবেজে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়।

চিত্র: ওয়েব-বেজড্ ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি

৬.৬ ওয়ারপো কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ

প্রকল্পের অধীনে ২০১৪-২০১৫ সময়কালে, ওয়ারপোর ৯ (নয়) জন কর্মকর্তা 'Visual Basic I ASP.net শীর্ষক কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এবং 'ওয়েবসাইট ও গ্রাফিক্স ডিজাইন' সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এছাড়া, ৪ (চার) জন কর্মকর্তা Introduction to ArcGIS' প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

৬.৭ উন্নত উপাত্ত ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নেটওয়ার্ক

দেশের পানি খাত সংশ্লিষ্ট উপাত্ত সংগ্রহকারী ও সংরক্ষণকারী বিভিন্ন সংস্থার সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'Co-operative Inter-agency Networking for Improved Data Management' শীর্ষক কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দেশের বিভিন্ন পরিকল্পনা, গবেষণা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ইত্যাদি কাজে ব্যবহারের জন্য গুণগতমান সম্পন্ন এবং সহজে ব্যবহারযোগ্য উপাত্তের প্রয়োজন। বিভিন্ন সংস্থার উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, সরবরাহ, বিনিময় প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুণগতমান ও ব্যবহারযোগ্যতা উন্নত করার লক্ষ্যে নীতিমালা, গাইডলাইন, আদর্শমান প্রণয়ন এবং উপাত্ত সংশ্লিষ্ট কাজে পারস্পরিক সহযোগীতার বিভিন্ন ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণে ১৩টি সংস্থার অংশগ্রহণে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

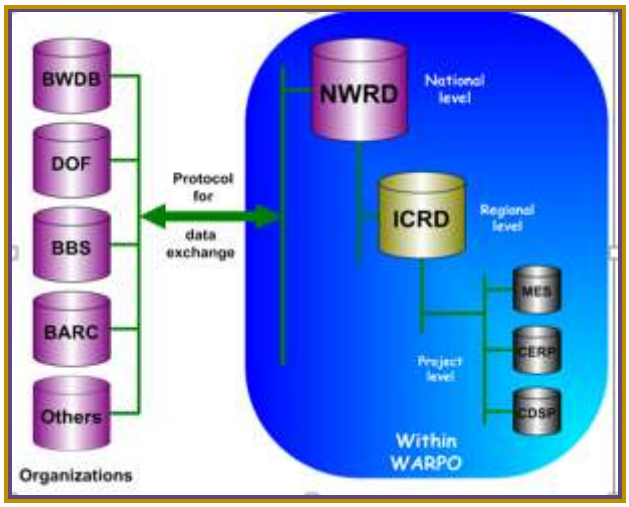

চিত্র: বিভিন্ন উপাত্তভান্ডার সংযোগের ধারণা

৬.৮ 'জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার' (এনডব্লিউআরডি) এর উপাত্ত সরবরাহ (Data Dissemination)

ওয়ারপোতে স্থাপিত 'জাতীয় পানি সম্পদ তথ্যভান্ডার (এনডব্লিউআরডি)' এবং 'সমন্বিত উপকূলীয় সম্পদ তথ্য ভান্ডার (আইসিআরডি)' পানি সম্পদের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তিদের জন্য ডিজিটাল উপাত্ত ও তথ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ১৯৯৯ হতে অদ্যাবধি বিভিন্ন দেশী বিদেশী সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহ পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, গবেষণা, প্রকল্প বাস্তবায়ন, অধ্যয়ন ইত্যাদি কাজে এনডব্লিউআরডি ও আইসিআরডি এর উপাত্ত ব্যবহার করছেন।

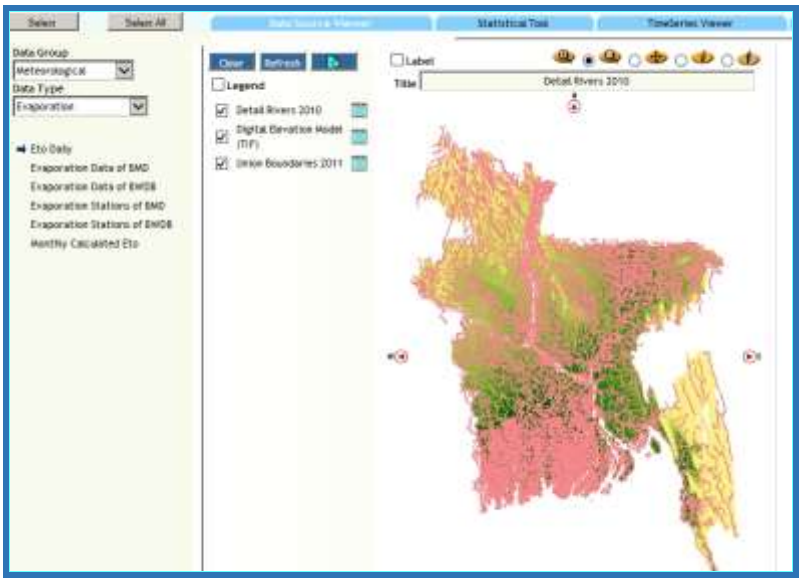

চিত্র: এনডব্লিউআরডিতে বিদ্যমান Digital Elevation Model এবং Detail Rivers ২০১০ উপাত্ত স্তর

২০১৪-২০১৫ অর্থবৎসরে বিশ্বব্যাংক, সিইজিআইএস, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট ফরিদপুর প্রভৃতিসহ মোট ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) টি দেশী ও বিদেশী সংস্থাকে এনডব্লিউআরডি ও আইসিআরডি হতে উপাত্ত সরবরাহ করা হয়েছে এবং এতে ৩,৫২,৯২৭ (তিন লক্ষ বায়ান্ন হাজার নয় শত সাতাশ) টাকা আয় হয়েছে ।

৭। সংস্থার ইনোভেশন কার্যক্রম : ওয়েব-বেজড্ ডিজিটাল আর্কাইভ

ওয়ারপোর বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক ডকুমেন্টের ডিজিটাল কপি সংরক্ষণ ও প্রয়োজনমতো সহজে ও দ্রুততার সাথে অনুসন্ধান ও ব্যবহার লক্ষ্যে ওয়েব-বেজড্ ডিজিটাল আর্কাইভ সফট্ওয়্যার তৈরীর কার্যাবলী চলমান আছে।

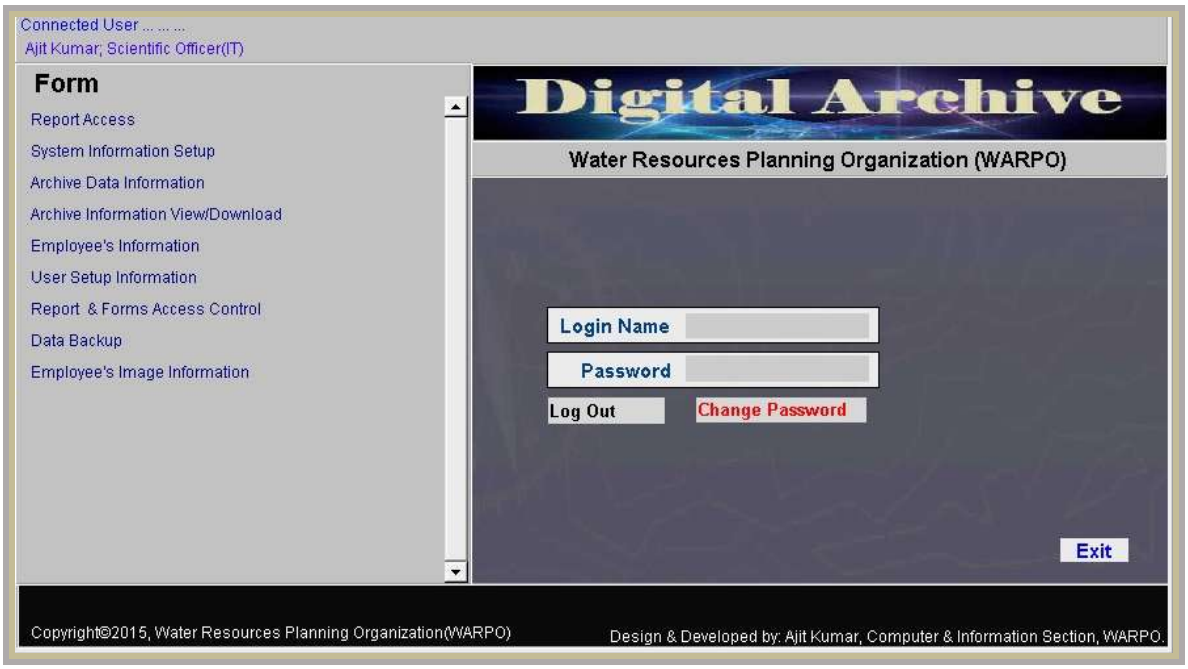

চিত্র: ওয়ারপোর ওয়েব-বেজড্ ডিজিটাল আর্কাইভ

৮। ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৫

ওয়ারপো ০৯-১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তে অনুষ্ঠিত 'ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৫' তে অংশগ্রহণ করে। উক্ত মেলায় ওয়ারপো ই-গভর্নেন্স এক্সপো সংক্রান্ত ষ্টলে ওয়েব-বেজড এনডব্লিউআরডি, আইসিআরডি, অনলাইন লাইব্রেরী, উপকূলীয় চর তথ্যাবলী প্রভৃতি সংক্রান্ত সফট্ওয়্যার ও পোস্টার প্রদর্শন করেছে ।

চিত্র: 'ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৫' তে ওয়ারপোর ষ্টল

৯। WARPO Library কে Water Sector Digital Library & Information Centre এ উন্নীতকরণের কার্যক্রম

ওয়ারপো'র "ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র" পানি সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাংলাদেশের সর্বাধুনিক লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার পথে এগিয়ে চলেছে। দীর্ঘদিনের পুরনো, দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য, মূল্যবান বিভিন্ন স্টাডি/পরিকল্পনা/মহাপরিকল্পনার প্রতিবেদন, জার্নাল এবং বই সংগ্রহের মাধ্যমে ওয়ারপোর লাইব্রেরীকে প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ করা হচ্ছে। এ সকল ডকুমেন্টের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বই ও নথীসমূহ ডিজিটাইজ করে গ্রাহকদের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ওয়ারপোর ডাটাবেইজে হালনাগাদ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে দুর্লভ এবং মূল্যবান ১০০৫ (একহাজার পাঁচ) টি ডকুমেন্ট ডিজিটাল ফর্মেটে রূপান্তরের মাধ্যমে লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্রের ডিজিটাল শাখায় সংযোজিত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পানি এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৪৫ টি নতুন বই ওয়ারপোতে সংযোজিত হয়েছে এবং BUET, ICNAB, PWC, World Bank, Dhaka University (Soil Department), DAE, MPOWER, Shahjalal University, SRDI সহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার প্রতিনিধি ওয়ারপোর লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র ব্যবহার করেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এছাড়া সংস্থার কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ প্রাত্যহিক দাপ্তরিক কাজ ও বিশেষ পরিকল্পনা কাজে প্রতিনিয়ত লাইব্রেরী ব্যবহার করছেন।

১০। পানি সম্পদের হালনাগাদ অবস্থা বিশ্লেষণ

ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানি সম্পদের হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের সাহায্যে তার অবস্থা নির্ধারণ ও জলবায়ূ পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাবসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ওয়ারপোর অন্যতম দায়িত্ব। এ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ওয়ামিপ প্রকল্পের কম্পোনেন্ট-৩বি-এস৩ এর আতওায় "Assessment of the State of Water Resources" শীর্ষক একটি সমীক্ষা কার্যক্রম জানুয়ারি ২০১৪ সালে শুরু হয় এবং ডিসেম্বর ২০১৫ সালে তা সমাপ্ত হবার কথা। এ সমীক্ষা বাস্তবায়নে দু'জন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞসহ স্থানীয় পরামর্শক সংস্থা, ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিউএম) সহায়তা প্রদান করছে। উক্ত সমীক্ষায় গাণিতিক মডেল ব্যবহার করে ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানি সম্পদ বিষয়ে প্রাপ্ত সকল তথ্য-উপাত্ত নিয়ে একটি তথ্য-ভান্ডার প্রণীত হবে যা পরবর্তীতে জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা (এনডব্লিউআরপি) প্রণয়ন ও বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

১১। ক্লিয়ারিং হাউজ হিসাবে ওয়ারপোর দায়িত্ব পালন

জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ এবং বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ (১৬ নং ধারা) অনুযায়ী ওয়ারপো বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চিহ্নিত পানি সম্পদ খাতের অন্তর্ভুক্ত জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ক্লিয়ারিং হাউজ হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে এবং প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান করবে। জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) ২০০১ অনুযায়ী ওয়ারপো বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্প ও কর্মসূচির শুধুমাত্র কারিগরী বিষয় পর্যালোচনা করে পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি কে সহায়তা করবে। তাছাড়া ওয়ারপো জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ (এনডব্লিউআরসি) এর নির্বাহী কমিটির সচিবালয় হিসাবে পানি সেক্টরের সকল কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় আনয়নে সচেষ্ট হবে। ক্লিয়ারিং হাউজ কার্যক্রমের মাধ্যমে ওয়ারপো পানি সম্পদ সেক্টরে চিহ্নিত প্রকল্পসমূহের বিভিন্ন পর্যায়ে সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণ, পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক প্রভাব, প্রকল্পের পুনরাবৃত্তি পরিহার, বিভিন্ন টুলস, টেকনিক ও মডেলিং এর ব্যবহার নিশ্চিত করবে। সর্বোপরি বিবেচ্য প্রকল্প এনডব্লিউএমপি এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা যাচাই করে এনডব্লিউআরসি এর নির্বাহী কমিটির নিকট প্রতিবেদন পেশ করবে।

ওয়ারপোর পরিচালনা বোর্ডের অক্টোবর ২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭ম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ে ওয়ারপো ক্লিয়ারিং হাউজের আওতায় পরীক্ষামূলকভাবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্প পর্যালোচনা করে ছাড়পত্র প্রদান করে থাকে। ২০০৭ সালে এ কার্যক্রম শুরুর পর হতে এ যাবৎ এই কর্মসূচীর আওতায় ওয়ারপো বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) এর মোট ১৪৫ (একশত পয়তাল্লিশ) টি প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনান্তে ছাড়পত্র প্রদান করেছে। তম্মধ্যে চলতিবছর এ পর্যন্ত ১৮ (আঠার) টি প্রকল্প প্রস্তাবের ছাড়পত্র প্রদান করেছে। এছাড়া বর্তমান সময় পর্যন্ত ওয়ারপো স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৩ (তিন) টি এবং বিএমডিএ এর ২ (দুই) টি প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনান্তে ছাড়পত্র প্রদান করেছে।

ওয়ারপোতে বিদ্যমান ''ক্লিয়ারিং হাউজ'' প্রক্রিয়া একটি পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা যা আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। ওয়ামিপ প্রকল্পের আওতায় অতিরিক্ত কর্মসূচী হিসাবে ওয়াপোর এই পরীক্ষামূলক প্রকল্প পর্যালোচনা ও ছাড়পত্র প্রদান প্রক্রিয়াটি প্রয়োজনীয় টুলস ও তথ্য ভান্ডার স্থাপনের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ অনুমোদনের ফলে পানি ব্যবস্থাপনার সাথে সাম্প্রতিক যে কোন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ছাড়পত্র প্রদানের

বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত হয়েছে। সুতরাং আইন অনুযায়ী জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সচিবালয় হিসাবে ওয়ারপোর ক্লিয়ারিং হাউজ কার্যক্রম আরও বলিষ্ঠ ও শক্তিশালীভাবে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সংস্থার লোকবল বৃদ্ধিসহ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নেওয়া অতীব প্রয়োজন।

১২। সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ কার্যকরকরণ প্রকল্প

"পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, আহরণ, বিতরণ, ব্যবহার, সুরক্ষা ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে" সরকার বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করেছে। আইনটি ০২ মে ২০১৩ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং গেজেট আকারে প্রকাশিত হয় যা ৩০ জুন ২০১৩ তারিখে সারাদেশে বলবৎ করা হয়েছে। আইনটি বাস্তবায়নের জন্য সরকার জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটিকে দায়িত্ব প্রদান করেছে এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থাকে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ তে ৪৭টি ধারা সম্বলিত পানি খাতের একটি কাঠামোগত আইন। আইনটির বাস্তবায়ন ও প্রয়োগে ১৫-১৬টি ধারার বিপরীতে বিধি প্রণয়ন প্রয়োজন। এ আইন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন এবং ওয়ারপোর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) এর আর্থিক সহায়তায় ওয়ারপো "সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্ড়বায়নে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ কার্যকর করা" শীর্ষক একটি সমীক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। তিন বছর মেয়াদী এ প্রকল্প ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে শুরু হয়। প্রকল্পে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী বাস্তবায়নাধীন আছে।

- বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর বিধি প্রণয়ন;
- বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নে ওয়ারপোর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্ধারণ;
- বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর আলোকে উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, ২০০৫ এর আইনী কাঠামো প্রদান;
- বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ প্রতিষ্ঠাকরণে তথ্য-উপাত্ত ভান্ডার স্থাপন; এবং
- বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ বাস্তবায়ন ও প্রয়োগে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।

ইতোমধ্যে জেলা ও আঞ্চলিক পর্যায়ে মত বিনিময় সভা ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তা চলমান আছে। তারই অংশ হিসেবে বিগত ২২-২৩ অক্টোবর ২০১৪ খ্রিঃ যথাক্রমে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহী জেলায় ২টি প্রারম্ভিক কর্মশালা সম্পন্ন হয়। রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত পরিকল্পনা বাসত্মবায়নে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর পরীক্ষামূলক প্রয়োগের অংশ হিসেবে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, বীর প্রতীক, এমপি সহ পানি সম্পদ খাতের বিশেষজ্ঞগণ, বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ ও বিপুল সংখ্যক ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ও প্রেস সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত পরবর্তীতে আইনটির বিধি প্রণয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বিগত মে ২০১৫ সালে প্রকল্পের ইনসেপশন রিপোর্টটি চূড়ান্ত করা হয়। প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির মধ্যে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর আলোকে বাংলাদেশ পানি বিধি-২০১৫ প্রণয়নের কাজ ৬০% সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়া ইউনিয়ন পরিষদে মডেল বাই-ল এবং ওয়ারপোকে শক্তিশালীকরণ সংক্রান্ত রিপোর্টের কর্মকান্ড যথাক্রমে ৩০% এবং ৫০% সম্পন্ন হয়েছে। সম্পাদিত কার্যক্রমের উপর বিভিন্ন বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।

১৩। বিগত বছরে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও গবেষণা কার্যক্রম সমূহ

১৩.১ ওয়ারপোর কর্মকর্তাগণের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ

ওয়ারপো সৃষ্টির পর থেকেই প্রয়োজনীয় পেশাজীবীদের নিয়োগ এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে শূন্য পদে জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতির পাশাপাশি প্রশিক্ষণ, উচ্চতর প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পেশাজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিগত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতাভুক্ত প্রশিক্ষণ ছাড়াও ওয়ারপোর নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ দেশে ও বিদেশে কর্মশালা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে অংশগ্রহণ করেছেন।

১৩.২ স্থানীয় প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদি

ক্রমিক সংখ্যা	সময়কাল	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২০১৪-২০১৫	৬	৮

১৩.৩ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদি

ক্রমিক সংখ্যা	সময়কাল	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২০১৪-২০১৫	৭	৮

১৪। বিগত বছরে গবেষণা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ

১৪.১ Scenario Development in Integrated Water Resources Management: Coping with Future Challenges in Bangladesh প্রকল্প

Scenario Development in Integrated Water Resources Management: Coping with Future Challenges প্রকল্পটি নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থিক অণুকুল্যে (NICHE এর অর্থায়নে এবং NUFFIC এর তত্ত্বাবধানে) বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থাসহ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও সিইজিআইএস এবং নেদারল্যান্ডের UNESCO-IHE, Wageningen UR ও Deltares সম্পৃক্ত রয়েছে। মার্চ, ২০১৩ হতে চার বছর মেয়াদী এই প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু হয়।

বাংলাদেশের জীবনযাত্রায় পানির গুরুত্ব অপরিসীম। পানি একটি সীমিত সম্পদ বিধায় পানির সঠিক ব্যবস্থ্যপনা প্রয়োজন। বাংলাদেশকে ভবিষ্যতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা, নগরায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের মত কঠিন সমস্যাগুলোকে মোকাবেলা করতে হবে। সামগ্রিক কর্মপরিকল্পনা ও কৌশলগত পরিবর্তনের মাধ্যমে এসব পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিকে সামাল দিতে হবে। এ প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য হল সমন্বিত পানি ব্যবস্থ্যপনার বর্তমান সামগ্রিক অবস্থা ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ সমূহ নির্ণয় করা। প্রকল্পের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা অর্জন এবং ডেল্টা প্ল্যান এর জন্য সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা ও ভবিষ্যৎ বাধাসমুহ চিহ্নিত করে সঠিকভাবে মোকাবেলা করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ভবিষ্যতে পানি সম্পদের পরিকল্পনায় সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

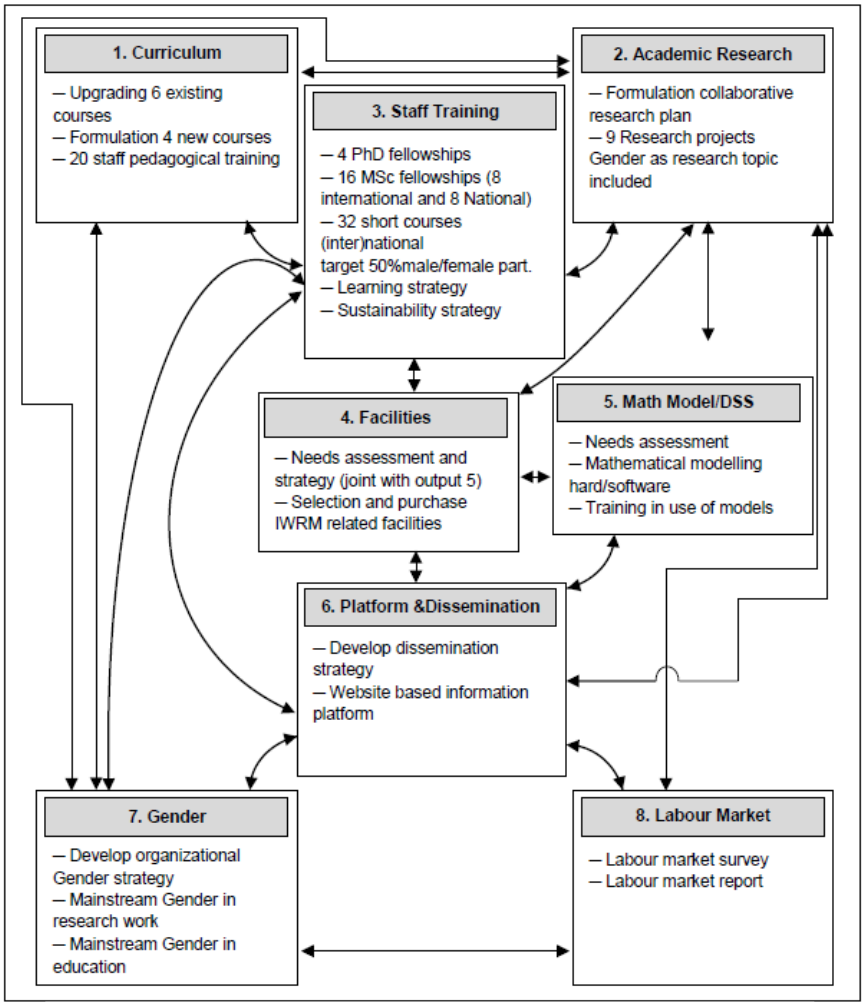

প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম ও ফলাফলের যোগসূত্র

প্রকল্পটি সুনির্দিষ্ট ৮ টি ভাগে (Work package) বিভক্ত যা নিম্নে সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া হলো

১. পাঠ্যসূচী পর্যালোচনা ও উন্নয়ন এবং সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন বিবেচনা করে নতুন বিষয় পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করা যার মাধ্যমে এ বিষয়ক জ্ঞানের প্রসার এবং গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

২. দৃশ্যকল্প উন্নয়ন (Scenarios development) কে প্রাধান্য দিয়ে বিষয়ভিত্তিক গবেষণা যার মধ্যে ৪ টি পিএইচডি, ৬ টি মাস্টার্স ফেলোশীপ ও ৯ টি যৌথ গবেষণা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

৩. স্টাফ প্রশিক্ষণ কমসূচীর মাধ্যমে প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের পেশাগত সামর্থ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

৪. প্রতিষ্ঠানে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবার পরিধি ও মান উন্নত করা। এ প্রকল্পের আওতায় পানি ও মাটি পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগার স্থাপন ও গবেষণার সুযোগ তৈরী করা হবে।

৫. গাণিতিক মডেলিং সুবিধা সৃষ্টি ও প্রয়োগের মাধ্যমে দৃশ্যকল্প উন্নয়ন (Scenario development) করা যা পানি সম্পদের সাথে সম্পর্কিত যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৬. তথ্য প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে পানি বাবস্থাপনায় গবেষণার ফলাফল ও দৃশ্যকল্প (Scenario) কে কাজে লাগানো ।

৭. নারী-পুরুষের সমতা ও সমান অংশগ্রহণ এবং সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থ্যপনায় নারীদের সম্পৃক্তকরণ।

৮. শ্রম বাজারের পর্যালোচনা ও তা ভবিষ্যতে চ্যালেঞ্জসমূহের উপযোগী করা এবং পাঠ্যসূচী, গবেষণা ও নীতি নির্ধারণে শ্রম বাজারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণ।

এ প্রকল্পের আওতায় ৪ টি পিএইচডি, ৬ টি মাস্টার্স ফেলোশীপ ও ৯ টি যৌথ গবেষণা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রকল্পটির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো প্রকল্পে আওতাভুক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে অনার্স ও মাস্টার্সের পাঠ্যসূচীতে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণ এবং সমন্বিত গবেষণার মাধ্যমে পানি ব্যবস্থ্যপনার ক্ষেত্র তৈরী করা।

এই প্রকল্পের WP-২ এর আওতায় ওয়ারপোর উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব এ কে এম খসরুল আমিন নেদারল্যান্ডের Wageningen UR হতে M.Sc. in Environmental Science সম্পন্ন করেছেন এবং বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব কাজী সাইদুর রহমান পিএইচডি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করছেন। এছাড়া যৌথ গবেষণা কার্যক্রমের আওতায় ওয়ারপো "জলবায়ু পরিবর্তন ও ভূমি ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করছে। প্রকল্পের WP-3 এর আওতায় ওয়ারপো প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের কৌশল নির্ধারণে কর্মশালা আয়োজন করে এবং একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে যা ওয়ারপোকে শক্তিশালীকরণে সহায়তা করবে। WP-6 এর অধীনে প্রকল্পের কর্মকান্ড প্রচারের লক্ষ্যে ওয়ারপোর ওয়েবসাইট হালনাগাদ করা হচ্ছে। তাছাড়া WP-6 এর আওতায় প্রচারণা কৌশল (Dissemination Strategy) এবং WP-7 এর আওতায় জেন্ডার স্ট্র্যাটেজি (Gender Strategy) প্রণয়নে ওয়ারপো নেতৃত্ব দিচ্ছে। সর্বোপরি প্রকল্পটি বাংলাদেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সামগ্রিক কর্মপরিকল্পনা ও নীতিনির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

১৪.২ সহযোগী গবেষণা: Ecosystem Services for Poverty Alleviation (ESPA) Deltas প্রকল্প

ESPA Deltas একটি গবেষণাধর্মী প্রকল্প যার উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ইকোসিস্টেম সার্ভিসের উপর নির্ভরশীল জীবন, জীবিকা এবং দারিদ্রতার সাথে সম্পর্ক বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারণে সহায়তা করা। এ প্রকল্পের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কৃষি, মৎস্য, ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি, লবণাক্ততা, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, হাইড্রোলজি, ম্যানগ্রোভ এবং সুন্দরবন ইত্যাদির সাথে স্বাস্থ্য ও দারিদ্রের সম্পর্ক বিশেণ্ডষণ করা হবে। সর্বোপরি জলবায়ূ পরিবর্তনের কারণে ২০৫০ সালে জীবন, জীবিকা ও দারিদ্রতা কিভাবে প্রভাবিত হবে তারও বিশ্লেষণ করা হবে। যুক্তরাজ্য, বাংলাদেশ, ভারত এবং চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, উন্নয়ন সহযোগী, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি ২০১২ সালের ৩১ মার্চ থেকে শুরু হয়ে ২০১৬ সালের ৩০ মার্চ পর্যন্ত চলবে। জানুয়ারি ২০১৩ সালে একটি সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে ওয়ারপো এ প্রকল্পের একটি অংশীদার হিসেবে যোগদান করে। প্রকল্প হতে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত দ্বারা জাতীয় তথ্য ভান্ডার উন্নয়ন এবং গবেষণার অভিজ্ঞতা মত বিনিময় এই সহযোগী গবেষণার উদ্দেশ্য। এ গবেষণা প্রকল্পের ওয়ার্ক প্যাকেজ সমূহের মধ্যে আত্ন-সম্পর্কের একটি চিত্র নিম্নে দেয়া হলো:

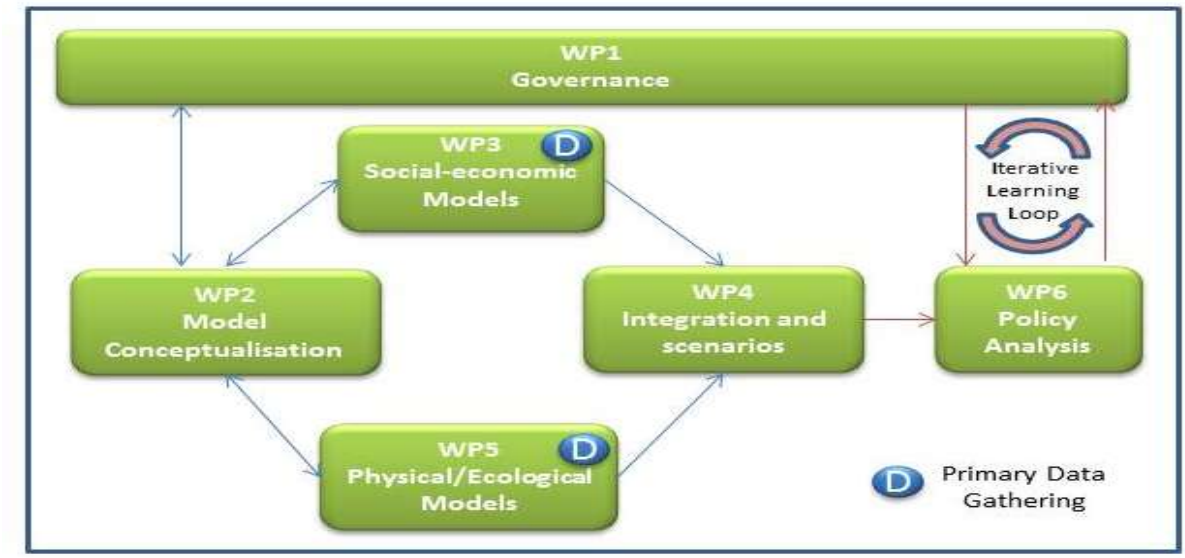

চিত্র: ESPA Delta প্রকল্পের ওয়ার্ক প্যাকেজসমূহের আত্ন-সম্পর্কের চিত্র

১৪.৩ Deltas, Vulnerability and Climate Change: Migration and Adaptation (DECCMA) প্রকল্প

বিশ্বব্যাপী ব-দ্বীপ (ডেলটা) ভুক্ত এলাকাসমূহ জলবায়ূ পরিবর্তন এবং সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি জনিত কারণে অনেক বেশী সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। জলবায়ূ পরিবর্তন জনিত বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার জন্য টেকসই অভিযোজন কৌশল নির্ধারণের লক্ষ্যে প্রয়োগিক গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ। অভিযোজন কৌশল হিসেবে ডেলটা এলাকাসমূহে অভিবাসন (Migration) ক্রমশ বেড়েই চলেছে। DECCMA শীর্ষক প্রকল্পটি একটি প্রয়োগিক গবেষণা কার্যক্রম যাহা তিনটি বৈসাদৃশ্যপূর্ণ ব-দ্বীপ যথা GBM (ভারত, বাংলাদেশ), Volta (ঘানা) এবং মহানদী (ভারত) ভুক্ত এলাকাসমূহে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল নির্ধারণ, মাইগ্রেশন কার্যকারিতা এবং পরিব্যপ্তি এবং অন্যান্য পরিবেশগত প্রভাব বিশ্লেষণ করবে।

DECCMA প্রকল্পের ৩ টি প্রধান লক্ষ্য যথাক্রমে: প্রকল্পভুক্ত ব-দ্বীপ সমূহে অভিযোজন কৌশলের কার্যকারিতা নিরূপন করা, পরিবর্তনশীল জলবায়ু প্রেক্ষাপটে অভিযোজন কৌশল হিসেবে অভিবাসনের গ্রহণযোগ্যতা ও কার্যকারিতা মূল্যায়ন এবং টেকসই অভিযোজনের অবস্থা তৈরির লক্ষ্যে নীতিসমূহে সমর্থন দেওয়া।

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন গবেষণা কেন্দ্র (IDRC), কানাডা এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অধিদপ্তর (DFID), যুক্তরাজ্যের এর অর্থায়নে আফ্রিকা ও এশিয়া যৌথ অভিযোজন গবেষণা উদ্যোগ (CARIAA) কর্মসূচীর অধীনে ২০১৪ সাল থেকে এ সহযোগিতা প্রকল্পটি পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট (IWFM), বুয়েট কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। নেতৃত্বদানকারী পার্টনার প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য; পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট (IWFM), বুয়েট, বাংলাদেশ; যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত; ঘানা বিশ্ববিদ্যালয়, ঘানা। পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা এ প্রকল্পে সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করছে।

১৫। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ওয়ারপোর প্রস্তাবিত প্রকল্প কার্যক্রমসমূহ

১৫.১ Feasibility Study and Detailed Engineering Design of Brahmaputra Barrage

ব্রহ্মপুত্র বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আন্তসীমান্ত নদী। শুষ্ক মৌসুমে সীমান্ত নদীর প্রায় ৭০ শতাংশ প্রবাহ ব্রহ্মপুত্র নদীর মাধ্যমে প্রবেশ করে যা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অধিকতর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। IECO কর্তৃক প্রণীত মাস্টার প্ল্যান (১৯৬৪), এক্সপার্ট স্টাডি গ্রুপ (১৯৮৭), জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০০১) অনুযায়ী দেশের উত্তর পশ্চিম ও উত্তর-কেন্দ্রীয় ও উত্তর-পূর্ব হাইড্রলজিক্যাল অঞ্চলের শুষ্ক মৌসুমে পানি সরবরাহের জন্য ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর ব্যারাজ নির্মাণ করা প্রয়োজন। এছাড়া উত্তরপূর্ব অঞ্চলে মেঘনা অববাহিকা ও দক্ষিন-কেন্দ্রীয় অঞ্চলের লবণাক্ততা রোধে ব্রহ্মপুত্রে পানির প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৫ পরবর্তী সময়ে উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণ, কৃষি সেচ পানি সরবরাহ, শহর ও নগর অঞ্চল গুলোতে পানি সরবরাহ, নৌ-চলাচল ইত্যাদি বহুমাত্রিক ব্যবহারের জন্য এই ব্যারাজ নির্মাণ প্রয়োজন। ওয়ারপো ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর সম্ভাব্য ব্যরাজ নির্মাণের উপর সমীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প প্রস্তাব করেছে। আশা করা যায় আগামী ২০১৬ সালে প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। প্রকল্পটির মেয়াদকাল চার বছর। প্রকল্পের প্রাথমিক প্রস্তাব অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬৬.৩৬ কোটি টাকা।

১৫.২ বৃহত্তর ঢাকা অববাহিকার সমন্বিত পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প

ঢাকাকে ২০২১ সালের জন্য মেগাসিটি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, জলাভূমি ও নদ-নদী দূষণ মুক্তকরণ, জলাবদ্ধতা ও বন্যার প্রকল্প হ্রাস তথা পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে এ শহরের উন্নয়নে নিয়োজিত সংস্থা সমূহের কর্মকান্ডের সমন্বয়ে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে ওয়ারপো বৃহত্তর ''ঢাকা অববাহিকার সমন্বিত পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা'' শীর্ষক একটি সমীক্ষা প্রস্তাব প্রণয়ন করেছে।

প্রায় ১২৫ লক্ষাধিক জনসংখ্যা অধ্যুসিত বর্তমান ঢাকার জনসংখ্যা ২০২৫ সাল নাগাদ বেড়ে দাঁড়াবে প্রায় ২৭০ লক্ষ। শহরের বর্তমান ১৫০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা আরও সম্প্রসারিত হবে। ইতোমধ্যে পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, জলাবদ্ধতা এবং বন্যা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ঠ না থাকায় এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে জন জীবন কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা, শহরের চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট, নদ-নদীর দূষণ, জলাভূমি দখল এবং জলবায়ুর তারতম্যের ফলে শহরের পরিবেশ ক্রমেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে।

প্রস্তাবিত সমীক্ষা প্রকল্পের সাহায্যে বৃহত্তর ঢাকা অববাহিকার জন্য সমন্বিত বন্যা ও নিষ্কাশনের মহাপরিকল্পনা, পানি সম্পদের বরাদ্দ ও ব্যবহারের পরিকল্পনা, শিল্প ও গৃহস্থালী বর্জ্য পরিশোধনের পরিকল্পনাসহ নদ-নদীর উন্নয়ন, পানি সরবরাহ বাস্তবায়ন উপযোগী টেকসই পরিকল্পনা প্রণীত হবে। সমীক্ষা প্রকল্পটি বৈদেশিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কুয়েত ফান্ড, ওপেক ফান্ড এবং আবুধাবি ফান্ডের নিকট হতে বৈদেশিক অর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে (ERD) প্রেরণের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সমীক্ষা প্রকল্পটির মোট প্রস্তাবিত ব্যয় প্রায় ১১.৩৩ কোটি টাকা।

১৬। ওয়ারপোর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA): গৃহীত কার্যক্রম এবং অগ্রগতি

ওয়ারপোর নির্ধারিত রূপকল্প (vision), অভিলক্ষ্য (mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলীর আলোকে কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ, জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্ত ভান্ডার (NWRD) হালনাগাদকরণ; সমন্বিত উপকূলীয় সম্পদ উপাত্ত ভান্ডার (ICRD) হালনাগাদকরণ; প্রতিবেদন সমন্বিত ওয়েব এনাবেল লাইব্রেরী সিস্টেম হালনাগাদকরণ; বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর আওতায় বিধিসমূহ প্রণয়ন এবং প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান কার্যক্রমের আওতায় পাউবোর প্রকল্প প্রস্তাবের ছাড়পত্র প্রদানের কাজ অব্যাহত আছে।

নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট

ফরিদপুর

www.rri.gov.bd

RRI
River Research Institute

চতুর্থ অধ্যায়

নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট (নগই),ফরিদপুর

www.rri.gov.bd

পরিচিতি

বাংলাদেশ একটি নদী মাতৃক দেশ। এটি একটি জটিল পলিভরণকৃত বদ্বীপ। পদ্মা-গঙ্গা, ব্রম্মপুত্র-যমুনা ও মেঘনা এ দেশের অন্যতম প্রধান ৩টি নদী। উত্তরের বন্যা, দক্ষিণের জলোচ্ছ্বাসসহ ঘূর্ণিঝড়, নদী ভাঙ্গন প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এ অঞ্চলের জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাপক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা- নিরীক্ষা ও গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তৎকালীন সরকার ১৯৪৮ সালে ঢাকার তেজকুনী পাড়া মৌজায় (বর্তমান গ্রীন রোড) প্রায় ১২ (বার) একর জমির উপর হাইড্রলিক রিসার্চ ল্যাবরেটরী নামে একটি গবেষণাগার স্থাপন করে এবং এটিকে সেচ পরিদপ্তরের অধীনে ন্যস্ত করে।

পরবর্তী কালে ক্রমবর্ধমান পানি সম্পদ উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের জন্য পানি সম্পদ কৌশলের বিভিন্ন টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে হাইড্রলিক সমস্যার ব্যাপক গবেষণার আধুনিক সুবিধাদি হাইড্রলিক রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে সম্পাদন করা সম্ভব না হওয়ায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার হাইড্রলিক রিসার্চ ল্যাবরেটরীকে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট (নগই) এ রুপান্তর করে। নদী গবেষণা ইনস্টিটউট এর স্বতন্ত্র অফিস স্থাপনের জন্য ফরিদপুর শহর থেকে ৫ (পাচঁ) কিলোমিটার দূরে ঢাকা- বরিশাল সড়কের পাশে হারুকান্দি নামক এলাকায় ৮৬ (ছিয়াশি) একর জমি অধিগ্রহণ করে এবং ঢাকার গ্রীন রোডে অবস্থিত নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটকে ফরিদপুরে স্থানান্তর করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নদী গবেষণা ইনস্টিটউট এর বহুমুখী গবেষণা কার্যক্রম উত্তরোত্তর বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে ৫৩ নং আইন বলে নগইকে একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রন হতে আলাদা করে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সরাসরি ন্যস্ত করে।

নগই'র উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী (১৯৯০ সনের ৫৩ নং আইন অনুযায়ী)

- নদী প্রশিক্ষণ, নদীভাঙ্গন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ ও পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনে নক্শা প্রণয়নের জন্য মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা;
- পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য পানি প্রবাহ এবং পানি বিভাজন এলাকা, পানি বিজ্ঞান, ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার এবং পরিবেশগত বিষয়াদি বিশেষতঃ লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং পানির গুণাগুণ সম্পর্কে গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা;
- নদী প্রশিক্ষণ, নদীভাঙ্গন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ ও পানি নিষ্কাশনের জন্য নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত উপকরণ পরীক্ষা এবং নির্মাণ কাজের মানের তদন্ত এবং মূল্যায়ন করা;
- উপর্যুক্ত বিষয়সমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং তৎসংশ্লিষ্ট কারিগরি বিষয়ে সাময়িকী ও প্রতিবেদন প্রকাশ করা;
- উপর্যুক্ত কোন বিষয় সম্পর্কে সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান করা;
- নগইর কার্যসমূহের মত একই প্রকার কার্যে নিয়োজিত অন্য কোন দেশী বা বিদেশী সংস্থার সাথে সহযোগিতা করা এবং যৌথ কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং
- উপর্যুক্ত কার্যসমূহ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

নগই'র সাংগঠনিক কাঠামো

নদী গবেষণা ইনস্টিটউট একটি সংবিধিবদ্ধ বহুমুখী গবেষণামূলক সংস্থা যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের অধীনে কাজ করছে। ইনস্টিটিউটের পরিচালনা ও প্রশাসন ১০ (দশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান, মহাপরিচালক নগই পরিচালনা বোর্ডের সদস্য-সচিব এবং ইনস্টিটিউটের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা।

নগই পরিচালনা বোর্ড

বর্তমান পরিচালনা বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিতঃ

(১)	মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়	আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এমপি	চেয়ারম্যান
(২)	চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, ফরিদপুর	-	সদস্য (শূন্য)
(৩)	মাননীয় সংসদ সদস্য (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	মোঃ আবদুর রহমান, ফরিদপুর-১	সদস্য
(৪)	সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়	ডঃ জাফর আহমেদ খান	সদস্য
(৫)	সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রনালয়	শফিক আলম মেহদী	সদস্য
(৬)	উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	অধ্যাপক খালেদা একরাম	সদস্য
(৭)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	মোঃ ইসমাইল হোসেন	সদস্য
(৮)	পানি সম্পদ প্রকৌশলী/ বিজ্ঞানী	ডঃ এম. মনোয়ার হোসেন নির্বাহী পরিচালক, আইডব্লিউএম	সদস্য
(৯)	পানি সম্পদ প্রকৌশলী/ বিজ্ঞানী	আবদুর রব মিয়া মহাপরিচালক, ওয়ারপো	সদস্য
(১০)	মহাপরিচালক, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট	মোঃ আজম খান উপসচিব	সদস্য-সচিব

নগই'র কর্মকান্ড ও জনবল

নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এর গবেষণাসহ বিভিন্ন কারিগরি কাজ যেমন ভৌত ও গাণিতিক মডেল স্ট্যাডি ও ল্যাবরেটরী টেস্ট যথাক্রমে হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর ও জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। প্রশাসন ও অর্থ দপ্তরের মাধ্যমে নগই'র সার্বিক প্রশাসন পরিচালনাসহ অর্থনৈতিক বিষয়াবলিও নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রায় প্রতি বছরই ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে প্রেরণ করা হয়। বর্তমানে ১ (এক) জন বিজ্ঞানী উচ্চ শিক্ষার্থে (পোস্ট ডক্টরেট) করার জন্য বিদেশে (চীন) অবস্থান করছেন। প্রতি বছর নগইর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ বিভিন্ন মেয়াদে দেশে-বিদেশে সেমিনার/ওয়ার্কশপ/প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। ইনস্টিটিউটের অনুমোদিত মোট জনবল ২৫৭ জন এবং বর্তমানে কর্মরত জনবল ২০৯ জন। নগইর কর্মকান্ড যে ৩টি পরিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদিত হয় সেগুলো হলোঃ

১. হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর

২. জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর

৩. প্রশাসন ও অর্থ পরিদপ্তর

নগই'র পরিদপ্তরভিত্তিক কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

১. হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর

হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তরের অধীনে ৩টি বিভাগ রয়েছে।

১. রিভার এন্ড কোস্টাল হাইড্রলিক বিভাগঃ এই বিভাগের মাধ্যমে নদী শাসন, নদী ভাঙ্গণরোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী কৌশল, নদীর পলল নিয়ন্ত্রণ, নদীর মোহনা ও জোয়ার ভাটা সম্পর্কিত গবেষণা কাজে ভৌত মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। ভৌত মডেলে নদীর বিভিন্ন ঢ়ৎড়পবংং সমূহ বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা সম্ভব হয় এবং বিভিন্ন Hydraulic Structure এর কার্যকারিতা নির্ণয় করা যায়।

২. হাইড্রলিক স্ট্রাকচার এন্ড ইরিগেশন বিভাগঃ এই বিভাগের মাধ্যমে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কিত বিভিন্ন কাঠামো যেমন ব্রীজ, ব্যারেজ, স্লুইস, কালভার্ট, গ্রোয়েন, রিভেটমেন্ট ইত্যাদির প্রকৃত স্থান নির্ধারণসহ নকশা কাজে প্রয়োজনীয় প্যারামিটার যাচাইয়ের জন্য ভৌত মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়।

৩. ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং বিভাগঃ এই বিভাগের উপর পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য নদীর পানি প্রবাহ এবং পানি বিভাজন এলাকা, পানি বিজ্ঞান, ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার এবং পরিবেশগত বিষয়াদি বিশেষতঃ লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং পানির গুণাগুণ সম্পর্কে সমীক্ষা পরিচালনা করার দায়িত্ব প্রদান করা আছে।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিবরণ

ক্রমিক নং	মডেলের নাম	ক্লায়েন্টের নাম	কাজের অবস্থা
১	গাণিতিক মডেলের সাহায্যের এর আওতায় পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউসকান্দি রোডের হাইড্রলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল মডেল স্টাডি ।	সুনামগঞ্জ রোড ডিভিশন, সওজ অধিদপ্তর।	মডেল স্টাডির কাজ বিগত জুন ৮, ২০১৪ খ্রিঃ তারিখে শুরু হয় এবং জানুয়ারী, ২০১৫ খ্রিঃ মাসে চুড়ান্ত প্রতিবেদন ক্লায়েন্ট বরাবর দাখিল করা হয়।
২	গাণিতিক মডেলের সাহায্যে পান্দব-পায়রা নদীর উপর প্রস্তাবিত নালুয়া-বাহেরচর সেতুর হাইড্রলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল মডেল স্টাডি ।	পটুয়াখালী রোড ডিভিশন, সওজ অধিদপ্তর।	মডেল স্টাডির কাজ বিগত জুলাই ১৫, ২০১৪ খ্রিঃ তারিখ থেকে শুরু হয়। মডেল স্টাডির চুড়ান্ত প্রতিবেদন মার্চ, ২০১৫খ্রিঃ মাসে ক্লায়েন্ট বরাবর দাখিল করা হয়।
৩	চট্রগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার শিকলবাহা খালের ডান তীরের ভেল্লাপাড়া ও কৈগ্রাম বাজার এলাকায় জিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে বাম্বো বান্ডেলিং এর মাধ্যমে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ।	বাপাউবো	কাজটি সম্পাদিত হয়েছে।

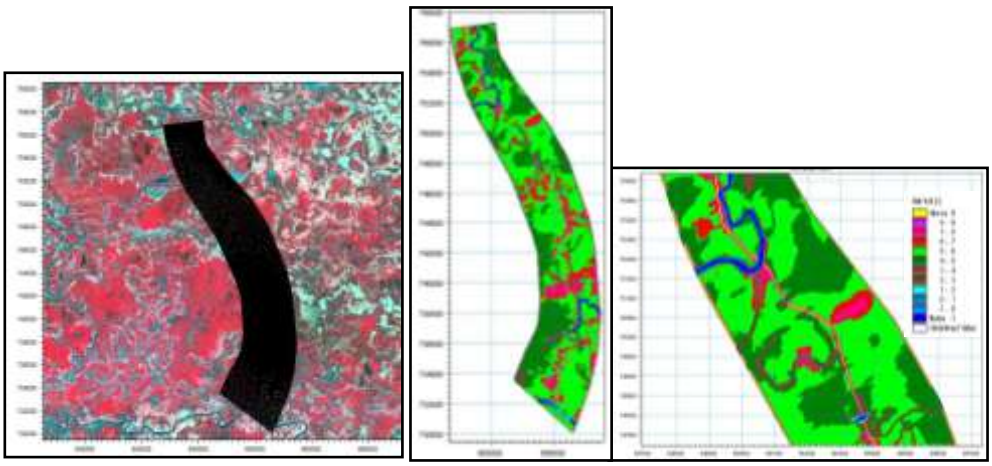

(i) (ii)

(i) Computational grid and (ii) initial bathymetry of the Hydrological and Morphological study for Pagla-Jagannathpur-Raniganj-Aushkandi Road

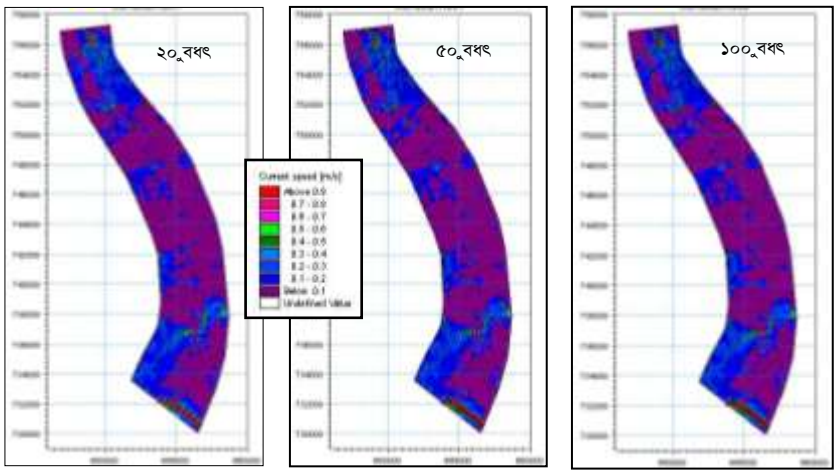

Velocity fields for different return period discharges at and around the existing Pagla-Jagannathpur-Raniganj road

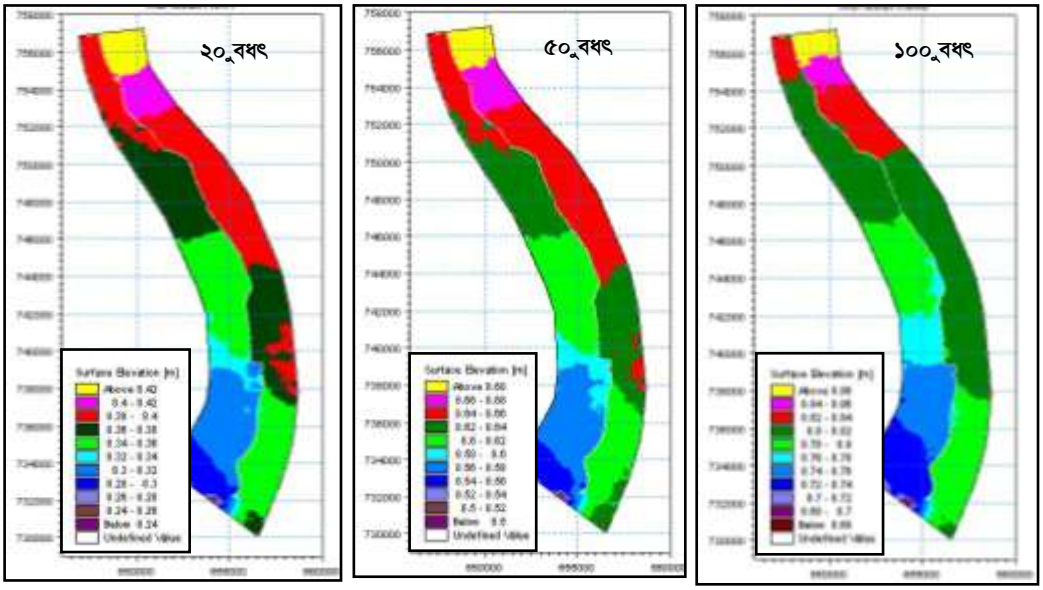

Simulated two-dimensional plots of water level at and around the Pagla-Jagannathpur-Raniganj road for different return period discharges

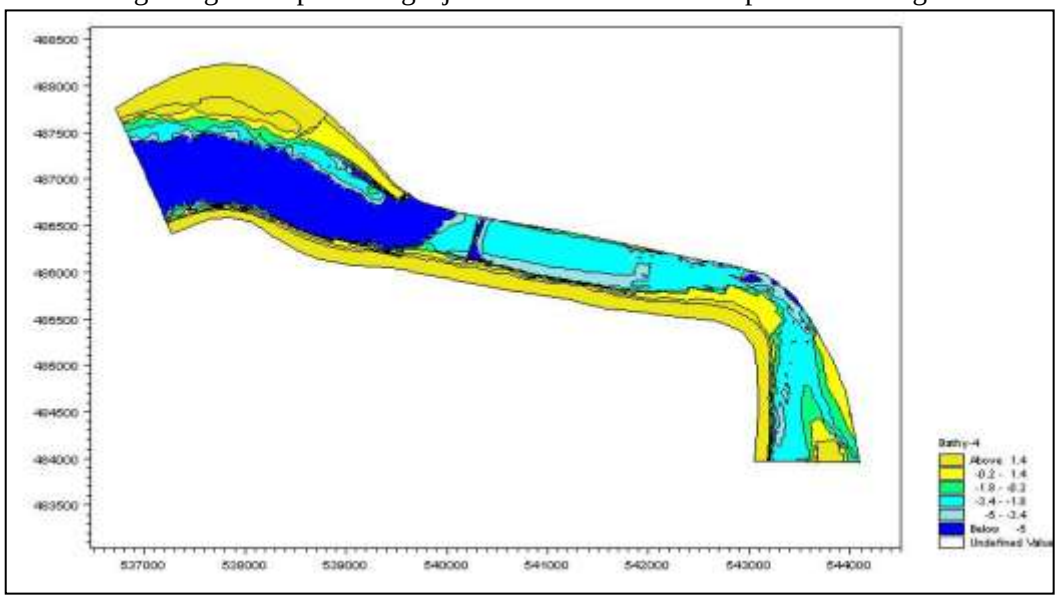

Initial bathymetry of the Hydrological and Morphological study for the proposed Nalua-Baherchar Bridge over the river Pandab-Paira

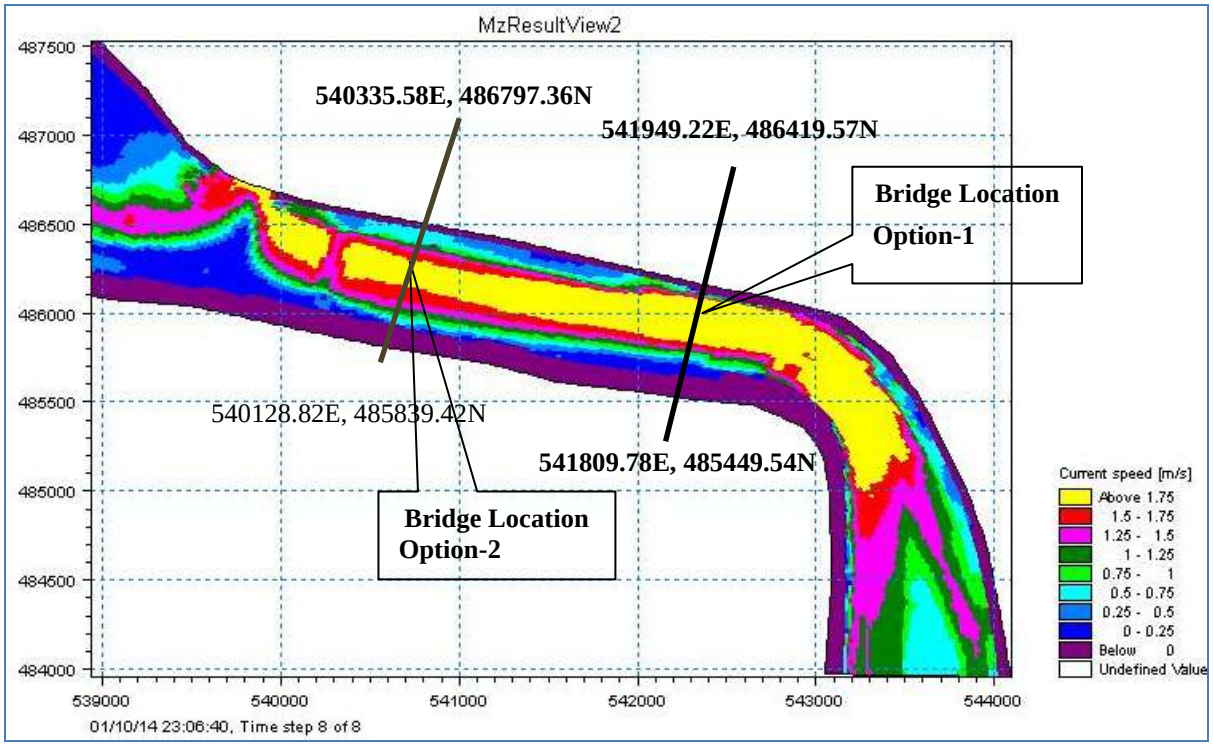

Proposed position and orientation of the Nalua-Baherchar bridge

বর্তমানে হাইডালিক রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত চলমান মডেল স্টাডি

ক্রমিক নং	মডেলের নাম	ক্লায়েন্টের নাম	কাজের অবস্থা
১	কুলাউড়া-প্রিথিমপাশা-হাজীপুর-শরীফপুর রোডের ১৪তম কিঃ মিঃ এ মনু নদীর উপর রাজাপুর সেতুর হাইড্রলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল মডেল স্টাডি ।	মৌলভীবাজার রোড ডিভিশন, সওজ অধিদপ্তর।	কাজ বিগত জুন ২৪, ২০১৫খ্রিঃ তারিখে মডেল স্টাডির কাজ শুরু হয়। মডেল স্টাডির ইনসেপশন রিপোর্ট ইতোমধ্যে ক্লায়েন্ট বরাবর দাখিল করা হয়েছে। বর্তমানে মডেল স্টাডির জন্য সার্ভে ও ডাটা কালেকশনসহ অন্যান্য কাজ চলছে।

বর্তমানে হাইডালিক রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা কাজ

নগই কর্তৃক দুই বছর মেয়াদী "নদী ভাঙন প্রতিরোধের সাশ্রয়ী এবং টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ম্যাটেরিয়ালের লাঞ্চিং বৈশিষ্ট্যের উপর গবেষণা" শিরোনামে একটি গবেষণা কাজ ২০১৪-১৫ অর্থ বছর থেকে শুরু হয়েছে। গবেষণা কাজে তিন ধরণের লাঞ্চিং ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করা হচ্ছে। এগুলো হলো জিও-ব্যাগ, সিসি ব্লক ও স্টোন চীপস। এ গবেষণা কাজে নদী ভাঙন প্রতিরোধে ব্যবহৃত তিন ধরণের লাঞ্চিং ম্যাটেরিয়ালের কার্যকারিতা নির্ণয় করা হচ্ছে। উক্ত গবেষণা কাজের উপর গত ২৯/৬/২০১৫খ্রিঃ তারিখে নগইতে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে গবেষণা কাজের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে উপস্থিত বিশেষজ্ঞদের মতামতসহ পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে গবেষণা কাজের টেস্টরান ও ডাটা এনালাইসিসের কাজ চলছে।

Seminar on æInvestigation on launching characteristics of different material to find out the cost-effective and sustainable solution of river bank protection”

Comparison of launching pattern of geo-bags, stone-chips and CC blocks under oblique flow condition

হাইডালিক রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত কাজের নাম

ক্রমিক নং	মডেলের নাম	ক্লায়েন্টের নাম	কাজের অবস্থা
১	সাতক্ষীরা সড়ক বিভাগাধীন সাতক্ষীরা-আশাশুনি-গোয়ালডাঙ্গা-পাইকগাছা রোডের ২৪ তম কিঃ মিঃ এ মারিচচাপা নদীর উপর চাপড়া সেতুর হাইড্রলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল মডেল স্টাডি।	সাতক্ষীরা সড়ক বিভাগ, সওজ অধিদপ্তর।	মডেল স্টাডির কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে আর্থিক প্রস্তাব নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ বিভাগ, সাতক্ষীরা এর নিকট দাখিল করা হয়েছে।
২	ভৌত মডেলের সাহায্যে নদী ভাঙন প্রতিরোধের জন্য কংক্রিট ব্লক ম্যাটের উপর গবেষণা।	বাপাউবো	কাজটি প্রক্রিয়াধীন
৩	ভৌত মডেলের সাহায্যে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন কুর্নিবাড়ী থেকে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙন প্রতিরোধ।	বাপাউবো	মডেল স্টাডির কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রস্তাব দাখিল করা হয়েছে।

২. জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর

জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তরের অধীনে ৩টি বিভাগ রয়েছে। এগুলো হচ্ছেঃ (১) সয়েল মেকানিক্স এন্ড গ্রাউন্ড ওয়াটার বিভাগঃ এই বিভাগের মাধ্যমে মাটির ভৌত এবং প্রকৌশলগত গুণাগুণ নির্ণয়কল্পে পরীক্ষার কাজ সম্পাদন করা হয়। (২) ম্যাটেরিয়াল টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগঃ এই বিভাগের মাধ্যমে বালি, সিমেন্ট ও নির্মাণ সামগ্রীর ভৌত এবং প্রকৌশলগত গুণাগুণ নির্ণয়কল্পে পরীক্ষার কাজ সম্পাদন করা হয়। (৩) সেডিমেন্ট, কেমিক্যাল এন্ড ওয়াটার পলুশান বিভাগঃ এই বিভাগের মাধ্যমে নদীর পলির পরিমাণ এবং ভৌত ও প্রকৌশলগত গুণাগুণ নির্ণয়সহ পানি, মাটি ও পলল এর রাসায়নিক বিশ্লেষণের কাজ সম্পাদন করা হয়।

জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ অন্যান্য সংস্থার জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণকল্পে পরিকল্পনা ও ডিজাইনের নিমিত্তে সংগৃহীত মৃত্তিকা, কংক্রিট ও নির্মাণ উপকরণ সামগ্রী, পলি এবং পানির নমুনা পরীক্ষা করে থাকে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্পের মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পরীক্ষা কাজের জন্য এ দপ্তর হতে প্রয়োজন অনুযায়ী অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান প্রেষণে স্থাপন করা হয়।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিবরণ

১. সয়েল মেকানিক্স এন্ড গ্রাউন্ড ওয়াটার বিভাগে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও অন্যান্য সংস্থা হতে সংগৃহীত ৪৪১২ টি মৃত্তিকা নমুনার প্রকৌশলগত গুণাগুণ পরীক্ষা করা হয় এবং যথারীতি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পরীক্ষিত নমুনার ফলাফলসহ প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।

২. ম্যাটেরিয়াল টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগে বাপাউবোসহ অন্যান্য সংস্থা হতে সংগৃহীত ১৮৭ টি নমুনা কংক্রীট ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষান্তে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।

৩. সেডিমেন্ট, কেমিক্যাল এন্ড ওয়াটার পলুউশন বিভাগে বাপাউবো ও অন্যান্য সংস্থা হতে সংগৃহীত ৬২৬ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। পলল রসায়ন ও পানি দূষণ বিভাগ পরীক্ষাগারে পরীক্ষা শেষে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে চাহিদা মোতাবেক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।

Triaxial Shear Test Apparatus: মাটির নমুনার Shearing strength বের করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

CBR Test Apparatus: মাটির নমুনার bearing capacity বের করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

Hach Spectrophotometer: For Chemical analysis of water, sediment and soil sample

Universal testing machine used for testing of MS rod, flat bar, concrete cylinder, block etc.

বর্তমানে জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা কাজ

নগই কর্তৃক দুই বছর মেয়াদী Assessment of river pollution around Dhaka and find out ways to alleviate pollution" শিরোনামে একটি গবেষণা কাজ ২০১৪-১৫ অর্থ বছর থেকে শুরু হয়েছে। এই গবেষণা কাজের আওতায় ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি মেরামত, নতুন মেশিন ক্রয়, স্টেশনারি, ল্যাব সরঞ্জামাদি ও রি-এজেন্ট ক্রয় করা হয়েছে এবং কিছু রি-এজেন্ট ও ল্যাব সরঞ্জামাদী ক্রয়ের প্রক্রিয়া চলছে । গবেষণা কাজের আওতাধীন বুড়িগঙ্গা ও বংশী নদীর সাইট পরিদর্শন, ২৫ টি সাইট নির্ধারণ এবং পানি, নদীর তীরবর্তী মাটি ও ফসলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া ২৫ টি সাইটে পানির ভৌত-রাসায়নিক In-situ test সম্পন্ন করা হয়েছে। ল্যাবরেটরীতে নমুনা সমুহ পরীক্ষার জন্য Preparation সম্পন্ন হয়েছে এবং Laboratory test চলছে। গত ১৬/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে উক্ত গবেষণা কাজের অগ্রগতির উপর গণ্যমান্য ও বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতিতে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

Water sample collection and in-situ test at Sadar Ghat of Buriganga river during field visit in Dhaka

Seminar on "Assessment of river pollution around Dhaka and find out ways to alleviate pollution" held at RRI on 16/06/2015

প্রশাসন ও অর্থ পরিদপ্তর

এই পরিদপ্তরের অধীনে ছয়টি শাখা রয়েছে। যথা- লাইব্রেরি, জনসংযোগ ও ফটোগ্রাফি, সম্পত্তি, ভান্ডার, সংস্থাপন এবং নিরীক্ষা ও হিসাব। এই দপ্তরের মাধ্যমে ইনস্টিটিউট এর প্রশাসন, হিসাব ও নিরীক্ষা, গণসংযোগ, সম্পত্তি, জনশক্তি ও মানব সম্পদ উন্নয়নের কাজ করা হয়।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরের প্রাপ্তি ও ব্যয়ের হিসাব (লক্ষ টাকায়)

প্রাপ্তি		ব্যয়	
বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
সরকারি অনুদান	৮৪০.০০	সংস্থাপনঃ ○ কর্মকর্তাদের বেতন ১১৪.৬২ ○ কর্মচারীদের বেতন ১৮৬.৩৬ ○ ভাতাদি ৩১৪.৭২ ○ সরবরাহ ও সেবা ১৪৮.০২ ○ মেরামত ও সংরক্ষণ ৩০.৭৫ ○ মূলধন ব্যয় ৪০.৮০	৮৩৫.২৭
মডেল স্ট্যাডি বাবদ	৩৪.৪৩	মডেল স্ট্যাডি বাবদ	২৮.৫০
মৃত্তিকা নমুনা পরীক্ষার ফি	৮২.৪৯	মৃত্তিকা নমুনা পরীক্ষা	৩৯.০৩
অন্যান্য	১০.৯৮	অব্যয়িত টাকা ফেরৎ	৪.৭৩
	৯৬৭.৯০	উদ্বৃত্ত (+)	৬০.৩৭
			৯৬৭.৯০

বার্ষিক কার্যসম্পাদন চুক্তি(এপিএ)

বিগত ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সংস্থাসমূহের কর্মধারা আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের বার্ষিক কার্যসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তাছাড়া অধীনস্থ সংস্থাসমূহের সাথেও পাসম এর এপিএ স্বাক্ষরিত হয়।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে নগই এর সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী নগই এর কর্মকান্ডের বিবরণ নিম্নে ছক আকারে দেয়া হলো।

ক্রমিক নং	কর্মকান্ডের বিবরণ	পাসম এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত অগ্রগতি	মন্তব্য
১।	নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা	৫৫০০	৫২২৫	
২।	গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সংখ্যা	০২	০২	
৩।	ভৌত মডেলের মাধ্যমে দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সংখ্যা	০৩	০১	
৪।	স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্যদের পরামর্শ প্রদান	০৫	০৬	
৫।	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা	০২	০১	
৬।	রিপোর্ট, জার্নাল এবং সাময়িকী প্রকাশ	৬০	৭০	
৭।	গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা	০২	০২	

নগই'র সুবিধাদি

১. **উন্মুক্ত মডেল এলাকাঃ** নয়টি কম্পার্টমেন্টের সমন্বয়ে উন্মুক্ত মডেল এলাকা গঠিত। নয়টির মধ্যে তিনটির সাইজ ১২৫ মিটার x ৪০ মিটার এবং বাকি ছয়টির সাইজ ৬০ মিটার x ৪০ মিটার। প্রতিটি কম্পার্টমেন্ট ক্যানেল নেটওর্য়াকের সাথে সংযুক্ত এবং পাম্পিং স্টেশনের মাধ্যমে ক্যানেল নেটওর্য়াকে পানি সরবরাহ করা হয়। পাম্পিং স্টেশনে স্থাপিত পাম্পের ও ক্যানেলের সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতা ৬০০ লিটার/সেকেন্ড।

২. **ইনডোর মডেল এলাকাঃ** দীর্ঘমেয়াদি গবেষণার জন্য দুটি মডেল শেড রয়েছে, যার প্রতিটির সাইজ ১০০ মিটার x ৩০ মিটার। শেড দুটির একটিতে ওয়েব বেসিন, টিলটিং ফ্লুম রয়েছে।

৩. **ল্যাবরেটরিঃ** জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, কনক্রিট, সেডিমেন্ট টেকনোলজি, হাইড্র এন্ড জিও-কেমিস্ট্রি ফিল্ডে গবেষণাসহ পরীক্ষা নিরীক্ষা কাজের জন্য তিনটি ও আধুনিক ল্যাবরেটরি রয়েছে, যার ফ্লোর এরিয়া ২০০০ বর্গ মিটার এবং বিভিন্ন সাইজের ও মাপের প্রায় ৯১টি যন্ত্রপাতি রয়েছে। এ ছাড়া গাণিতিক মডেল সম্পাদনের জন্য একটি Sophisticated ল্যাবরেটরীও রয়েছে।

৪. **রেস্ট হাউসঃ** নগইতে উন্নত সুযোগ সুবিধা সম্বলিত দুটি VIP কক্ষ ও ৮টি AC কক্ষ বিশিষ্ট একটি আধুনিক রেস্ট হাউস রয়েছে।

৫. **অডিটরিয়াম/কনফারেন্স রুমঃ** নগইতে ৩০০ জন লোক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত অডিটরিয়াম আছে। এ ছাড়া ৬০ জন ও ৩০ জন লোক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন দুটি কনফারেন্স রুমও আছে।

৬. জেনারেটরঃ নগই REB এর পাওয়ার সাপ্লাই এর সাথে সংযুক্ত। এর অতিরিক্ত নগইতে দুাট পাওয়ার জেনারেটর আছে। নগইতে REB এর পাওয়ার সাপ্লাই না থাকলে ইহা নিরবছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করে।

নগই'র প্রকাশনা

প্রতি বছর একটি করে টেকনিক্যাল জার্নাল প্রকাশিত হয়। যা একটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিজ্ঞান গবেষণা পেপার, যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ISSN 1606-9277 এ ছাড়াও নগইর কার্যক্রমের উপর প্রতি বছর Annual Report এবং মাঝে মাঝে News Letter প্রকাশিত হয়।

যৌথ নদী কমিশন

বাংলাদেশ

www.jrcb.gov.bd

পঞ্চম অধ্যায়

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ

ভূমিকা

আবহমানকাল ধরে নদীমাতৃক বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা আবর্তিত হচ্ছে পানিকে ঘিরে। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রায় ৪০৫টি নদী প্রবাহিত হচ্ছে। এ নদীগুলোর মধ্যে ৫৭টি হচ্ছে আন্তঃসীমান্ত নদী। ৫৭টি আন্তঃসীমান্ত নদীর মধ্যে ৫৪টি নদী ভারত হতে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং ৩টি এসেছে মায়ানমার থেকে। ৫৪টির মধ্যে ৫১টি নদী বস্তুতঃপক্ষে তিনটি বৃহৎ নদী গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনার অববাহিকাভুক্ত। এ তিনটি নদীর অববাহিকার মোট আয়তন ১.৭২ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার, যার মাত্র ৭ শতাংশ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত। বর্ষা মৌসুমে পানির অতি আধিক্য এবং শুকনো মৌসুমে পানির নিদারুণ দুষ্প্রাপ্যতা আমাদের দেশের পানি সম্পদ ক্ষেত্রে এক রূঢ় বাস্তবতা। পানি সম্পদ সংক্রান্ত সকল পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন বহুলাংশে নির্ভর করে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অভিন্ন ৫৪টি আন্তঃসীমান্ত নদীর পানির যথাযথ বণ্টন ও ব্যবস্থাপনার উপর।

গঠন ও জনবল

১৯৭২ সালের মার্চ মাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে যৌথ ঘোষণার মাধ্যমে দু'দেশের বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে অভিন্ন নদীর ব্যাপক জরিপ কার্যক্রম পরিচালন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য স্থায়ী ভিত্তিতে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন গঠিত হয়। এছাড়া বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণের বিস্তারিত প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রধান প্রধান নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের উপর সমীক্ষা পরিচালন, উভয় দেশের জনগণের পারস্পরিক সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে এতদাঞ্চলের পানি সম্পদের ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার এবং বাংলাদেশের সাথে ভারত সংলগ্ন এলাকায় পাওয়ার গ্রীড সংযোজনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য দু'দেশের বিশেষজ্ঞদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের স্ট্যাটিউট (Statute) স্বাক্ষরিত হয়।

স্ট্যাটিউটে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন বিশেষভাবে নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পাদন করবে বলে উল্লেখ রয়েছেঃ

১. অংশগ্রহণকারী দু'দেশের মধ্যে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে সর্বাধিক যৌথ ফলপ্রসূ প্রচেষ্টার মাধ্যমে অভিন্ন নদীসমূহ থেকে সর্বোচ্চ সুফল প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;

২. বন্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজ উদ্ভাবন ও যৌথ প্রকল্প বাস্তবায়নের সুপারিশকরণ;

৩. আগাম বন্যা সতর্কীকরণ, বন্যা পূর্বাভাস ও ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রস্তাব প্রণয়ন;

৪. দু'দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের সমীক্ষা পরিচালন যাতে করে উভয় দেশের জনসাধারণের পারস্পারিক সুফল আনয়নে আঞ্চলিক পানি সম্পদ সমতার ভিত্তিতে ব্যবহার করা যায়;

৫. উভয় দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ সমস্যার উপর সমন্বিত গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রকল্প প্রণয়ন।

আন্তঃসীমান্ত নদীসমূহের পানি সম্পদের উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও বণ্টন বিষয়ে ভারত ছাড়াও একই অববাহিকাভুক্ত অন্যান্য দেশ যথাঃ চীন ও নেপালের সঙ্গে যৌথ নদী কমিশনের আনুষ্ঠানিক সমঝোতা রয়েছে এবং বিভিন্ন দেশের সাথে যৌথ নদী কমিশন এর আনুষ্ঠানিক প্রতিপক্ষ কাঠামো বিদ্যমান আছে। এ লক্ষ্যে সরকার ৪৮ জনবল বিশিষ্ট যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ গঠন করেছে। সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর জনবলের বিবরণ (জুন, ২০১৫ অনুযায়ী)

শ্রেণী	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
প্রথম শ্রেণী	১৪	৯	৫
দ্বিতীয় শ্রেণী	২	১	১
তৃতীয় শ্রেণী	২১	৯	১২
চতুর্থ শ্রেণী	১১	৭	৪
মোট	৪৮	২৬	২২

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর সাংগঠনিক কাঠামো

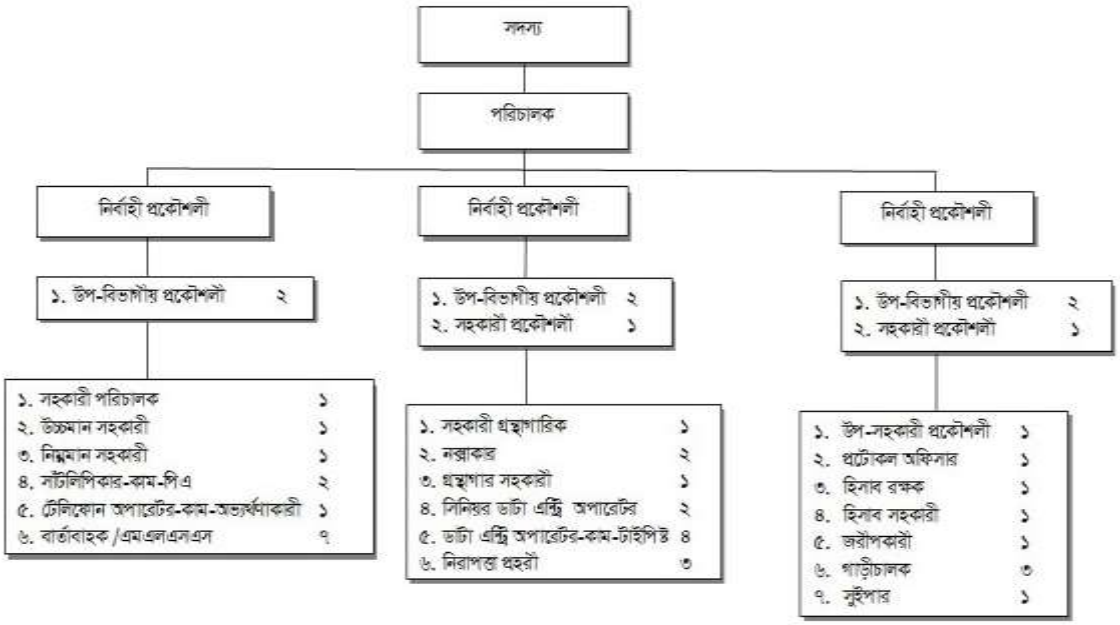

যৌথ নদী কমিশন গঠনের পর থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আন্তঃসীমান্ত নদীর পানি বণ্টন, বন্যা পূর্বাভাস, আন্তঃসীমান্ত নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার জন্য কমিশনের মোট ৩৭টি সভা পর্যায়ক্রমে ঢাকায় ও নতুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিশনের সর্বশেষ (৩৭তম) বৈঠক বিগত মার্চ, ২০১০ মাসে নতুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কার্যাবলী

১. আন্তঃসীমান্ত নদীর পানি বণ্টন, যৌথ ব্যবস্থাপনা, বন্যা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত বিনিময়, ভারতীয় এলাকায় প্রবাহ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম এবং সীমান্তবর্তী এলাকার বাঁধ ও নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনার লক্ষ্যে ভারতের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠান ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

২. ১৯৯৬ সালের গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির আওতায় প্রতি বছর ১লা জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত সময়কালে ভারতের ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর যৌথ প্রবাহ পর্যবেক্ষণ ও পানি বণ্টন এবং বাংলাদেশের হার্ডিঞ্জ সেতুর নিকট যৌথ প্রবাহ পর্যবেক্ষণ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম তত্ত্বাবধান;

৩. আন্তঃসীমান্ত নদী অববাহিকায় যৌথভাবে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি প্রশমন, পানি সম্পদের আহরণ ও উন্নয়ন, নেপালে প্রবাহ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম এবং গবেষণা ও কারিগরী সংক্রান্ত বিষয়ে নেপালের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠান ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

৪. পানি সম্পদ ক্ষেত্রে সহযোগিতা, আন্তঃসীমান্ত নদী অববাহিকায় চীন কর্তৃক প্রবাহ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম, ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় বন্যা পূর্বাভাসের তথ্য-উপাত্ত বিনিময় ও সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ে আলোচনার জন্য চীনের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠান ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং

৫. যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ নিম্নলিখিত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের বাংলাদেশের সচিবালয়/ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে:

- আন্তর্জাতিক সেচ ও নিষ্কাশন কমিশন (ICID) এর বাংলাদেশ সচিবালয়;
- ইন্টার-ইসলামিক নেটওয়ার্ক ফর ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট (INWRDAM) এর জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট ও
- পানি সম্পদ সম্পর্কিত ওআইসি (OIC) এর জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সম্পাদিত কর্মকান্ডের বিবরণ

গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি

ভারত সত্তর দশকের প্রথম দিকে কোলকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষাকল্পে গঙ্গার পানি প্রত্যাহারের লক্ষ্যে ফারাক্কা নামক স্থানে একটি ব্যারেজ নির্মাণ করে। এ প্রেক্ষিতে ফিডার ক্যানেল চালুর জন্য ১৯৭৫ সালের ২১ এপ্রিল থেকে ৩১ মে (৪১ দিন) সময়কালে বিভিন্ন ১০ দিনে ফারাক্কা পয়েন্ট থেকে ১১০০০ হতে ১৬০০০ কিউসেক পানি ভাগিরথী-হুগলী নদী দিয়ে প্রত্যাহারের নিমিত্ত ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ১৯৭৫ সালের ১৮ এপ্রিল একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীকালে দু'দেশের মধ্যে কোন সমঝোতা না হওয়ায় ১৯৭৬ সালের শুকনো মৌসুম থেকে ভারত একতরফাভাবে ফারাক্কায় পানি প্রত্যাহার শুরু করে। ফলে ভারতের সাথে গঙ্গা নদীর পানি বণ্টনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

এরই প্রেক্ষিতে বিস্তারিত আলোচনার পর ৫ নভেম্বর, ১৯৭৭ সালে ভারতের সাথে শুকনো মৌসুমে (০১ জানুয়ারি - ৩১ মে) ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন বিষয়ে পাঁচ বছরের স্বল্প মেয়াদি একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির মেয়াদান্তে ১৯৮২ ও ১৯৮৫ সালে গঙ্গার পানি বণ্টন বিষয়ে দু'টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৮৯ হতে ১৯৯৬ সালে শুকনো মৌসুম পর্যন্ত গঙ্গার পানি বণ্টন বিষয়ে কোন চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক ছিল না।

১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও ফলপ্রসূ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার মাত্র ৬ মাসের মধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের মধ্যে ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর শুকনো মৌসুমের (১ জানুয়ারি- ৩১ মে) পানি বণ্টনের লক্ষ্যে ত্রিশ বছর মেয়াদি একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী ১৯৯৭ হতে প্রতিবছর শুকনো মৌসুমে ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত সময়কালে ফারাক্কায় লব্ধ গঙ্গার পানি দু'দেশ বণ্টন করছে। ২০১৫ সালের শুকনো মৌসুমেও (১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে) চুক্তি অনুযায়ী ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন করা হয়েছে।

গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমিটি কর্তৃক ২০১৫ সালের শুকনো মৌসুমে ফারাক্কায় যৌথ প্রবাহ পরিমাপের সাইট পরিদর্শন ও ৫৯তম সভা জানুয়ারি, ২০১৫ মাসে কোলকাতায় এবং হার্ডিঞ্জ সেতুর নিকট যৌথ প্রবাহ পরিমাপের সাইট পরিদর্শন ও ৬০তম সভা এপ্রিল, ২০১৫ মাসে পাবনার পাকশীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিগত ২১ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমিটির প্রতিনিধিদল কর্তৃক ভারতের ফারাক্কা ব্যারেজের ভাটিতে গঙ্গা নদীর প্রবাহ পরিমাপ সাইট পরিদর্শন।

বিগত ০৮ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে পাকশীতে অনুষ্ঠিত ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমিটির ৬০তম বৈঠক শেষে ভারতের যৌথ নদী কমিশনের সদস্য জনাব এন. কে. মাথুর এর সাথে বৈঠকের সম্মত কার্যবিবরণী বিনিময় করছেন বাংলাদেশের যৌথ নদী কমিশনের সদস্য জনাব মীর সাজ্জাদ হোসেন।

তিস্তা নদীর পানি বণ্টন

গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির অনুচ্ছেদ ৯ এর আলোকে তিস্তা নদীর পানি বণ্টনকে অগ্রাধিকার প্রদান করে তিস্তা, ধরলা, দুধকুমার, মনু, মুহুরী, খোয়াই ও গোমতী নদীর পানি দু'দেশের মধ্যে বণ্টনের জন্য স্থায়ী/দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩২তম সভায় দু'দেশের পানি সম্পদ সচিবদ্বয়ের নেতৃত্বে যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়।

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর তিস্তাকে অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক অন্যান্য অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে, ইতোমধ্যেই তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তির ফ্রেমওয়ার্ক চূড়ান্ত করা হয়েছে।

গত সেপ্টেম্বর, ২০১১ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর কালে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে দু'দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ন্যায়ানুগতা ও সমতার ভিত্তিতে তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনে নীতি ও পদ্ধতি প্রণয়নের অগ্রগতিকে স্বাগত জানিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় দু'দেশের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অতিশীঘ্র চুক্তিটি সম্পাদনে কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করেন।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর কালে প্রকাশিত যৌথ ঘোষণায় উল্লেখ রয়েছে যে, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ২০১১ সালে দু'দেশের মধ্যে সম্মত রূপরেখা অনুযায়ী অনতিবিলম্বে তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের অনুরোধ জানান। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে অবহিত করেন যে, যথাশীঘ্র তিস্তা ও ফেণী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলোচনা চলছে।

বর্তমানে দু'দেশের মধ্যে তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ফেণী, মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বণ্টন

বাংলাদেশ ও ভারতের পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ে ১৯৯৭ সালে গঠিত যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটির বৈঠকসহ বিভিন্ন বৈঠকে উপরোক্ত নদীসমূহের পানি বণ্টন বিষয়ে আলোচনা হয়।

গত ১০ জানুয়ারি, ২০১১ তারিখে ঢাকায় দু'দেশের পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠকে শুকনো মৌসুমে ফেণী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে চুক্তির একটি Framework চূড়ান্ত করা হয়েছে।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর কালে প্রকাশিত যৌথ ঘোষণায় উল্লেখ রয়েছে যে, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ২০১১ সালে দু'দেশের মধ্যে সম্মত রূপরেখা অনুযায়ী

অনতিবিলম্বে তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের অনুরোধ জানান। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে অবহিত করেন যে, যথাশীঘ্র তিস্তা ও ফেণী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলোচনা চলছে। বর্তমানে দু'দেশের মধ্যে ফেণী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গত ১০ জানুয়ারি, ২০১১ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সচিব পর্যায়ের বৈঠকে মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর স্থায়ী/দীর্ঘমেয়াদী পানি বণ্টনের বিষয়ে আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর দু'দেশের সদস্য, যৌথ নদী কমিশনকে পরবর্তী কারিগরী পর্যায়ের বৈঠকে উভয় দেশের প্রস্তাব আলোচনাপূর্বক সচিব পর্যায়ের পরবর্তী বৈঠকে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

গত জানুয়ারি, ২০১২ মাসে ঢাকায় ও ফেব্রুয়ারি, ২০১২ মাসে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত কারিগরী পর্যায়ের বৈঠকে উপরোক্ত নদীসমূহের অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তির Framework প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় প্যারামিটারের বিষয়ে আলোচনা হয়। ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ মাসে কোলকাতায়, মার্চ ২০১৪ মাসে ঢাকায় এবং জানুয়ারি, ২০১৫ মাসে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত কারিগরী পর্যায়ের বৈঠকসমূহে উপরোক্ত নদীসমূহের পানি বণ্টন চুক্তির Framework প্রণয়নে সহযোগিতা করার জন্য কিছু তথ্য-উপাত্ত বিনিময় করা হয়েছে।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বণ্টনের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যৌথ নদী কমিশনের কারিগরী পর্যায়ের বৈঠকে আলোচনা অব্যাহত আছে মর্মে দুই প্রধানমন্ত্রী অবগত হন এবং দ্রুত এ সকল নদীর পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দু'দেশের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ প্রদান করেন। পানি বণ্টন চুক্তির Framework প্রস্তুতের কাজ চলমান আছে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতা

ভারত থেকে আন্তঃসীমান্ত নদীর বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত প্রেরণের বিষয়ে ১৯৭২ সাল থেকে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে। বর্ষা মৌসুমে ভারত ১৫ মে-১৫ অক্টোবর সময়কালে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকার বিভিন্ন নদীর বন্যা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত বাংলাদেশকে প্রেরণ করে। এছাড়া ভারত কয়েকটি খরস্রোতা নদীর উপাত্ত ১ এপ্রিল থেকে সরবরাহ করে। উক্ত ব্যবস্থার আওতায় ভারত থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন স্টেশনের বন্যা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে সর্বোচ্চ ১২০ ঘণ্টার বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করছে। বাংলাদেশ বর্তমানে ভারত থেকে বিভিন্ন নদীর বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বিরতিহীনভাবে পাচ্ছে যা বাংলাদেশে ফলপ্রসূ বন্যা পূর্বাভাস প্রদানে সহায়তা করছে। এর ফলে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে। জানমালের ক্ষয়ক্ষতি আরো হ্রাসের নিমিত্ত বন্যা পূর্বাভাসের সময় বৃদ্ধিকল্পে ভারতে অবস্থিত বিভিন্ন নদীর আরো উজানের স্টেশনের তথ্য-উপাত্তের জন্য আলোচনা অব্যাহত আছে।

ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত টিপাইমুখ ড্যাম প্রকল্প

বাংলাদেশে প্রবাহিত সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর উজানের স্রোতধারা ভারতে বরাক নদী হিসেবে পরিচিত। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের অমলশীদ নামক স্থান হতে প্রায় ২১০ কিলোমিটার উজানে ভারত বরাক নদীতে টিপাইমুখ নামক স্থানে ড্যাম নির্মাণ করে বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলে জানা যায়।

উল্লেখ্য, ভারত ২০০৯ সালের মে মাসে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জানায় যে, টিপাইমুখ ড্যাম প্রকল্পে কোন সেচ কম্পোনেন্ট নেই এবং বরাক নদী হতে কোনো পানি প্রত্যাহার করা হবে না। এ ছাড়া অদ্যাবধি উক্ত প্রকল্পের কাজ শুরু হয়নি বলেও ভারত সরকার জানিয়েছে।

জাতীয় সংসদের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতির নেতৃত্বে একটি বাংলাদেশ সংসদীয় প্রতিনিধিদল গত ২৯ জুলাই হতে ০৪ আগস্ট, ২০০৯ সময় পর্যন্ত ভারতের প্রস্তাবিত টিপাইমুখ বহুমুখী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে ভারতের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও বিদ্যুৎ মন্ত্রীর সাথে প্রতিনিধিদল পৃথকভাবে আলোচনায় মিলিত হন। আলোচনাকালে ভারতের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী পুনঃ নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, উক্ত প্রকল্পের আওতায় কোন সেচ কম্পোনেন্ট নেই এবং ড্যামের ভাটিতে ফুলেরতল বা অন্য কোনো স্থানে ব্যারেজ বা অন্য কোনো পানি প্রত্যাহারমূলক অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে না। পরিদর্শন শেষে প্রতিনিধিদল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট এবং জাতীয় সংসদে এতদ্‌সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করে।

জানুয়ারি, ২০১০ মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুনঃ আশ্বাস প্রদান করেছেন যে, ভারত কর্তৃক টিপাইমুখ প্রকল্পে এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না যাতে বাংলাদেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

মার্চ, ২০১০ মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩৭তম বৈঠকে ভারতীয় পক্ষ পুনরায় উল্লেখ করে যে, প্রস্তাবিত টিপাইমুখ ড্যাম জল বিদ্যুৎ তৈরি ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পানি প্রত্যাহারের জন্য নয়। বরং শুকনো মৌসুমে এর মাধ্যমে বরাক/মেঘনা নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়া ভারত পুনঃ আশ্বাস প্রদান করে যে, ভারত কর্তৃক টিপাইমুখ প্রকল্পে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবেনা যাতে বাংলাদেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

সেপ্টেম্বর, ২০১১ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরকালে পুনঃ আশ্বাস প্রদান করেছেন যে, ভারত কর্তৃক টিপাইমুখ প্রকল্পে এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না যাতে বাংলাদেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে।

সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে সফল আলোচনার ফলশ্রুতিতে, ভারতের পরিকল্পিত টিপাইমুখ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বিষয়ে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের অধীনস্থ সাব গ্রুপের আওতায় সমীক্ষা পরিচালিত হচ্ছে। ভারত কর্তৃক সরবরাহকৃত সীমিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে অদ্যাবধি Mathematical Modelling ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে Impact Assessment এর বিষয়ে ২য় Interim Report প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া Mathematical Modelling এর Draft Final Report প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ভারত হতে প্রয়োজনীয় আরো তথ্য উপাত্ত প্রাপ্ত হলে তা ব্যবহার করে Mathematical Model এর নির্ভরযোগ্য ফলাফল পাওয়া যাবে।উল্লেখ্য, ভারত সাব গ্রুপের ৩য় বৈঠকে (জানুয়ারি, ২০১৫) প্রকল্পের আঙ্গিক পরিবর্তন হবে মর্মে অবহিত করেছে এবং পরিবর্তিত তথ্য উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহ করবে মর্মেও জানিয়েছে।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরকালে উল্লেখ করেন যে, সংবিধিবদ্ধ প্রয়োজনে টিপাইমুখ প্রকল্পের কাজ বর্তমান আঙ্গিকে এখন এগিয়ে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না এবং এ বিষয়ে ভারত এককভাবে এমন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না যাতে বাংলাদেশে বিরূপ প্রভাব পরে মর্মে অবহিত করেছেন।

ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প

ভারত ৩৭টি নদীর ৩০টি সংযোগের মাধ্যমে আন্তঃবেসিন পানি স্থানান্তরের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলে জানা যায়।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের বৈঠক ও আলোচনায় ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের আওতায় হিমালয় নির্ভর নদী হতে পানি স্থানান্তর করা হলে বাংলাদেশে বিরূপ প্রভাব পড়বে মর্মে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং ভারত যেন হিমালয় নিভর নদী হতে পানি স্থানান্তর না করে সেজন্য বাংলাদেশের পক্ষ হতে ভারতকে অনুরোধ জানানো হয়।

গত মার্চ, ২০১০ মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩৭তম বৈঠকে ভারতীয় পক্ষ পূর্বের ন্যায় ব্যক্ত করে যে, ভারত একক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নদী আন্তঃসংযোগ প্রকল্পের আওতায় হিমালয় নির্ভর নদীর পানি প্রত্যাহার করবে না যা বাংলাদেশের জন্য ক্ষতির কারণ হয়।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরকালে পুনঃ ব্যক্ত করেন যে, তারা আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের আওতায় হিমালয় হতে উৎসরিত নদীর পানি স্থানান্তরের বিষয়ে কোনো একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না যা বাংলাদেশকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে।

বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার বিষয়ে সহযোগিতা

১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালের দুটি প্রলয়ংকরী বন্যার পর দু'দেশের শীর্ষ পর্যায়ের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ-নেপাল যৌথ স্টাডি টিম বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রণয়নপূর্বক নিজ নিজ সরকারের নিকট পেশ করে যা দু'দেশের সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। উক্ত রিপোর্টের সুপারিশের ভিত্তিতে নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়। বিগত ডিসেম্বর, ২০০১ সনে অনুষ্ঠিত নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটির দ্বিতীয় সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, নেপালী পক্ষ নেপালে অবস্থিত নদীসমূহের বন্যা সংক্রান্ত উপাত্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রে প্রেরণ করবে। এখানে উল্লেখ্য যে, নেপাল ২০০২ সালের বর্ষা মৌসুম হতে তাদের কোসি ও নারায়ণি নদীর পানির লেভেল ও বৃষ্টিপাত সংক্রান্ত উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহ করে আসছে।

উল্লেখ্য, দু'দেশের মধ্যে পানি সম্পদের আহরণ এবং বন্যা ও বন্যার ক্ষয়ক্ষতির প্রকোপ প্রশমনে যৌথ অনুসন্ধান, গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে উভয় দেশ কর্তৃক বিভিন্ন বিভাগসমূহ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি নেপাল-

বাংলাদেশ যৌথ কারিগরি সমীক্ষা দল (JTST) গঠিত হয়েছে। উপরোক্ত সমীক্ষা পরিচালনার নিমিত্ত নেপালের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের বিষয়ে সহযোগিতা

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদ ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে একটি সমঝোতা বিদ্যমান আছে। সমঝোতা অনুযায়ী উভয় পক্ষ পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত নীতিমালা এবং প্রবিধান, গবেষণা এবং উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সহায়তা করতে সম্মত হয় যার উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপঃ

- আন্তর্জাতিক পানি ফোরামে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সমন্বয় সাধন;
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি ঘটিত দুর্যোগ হ্রাস, নদী শাসন, পানি সম্পদের ব্যবহার এবং উন্নয়ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা;
- ইয়ালুং জাংবো/ব্রহ্মপুত্র নদের বন্যা সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত বিনিময়ের মাধ্যমে বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি;
- সমতা এবং ন্যায়ানুগতার ভিত্তিতে অত্র অঞ্চলের সীমান্ত নদীসমূহের পানি সম্পদের ব্যবহার এবং সংরক্ষণ করা।

উল্লিখিত সমঝোতার আলোকে বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্র নদের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে চীন তার ভূ-খন্ডে অবস্থিত ইয়ালুং জাংবো/ব্রহ্মপুত্র নদের তিনটি স্টেশন যথা Nuxia, Nugesha ও Yangcun এর বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত জুন, ২০০৬ মাস থেকে বাংলাদেশকে Provisionally সরবরাহ করছে।

আনুষ্ঠানিকভাবে বন্যার তথ্য-উপাত্ত প্রেরণের নিমিত্ত সেপ্টেম্বর, ২০০৮ মাসে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে ৫ বছর মেয়াদী একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত সমঝোতা স্মারকটি জুন, ২০১৪ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দু'দেশের পানি সম্পদ সচিব/ভাইস মিনিস্টার পর্যায়ের বৈঠকে ৫ বছরের জন্য নবায়ন করা হয়। এ সমঝোতা স্মারকের আলোকে তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ সংক্রান্ত Implementation Plan গত মার্চ, ২০১৫ মাসে চীনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও চীনের সচিব/ভাইস-মিনিস্টার পর্যায়ের বৈঠকে স্বাক্ষরিত হয়েছে।

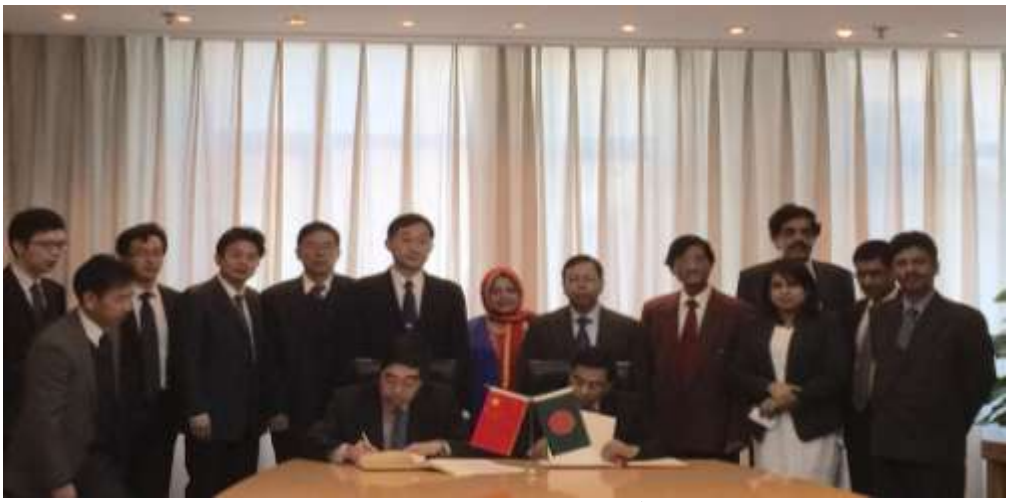

২৪ মার্চ ২০১৫ তারিখে বেইজিং এ পানি সম্পদ সচিব/ভাইস মিনিস্টার পর্যায়ের বৈঠককালে Implementation Plan স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।

চীনের সাথে বিদ্যমান সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে পানি সম্পদ ক্ষেত্রে পারস্পারিক সহযোগিতার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। গত বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশে আগাম বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে বন্যা সংক্রান্ত তথা উপাত্ত বাংলাদেশকে চীন সরবরাহ করেছে।

অববাহিকাভিত্তিক সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ ও ভারত হিমালয় হতে উৎপন্ন তিনটি আন্তর্জাতিক বৃহৎ নদী যথা-গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও বরাক/মেঘনার একই অববাহিকাভূক্ত দেশ। নদী তিনটির অন্যান্য অববাহিকাভূক্ত দেশ হচ্ছে- নেপাল, ভূটান ও চীন। এ অঞ্চলের কোটি কোটি

মানুষের জীবন ও জীবিকা আবর্তিত হচ্ছে পানিকে ঘিরে। বর্ষা মৌসুমে পানির অতি আধিক্য ও শুকনো মৌসুমে পানির নিদারুণ দুষ্প্রাপ্যতা এতদাঞ্চলের পানি সম্পদ ক্ষেত্রের একটি রূঢ় বাস্তবতা। এতদাঞ্চলের পানি সম্পদ ক্ষেত্রে পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করে অববাহিকাভিত্তিক সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর। বিষয়টি যথার্থতা উপলব্ধি করে গত সেপ্টেম্বর, ২০১১ সময়ে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে বাংলাদেশ ও ভারত সরকার একটি যুগান্তকারী Framework Agreement on Cooperation for Development স্বাক্ষর করেছে।

উক্ত Framework Agreement এর ২নং অনুচ্ছেদে বিধৃত আছে যে, অভিন্ন নদীর পানি বণ্টনের মাধ্যমে পারস্পরিক সুফল অর্জনের লক্ষ্যে উভয় দেশ অববাহিকাভিত্তিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সম্ভাবনা ক্ষতিয়ে দেখবে।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর কালে প্রকাশিত যৌথ ঘোষণায় উভয় প্রধানমন্ত্রী Framework Agreement এর ২নং অনুচ্ছেদের আলোকে যৌথ অববাহিকা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অভিন্ন নদীর পানি বণ্টনসহ সার্বিক পানি সম্পদ ইস্যু আলোচনা করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

অববাহিকাভিত্তিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর মধ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কার্যক্রমসমূহের লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কর্মকর্তাদের Water Resources Management, International Water Law, Water Diplomacy, Transboundary River Management ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক এর সহযোগিতায় বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, উচ্চতর শিক্ষা, কর্মশালা ও সেমিনারে অংশগ্রহণের কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতাসহ অন্যান্য কর্মসূচীর আওতায় যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কর্মকর্তাগণ বিদেশে নিম্নবর্ণিত উচ্চতর শিক্ষা, কর্মশালা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করেছেন।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদি

ক্রমিক সংখ্যা	সময়কাল	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২০১৪ - ২০১৫	৬	৪

এছাড়া, কমিশনের কর্মকর্তাগণ গত ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বিভিন্ন স্থানীয় প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করেছেন।

স্থানীয় প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদি

ক্রমিক সংখ্যা	সময়কাল	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২০১৪ - ২০১৫	৪	৪

অন্যান্য কার্যক্রম

এতদাঞ্চলের পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে নানাবিধ কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। এ ছাড়া কমিশন আইসিআইডি (ICID)-এর বাংলাদেশ জাতীয় কমিটির এবং ইনওয়ারড্যাম (INWRDAM) ও ওআইসি (OIC) এর জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিটি অব আইসিআইডি (BANCID) এর আয়োজনে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে এবং BWDB, IWM, CEGIS, BWP ও BARC এর সহযোগিতায় ২২ মার্চ ২০১৫ তারিখে বিশ্ব পানি দিবস উদযাপন করা হয়।

২০১৪ - ২০১৫ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

	২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বরাদ্দ (আয়)	জুন, ২০১৫ পর্যন্ত ব্যয়	মন্তব্য
অনুন্নয়ন বাজেট	৬৫৬.০০ লক্ষ টাকা	৪৩৭.০০ লক্ষ টাকা	ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত টিপাইমুখ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের আঙ্গিক পরিবর্তন হওয়ায় উক্ত সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি বিধায় গবেষণা খাতে টাকা-১৭৮.০০ লক্ষ মাত্র অবমুক্ত করা হয়নি। বাকী অবমুক্তকৃত অর্থের মধ্যে পরিকল্পনা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সভা অনুষ্ঠিত না হওয়ায় এবং বেতন ও ভাতাদিসহ অন্যান্য খরচ কম হওয়ায় অব্যয়িত টাকা-৪১.০৭ লক্ষ মাত্র সরকারী কোষাগারে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

www.bhwdb.gov.bd

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশের হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাংশের সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার ৬৯টি উপজেলা নিয়ে বৈচিত্র্যময় হাওর অঞ্চল গঠিত। এ অঞ্চলের ৩৭৩টি চিহ্নিত হাওরের আয়তন ৮.৫৮ লক্ষ হেক্টর। বর্ষাকালের শুরু থেকে বছরের ছয় মাসেরও অধিক সময় হাওর অঞ্চল পানিতে ডুবে থাকে। পানি কমতে শুরু করলে প্রচুর মাছ ধরা পরে এবং পলি বাহিত বিস্তীর্ণ এলাকা বিশেষত ধান ফসলে সবুজ শ্যামল শস্যে ভরে ওঠে। দেশের মোট উৎপাদিত ধানের ১৮ ভাগ এবং মৎস্য সম্পদের ২০ ভাগ হাওর থেকে আহরণ করা হয়। হাওর অঞ্চল খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ন ও উদ্ধৃত্ত যা দেশের খাদ্য ঘাটতি এলাকার মানুষের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। ছোট বড় বিভিন্ন ধরণের মাছ দেশের মানুষের আমিষের যোগান দিয়ে যাচ্ছে। দেশের অর্থনীতিতে হাওর অঞ্চল বিরাট ভূমিকা রাখলেও সার্বিক উন্নয়নের সূচকে এ অঞ্চল খুবই পিছিয়ে আছে। এ অঞ্চলের ২৮ ভাগ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে, দারিদ্রতা, নিরক্ষরতা, পশ্চাদপদতা তাদের নিত্যসঙ্গী।

জলাভূমি জীববৈচিত্রের উৎস। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অসংখ্য জলাভূমি তথা নদীনালা, খাল-বিল-ঝিল, বাঁওড় তথা জলাধার জীববৈচিত্রের প্রাণ। বিশেষ করে ফসলের জন্য সেচের পানির আধাঁর, জলজ প্রাণী যেমন বিভিন্ন প্রজাতির সুস্বাদু মাছ, বিভিন্ন ধরণের হাঁস, দেশীয় ও পরিযায়ী পাখির আবাসস্থল। বায়ুমন্ডলের অতিরিক্ত তাপকে নিয়ন্ত্রণ করে এ জলাভূমিগুলো। তবে দেশের জনসংখ্যার চাপ ও অন্যান্য মনুষ্য কারণে এ জলাভূমিগুলো দিন দিন ভরাট হয়ে সংকুচিত হচ্ছে। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর জলাভূমি রক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করছে।

১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান হাওর উন্নয়ন বোর্ড গঠনের নির্দেশ প্রদান করেন। পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী তৎকালীন সরকার কর্তৃক হাওর উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হলেও ১৯৮২ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর সামরিক সরকারের একটি আদেশে উক্ত বোর্ডের বিলুপ্ত ঘটে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক ইচ্ছায় ২০০০ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর মন্ত্রিপরিষদ সভার একটি রেজুলিউশনের মাধ্যমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন "বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড" একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে রূপ লাভ করে। তিনি বোর্ডকে আরও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে নির্দেশ দেন। ১৭ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে মন্ত্রিসভা বৈঠকে বোর্ডকে 'অধিদপ্তর' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে লক্ষ্যে ৪ জুন ২০১৫ তারিখের গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে **বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের** নব যাত্রা শুরু হয়।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যাবলী

ক) হাওর ও জলাভূমির সার্বিক ও সমন্বিত উন্নয়ন সাধনকল্পে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সমন্বয় ও সহযোগীতা প্রদান;

খ) হাওর ও জলাভূমির সার্বিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন;

গ) হাওর ও জলাভূমির উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় চাহিদার আলোকে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং প্রকল্পের আকার ও প্রকৃতি বিবেচনাপূর্বক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান অথবা অন্য কোন সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন;

ঘ) হাওর এলাকায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় এবং সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান; এবং

ঙ) এই প্রজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মপরিধি

হাওর এলাকায় বসবাসরত এলাকাবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের কর্মপরিধি নিম্নরূপঃ

(ক) হাওর এলাকার জন্য উপযোগী অধিক ফলনশীল এবং পরিবেশবান্ধব ধান ও অন্যান্য শস্য চাষ সম্প্রসারণ;

(খ) মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ;

(গ) হাঁস-মুরগী পালন এবং উন্নত জাতের গবাদি পশু পালনে উৎসাহীতকরণ;

(ঘ) হাওর ও জলাভূমির উপযোগী বনায়ন ও উহার সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) জলাবদ্ধতা সহনশীল ফসল ও ফলমূলের চাষাবাদ বৃদ্ধিকরণ;

(চ) পরিবেশের ভারসাম্য সংরক্ষনকল্পে হাওর ও জলাভূমি এলাকার গাছপালা, পশু পাখি, জলজ ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণ;

(ছ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সম্প্রসারণের উপযোগী ও সহায়ক ব্যবস্থা গ্রহণ;

(জ) হাওর ও জলাভূমি এলাকার উপযোগী যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে সহায়ক ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঝ) সেচকার্যে হাওর ও জলাভূমির পানির পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

(ঞ) বন্যায় ফসলের ক্ষতি রোধকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ট) বিভিন্ন পেশাজীবীদের সমবায় ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহ প্রদান;

(ঠ) অবকাঠামো উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রণয়ন ও উহার বাস্তবায়ন;

(ড) সংশ্লিষ্ট এলাকায় বসবাসরতদের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ; এবং

(ঢ) সংশ্লিষ্ট এলাকার জলাবদ্ধতা ও ঢেউজনিত ভূমিক্ষয় রোধকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপদেষ্টা পরিষদ

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপদেষ্টা পরিষদ নিম্নবর্ণিত সম্মানিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিতঃ

(১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী	চেয়ারপারসন
(২) মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৩) মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য ও কো-চেয়ারপারসন
(৪) মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৫) মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৬) মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৭) মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৮) মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৯) মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১০) মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১১) মাননীয় মন্ত্রী, বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১২) মাননীয় মন্ত্রী, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৩) সরকার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট হাওর এলাকার ৩ (তিন) জন মাননীয় সংসদ সদস্য	
ক) জনাব এম এ মান্নান মাননীয় সংসদ সদস্য, সুনামগঞ্জ-৩	সদস্য
খ) বেগম রেবেকা মমিন মাননীয় সংসদ সদস্য, নেত্রকোনা-৪	সদস্য
গ) জনাব শেখ হেলাল উদ্দীন মাননীয় সংসদ সদস্য, বাগের হাট-১	সদস্য
(১৪) সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন পানি সম্পদ বিশেষজ্ঞ;	
ক) ড. আইনুন নিশাত, অধ্যাপক এমিরিটাস, ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
খ) ড. উম্মে কুলসুম নভেরা, অধ্যাপক পানি সম্পদ প্রকৌশল বিভাগ, বুয়েট	সদস্য
(১৫) সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন মৎস্য বিশেষজ্ঞ;	

ক) ড. মোঃ সাইফুদ্দিন শাহ

অধ্যাপক, ফিসারিজ এন্ড মেরিন রিসোর্স টেকনোলজি ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সদস্য

খ) ড. মোঃ আবদুল ওয়াহাব, অধ্যাপক মৎস্য অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সদস্য

(১৬) সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন পরিবেশ বিশেষজ্ঞ;

ক) ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ, চেয়ারম্যান, স্কুল অব ইকোনোমিকস,

বাংলাদেশ ইকোনোমিক এসোসিয়েশন, ঢাকা। সদস্য

খ) ড. এ আতিক রহমান, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্সড স্ট্যাডিস সদস্য

(১৭) সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সদস্য-সচিব

অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো, সরঞ্জামাদি (টি ও এন্ড ই) ও নিয়োগবিধিমালা (কর্মকর্তা/কর্মচারী), ২০১৫ প্রণয়ন

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের অস্থায়ী রাজস্বখাতে ৩১টি পদ এবং ২৪টি পদ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগের জন্য সরকারের অনুমোদন রয়েছে। অনুমোদিত পদগুলো প্রতিবৎসর সরকার কর্তৃক সংরক্ষণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের জন্য ৩০১ জন জনবল সম্বলিত জনবল কাঠামো, খসড়া নিয়োগ বিধিমালা এবং টি ও এন্ড ই ও যানবাহনের চাহিদার প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, ১ (এক) জন যুগ্ম-সচিব পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), ১ (এক) জন উপসচিব পরিচালক (জলাভূমি), বিসিএস (সাধারন শিক্ষা) ও বিসিএস (ইকোনোমিক) ক্যাডার হতে ২ (দুই) জন কর্মকর্তা উপপরিচালক পদে প্রেষণে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া অস্থায়ীভাবে নিয়োগের মাধ্যমে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ২৯ জন কর্মচারী কর্মরত আছেন।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত

অর্থবছর	অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)		অর্থ বছরের জুন পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকা)		মন্তব্য
	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	৪৯,৮০১১৮/- অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।
২০১৪-২০১৫	১৯৪.৩৬	-	৪৯,৬০,৬৮২	-	

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

১। Classification of Wetlands of Bangladesh শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৬৪ জেলায় অবস্থিত সকল জলাভূমির শ্রেণীবিন্যাস, জলাভূমির মাটির প্রকৃতি জল ও স্থলের Fauna ও Flora চিহ্নিত করে তালিকাভূক্ত করণ প্রধান কাজ। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১.৮৪ কোটি টাকা। প্রকল্প মেয়াদ জুলাই ২০১৫-জুন, ২০১৬।

২। 'Model Validation on Hydro-Morphological process of the River System in the Subsiding Sylhet Haor Basin' শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের নদীর গতি প্রকৃতির মডেল যাচাই করা হবে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১.৯৪ কোটি টাকা। প্রকল্প মেয়াদ জুলাই ২০১৫-জুন, ২০১৭।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

১. বর্ণি বাঁওড় উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)ঃ 'বর্ণি বাঁওড়' দেশের দক্ষিণাঞ্চলের গোপালগঞ্জ জেলার সদর ও টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় অবস্থিত। যা মধুমতি নদীর একটি পরিত্যাক্ত/মৃত অংশ যার দৈর্ঘ ৯.০৫ কিমি.। উক্ত বাঁওড়ের গভীরতা আরও বৃদ্ধি এবং চারিপার্শ্বের রাস্তা উন্নয়ন এবং একে একটি দর্শনীয় ও চিত্তবিনোদনের উপযোগী স্থান হিসেবে গড়ে তুলতে এর ২য় পর্যায় প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। বাস্তবায়নকালঃ ২০১৫-২০১৭, প্রাক্কলিত ব্যয় ২১৪.৫৫ কোটি টাকা।

২. Study of Interaction between Haor and River Ecosystem including Development of Wetland Inventory and Wetland Management Framework. এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের সকল জলাভূমির একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করা হবে এবং জলাভূমির ব্যবস্থাপনার রূপরেখা তৈরী করা হবে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৪.৮০ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ২০১৫-২০১৭, পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৩. Impact Assessment of Structural Intervention in Haor Ecosystem and and Innovation for Solution. এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের হাওর অঞ্চলে যে সব ব্রীজ ,কালভার্ট ও স্লুইস গেট ইত্যাদি অবকাঠামো তৈয়ার করা হয়েছে পরিবেশের ওপর তার প্রভাব নিরূপন এবং সম্ভাব্য সমাধানের রূপরেখা উল্লেখ করা হবে। সমীক্ষা প্রকল্প প্রস্তাবটি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রাক্কলিত ব্যয় ৯.০৮ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ২০১৫-২০১৭।

৪. নদী খনন ও বসতি উন্নয়ন প্রকল্প ৫৪৫.২০ কোটি টাকা, ২০১৫-২০২০, বৈদেশিক অর্থ সহায়তা পাওয়ার লক্ষ্যে Preliminary DPP প্রস্তুত করা হচ্ছে। এ বিষয়ে United Nations Development Programme (UNDP) আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

৫. Central Western Wetland Management and Livelihood Improvement Project দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ০৭টি জেলায় (ফরিদপুর, শরিয়তপুর, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, রাজবাড়ী, মাগুরা, ঝিনাইদহ) এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৮,৫৬০.৮৬ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ২০১৫-২০২৩। এ প্রকল্পের যাচাই সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ডিপিপি পূর্নগঠন করে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৬. Study for Investigation and Expansion of Groundwater Irrigation in Habiganj, Maulvibazar, Sunamganj, Netrokona, Kishorganj and Sylhet Districts. এ প্রকল্পের মাধ্যমে হাওর অঞ্চলের ০৬টি জেলার হাওর এলাকার ভূ-গর্ভস্থ পানির বর্তমান অবস্থা নিরূপন এবং গাণিতিক মডেল প্রস্তুতকরা হবে। প্রস্তাবিত কর্মসূচীর বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৮। প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪.৯৩ টাকা। প্রস্তাবটি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন।

৭. Introduction of Sustainable Water Supply and Sanitation System in Haor Area. প্রস্তাবিত কর্মসূচীর বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৫- জুন-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয় ২২০০০.০০ লক্ষ টাকা। ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

৮. LiDAR Survey এর মাধ্যমে গোপালগঞ্জ ও মাদারীপুর জেলায় অবস্থিত জলাভূমিসমূহের তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ কর্মসূচী। বাস্তবায়নকাল ২০১৪-২০১৬ এবং এর প্রাক্কলিত ব্যয় ৯.৯৫৭০ কোটি টাকা। প্রকল্পটি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

৯. LiDAR Survey এর মাধ্যমে কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা ও সুনামগঞ্জ জেলায় অবস্থিত জলাভূমিসমূহের তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ কর্মসূচী। বাস্তবায়নকাল ২০১৪-২০১৬ এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৯.৯৮১০ কোটি টাকা। প্রকল্পটি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

১০. LiDAR Survey এর মাধ্যমে সিরাজগঞ্জ ও পাবনা জেলায় অবস্থিত জলাভূমিসমূহের তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ কর্মসূচী। বাস্তবায়নকাল ২০১৪-২০১৬ এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৯.৭৫২০কোটি টাকা। প্রকল্পটি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

১১. Development of Spatial Data Infrastructure for Planning and Management. বাস্তবায়নকাল ২০১৪-২০১৬ এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৯.৯৮৯৩ কোটি টাকা। প্রকল্পটি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

১২. হবিগঞ্জ জেলার আজমিরীগঞ্জ উপজেলার বন্যার ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকল্পে শিবপাশা সবুজগঞ্জ বাজার থেকে আজমিরীগঞ্জ কিমি ০০.০০ থেকে কিমি. ৫.৬ পর্যন্ত ডুবন্ত সড়ক উন্নয়ন কর্মসূচী। প্রস্তাবিত রাস্তাটি পাকা করা হলে আকস্মিক বন্যা থেকে ফসল রক্ষা পাবে এবং উপজেলার সাথে জেলা সদরের সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ঃ ২০১৪-২০১৬, প্রাক্কলিত ব্যয় ৫২৮.৮৯ লক্ষ টাকা। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির (বিএমসি) সুপারিশ মোতাবেক সংশোধন করে কর্মসূচীটি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

১৩. কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলার বন্যার ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকল্পে ইটনা-ধনপুর মি. ০০.০০- মি. ৯৯৭০ পর্যন্ত রাস্তা তৈরী ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী, প্রাক্কলিত ব্যয় ১০.০ কোটি, বাস্তবায়নকাল ২০১৫-২০১৬, কর্মসূচিটি অনুমোদনের জন্য অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

"হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা" বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা এ ৭টি জেলার ২.০ কোটি জনগণের উন্নয়ন চাহিদার ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে। এ অঞ্চলের সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে সমভাবে সমন্বিত টেকসই উন্নয়নের লক্ষে ১৭টি উন্নয়ন ক্ষেত্রে ১৫৪টি প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের ১৬টি মন্ত্রণালয়ের ৩৮টি সরকারী এজেন্সী/বিভাগ উক্ত মহাপরিকল্পনায় বর্ণিত প্রকল্পগুলো স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করবে। বাস্তবায়নকাল-২০১২-২০৩১, ২০ বৎসর এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮০৪,৩০৫ লক্ষ টাকা। উক্ত মহাপরিকল্পনার আলোকে ইতোমধ্যে ৯টি সংস্থা নিম্নোক্ত ২৫টি প্রকল্প কার্যক্রম শুরু করেছে।

সংস্থা / মন্ত্রণালয়	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
পানি উন্নয়ন বোর্ড	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প, ২০১১-২০১৫	৬৮৪৯৪.১০	০৯	অনুমোদিত
	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project, ২০১৪- ২০২২	৯৭৭০০.০০	-	অনুমোদিত
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলা ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প, ২০১৪-২০১৯	১১৯৪৪.৭৫	-	একনেক সভায় প্রেরণেরজন্য প্রক্রিয়াধীন
	সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প, ২০১৪-২০১৯	১৩৮০৫.০০	-	অনুমোদিত
	কিশোরগঞ্জ হাওর ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প, ২০১২-২০১৫	৪৩৫.০০	৫৪	অনুমোদিত
সড়ক ও জনপথ বিভাগ	উজানচর-বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম সড়ক উন্নয়ন (বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম অংশ) প্রকল্প, ২০১১-২০১৫	১৩৪২১.৮৫	৫৭	অনুমোদিত
	কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট-মিঠামইন সড়ক (চামড়াঘাট-মিঠামইন অংশ) সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, ২০১১-২০১৫	৮৯২০.০৩	৭০	অনুমোদিত
	ইটনা-বড়ইবাড়ী- চামড়াঘাট সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, ২০১১-২০১৫	১০৮৬৬.৯৭	৬০	অনুমোদিত
	ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়ক নির্মাণ প্রকল্প, ২০১৪-২০১৮	৪৩৮৩৪.৭৪	-	অনুমোদিত
	মদন-খালিয়াজুরি সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মান এবং নেত্রকোনা-মদন-খালিয়াজুরি সড়কের ৩৭তম কিলোমিটারে বালাই নদীর উপর পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ, ২০১৪-২০১৭	১০৪০১.৪৬	২.০	অনুমোদিত
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	Extension of Jute Cultivation in Haor Area Project, ২০১৪-২০১৯	৭০০.০০	-	ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন
	Extension of Integrated Pest Management Training Project, ২০১৪-২০১৯	৭০০.০০	-	ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন

সংস্থা / মন্ত্রণালয়	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন	হাওর অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন, ২০১৪-২০১৮	৬৪৪৩.০০	১.০	অনুমোদিত
	Establishment of Fish Landing Centers at Haor and Baor Area, ২০১৩-২০১৮	১২৭৫০.০০	-	ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র কুটির শিল্প করর্পোরেশন (বিসিক)	Establishment of Tea Processing Industry	১০,০০০.০০	-	সম্ভাব্যতা যাচাই করা হচ্ছে
	Establishment of Gas Cylinder Industry	৩০,০০০.০০	-	সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ চলছে
	Establishment of swamp Water Processing Industry	১০,০০০.০০	-	সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ হচ্ছে
	Small and Cottage Industry Development Programme for Destitute Women in Haor	১৫০০.০০	-	সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ চলছে
	Establishment of Charcoal Industry	২০০.০০	-	সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ করা হচ্ছে
	Establishment of Boat Manufacturing Industry	১৭.০০	-	সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ চলছে
স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল বিভাগ	হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প ২০১২-২০১৯	১০৭৬৩২.০০	২.০০	অনুমোদিত
	হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প ২০১৪-২০২২	৯৭৭০০.০০	২৩.২৫	অনুমোদিত
পর্যটন কর্পোরেশন	Development of Tourist/Picnic Spot	৬০.০০	-	সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ চলছে
	Hakaluki Haor Sight Seeing Tour Programme	৫৪০.০০	-	সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ করা হচ্ছে
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় জলাভূমির বন পুনরুদ্ধার ও জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, ২০১২-২০১৫	৫০৩.৬১	৭৪	-
	Development of Facilities for Biodiversity Conservation and Ecotourism in Hakaluki Haor. 2014-2016	৩৯২.২২৫	১৮	-

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন ও অগ্রগতি

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের ২০১৩-২০১৪ বৎসরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি যথাসময়ে সম্পাদিত হয়। এ অনুয়ায়ী অধিদপ্তরের কার্যাবলীর সন্তোষজনক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের ই-সেবা কার্যক্রম

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটের (www.dbhwd.gov.bd) মাধ্যমে অধিদপ্তরের কার্যক্রম, হিউম্যান চার্টার, হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা জনগণের জন্য উন্মুখ করা হয়েছে। অধিদপ্তরের Dynamic Website এর মাধ্যমে জনগনের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য প্রদান, প্রশ্ন গ্রহণ ও উত্তর প্রদান, আগাম বন্যা সতর্কীকরণ পূর্বাভাস প্রদান ইত্যাদি ই-সেবা হাওর ও জলাভূমি অঞ্চলের জনগনসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের জনগনকে প্রদান করা সম্ভব হবে। তাছাড়া অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে হাওর অঞ্চলের কৃষি, মৎস্য, আবহাওয়া-জলবায়ুসহ বিভিন্ন রকমের তথ্য সম্বলিত একটি উধঃধনধংব আগ্রহী ব্যক্তিগণের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত আছে।

বিবিধ

১। অধিদপ্তরের প্রধান অফিস ভবন ঢাকা শহরের গ্রীণ রোডে অবস্থিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সীমানার ভিতর নির্মাণ করা হয়েছে এবং অফিস নতুন ভবনে স্থানান্তর করা হয়েছে।

২। সুনামগঞ্জ জেলা সদরে অধিদপ্তরের আঞ্চলিক দপ্তর ভবন নির্মান কাজ ২০১১-১২ অর্থ বছরে শুরু হয়ে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

৩। কিশোরগঞ্জ জেলা সদরে অধিদপ্তরের আঞ্চলিক ভবনের সংস্কার কাজ ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে সম্পন্ন করা হয়েছে। জনবল নিয়োগ হলে এ দপ্তরের কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হবে।

৪। নেত্রকোনা জেলা সদরে অধিদপ্তরের আঞ্চলিক ভবন নির্মাণের জন্য নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে অতি শীঘ্রই অফিস ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করা হবে।

চিত্র-১: কিশোরগঞ্জ হাওর এলাকায় ডুবন্ত রাস্তা নির্মাণ কার্যক্রম পরিদর্শণ।

চিত্র-৪: বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরে মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব মহোদয়ের উপস্থিতে এ দপ্তরের ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনা সভা।

চিত্র-২ হাওর এলাকায় জীবিকা উন্নয়নে হাঁস-মুরগি পালন কর্মসূচী পরিদর্শন।

চিত্র-৫ সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর-এর মধ্যকার বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement-APA) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।

চিত্র-৩ হাওর এলাকায় গ্রাম প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর আয়োজিত প্রশিক্ষণে রিসোর্সপারসন হিসেবে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র-৬ হাওর এলাকার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষনের নিমিত্ত স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাথে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরে যৌথ পর্যালোচনা

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ট্রাস্টসমূহ

INSTITUTE OF WATER MODELLING

IWM

ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং

www.iwmbd.org

সপ্তম অধ্যায়

ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং

ভূমিকা

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পানিতাত্ত্বিক মডেলিং, কম্পিউটেশনাল হাইড্রলিক্স এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্বমানের সেবা প্রদান করে আসছে আইডব্লিউএম। সামগ্রিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন পানি বিষয়ক সমস্যার সমাধান সম্ভব। ১৯৮৬ সালে একটি UNDP কারিগরি সহায়তা প্রকল্প হিসেবে IWM-এর যাত্রা শুরু হয়। তখন এর নাম ছিলো Surface Water Simulation Modelling Programme (SWSMP)। ১৯৯৬ সালের শেষের দিকে এটি Surface Water Modelling Centre (SWMC) নামে বাংলাদেশ সরকারের একটি ট্রাস্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০২ সালের ১ আগস্ট থেকে এই প্রতিষ্ঠানের নতুন নামকরণ হয় Institute of Water Modelling (IWM)। আইডব্লিউএম গাণিতিক মডেলিং প্রযুক্তিতে উৎকর্ষের প্রতীক হিসেবে কাজ করছে এবং পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়কে সামগ্রিক বিবেচনায় এনে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে গুণগতমান উন্নয়নে পরামর্শ সেবা প্রদান নিশ্চিত করছে।

ট্রাস্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা

সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার আলোকে গাণিতিক মডেলের সার্বজনীন ব্যবহার ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (IWM) এর প্রতিষ্ঠা পানি সম্পদ খাতে সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ১৮৮২ সালের ট্রাস্ট এ্যাক্ট এর আওতায় ট্রাস্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও নিবন্ধিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি পানি সম্পদ সচিব-এর সভাপতিত্বে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড অব ট্রাস্টিজ দ্বারা পরিচালিত। অন্যান্য ট্রাস্টিগণের মধ্যে রয়েছেন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড; প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর; মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা; প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর; যুগ্ম-সচিব (ব্যাংকিং পলিসি) অর্থ মন্ত্রণালয়; যুগ্ম-সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ড্যানিশ হাইড্রলিক ইন্সটিটিউট, ডেনমার্ক; প্রেসিডেন্ট, ইন্সটিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ; বিভাগীয় প্রধান, পানি সম্পদ কৌশল বিভাগ, বুয়েট (ট্রেজারার); একটি খ্যাতনামা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী; একটি খ্যাতনামা এনজিও প্রধান এবং সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আইডব্লিউএম এর নির্বাহী পরিচালক।

Deed of Trust অনুসারে IWM Trust এর মূল উদ্দেশ্যসমূহ

১. SWSMP এর তিনটি ফেজ এর সময়ে অর্জিত আইডব্লিউএম এর সমস্ত হস্তান্তর ও অহস্তান্তরযোগ্য সম্পদ, দায় এবং সুযোগ-সুবিধা নিয়ে ওয়াটার মডেলিং, কম্পিউটেশনাল হাইড্রলিক্স ও সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানে একটি উৎকর্ষ গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইডব্লিউএম গঠন এবং রক্ষনাবেক্ষণ করা ও এর বর্তমান কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ট্রাস্টির সিদ্ধান্তক্রমে জাতীয় উন্নয়নের জন্য নতুন প্রকল্প হাতে নেয়া।

২. চলমান কর্মসূচী এবং প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা,

৩. আইডব্লিউএম এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ও কর্মসূচী সমূহের ত্বরায়ন, প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা, অক্ষুন্ন রাখা, অর্থায়নে সহযোগিতা, এবং ওয়াটার মডেলিং প্রোগ্রামসমূহের জন্য সহায়তা প্রদান ও উল্লিখিত বিষয়ে সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা,

৪. পানিবিজ্ঞান ও ওয়াটার মডেলিং কার্যক্রমের সংগে সংশিষ্টদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা,

৫. সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উচ্চতর সেবা প্রদানের জন্য ওয়াটার মডেলিং বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও সহযোগিতা প্রদান করা;

৬. ট্রাস্টের লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে উচ্চতর গবেষণা কর্ম পরিচালনা করা,

৭. সম্ভাব্য উপযুক্ত ক্ষেত্রে উক্ত ট্রাস্টের কার্যক্রম ও সেবা দেশের বাইরে সম্প্রসারণ করা,

৮. আইডব্লিউএম এর মূল কার্যক্রমের সাথে সংগতিপূর্ণ যে কোনো বিষয়ে কার্যক্রম এবং প্রকল্প গ্রহণ করা।

অধিক্ষেত্রঃ

ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং, বাংলাদেশের একমাত্র স্বীকৃত গাণিতিক মডেলিং সেবাদানকারী বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান। সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন মডেলিং, জলাভূমি ব্যবস্থাপনা, কৃষি ও সেচ ব্যবস্থাপনা, ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা, নগর পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা, পানির গুণগত মান ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা, ফ্লুভিয়াল হাইড্রলিক্স এবং নদী, নদী প্রকৌশল, বন্যা ব্যবস্থাপনা, সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা, উপকূলীয় হাইড্রলিক্স এবং মরফোলোজি, বন্দর এবং অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা, এশচুয়ারি এবং মেরিন সিস্টেম ব্যবস্থাপনা, পানি সম্পদ পরিকল্পনা, সফটওয়ার ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য প্রযুক্তিগত সমাধান, জিআইএস এবং রিমোট সেন্সিং, হাইড্রজিওলজিক্যাল অনুসন্ধান, টপোগ্রাফিক এবং হাইড্রগ্রাফিক জরীপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আইডব্লিউএম এর কর্মকান্ড বিস্তৃত। আইডব্লিউএম-এর সমীক্ষা শুধু বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ নয়। মালয়েশিয়া, নেপাল, তাজিকিস্তান, ভারত ইত্যাদি দেশেও আইডব্লিউএম সাফল্যের সাথে সমীক্ষা পরিচালনা করেছে।

আইডব্লিউএম এর জনবল

আইডব্লিউএম-এর বর্তমান জনবল প্রায় ৩২০ জন যার মধ্যে ৬৫% ই দেশ ও বিদেশ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উঁচুমানের বিশেষজ্ঞ।

ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং এর জনবলের বিবরণ

শ্রেণী	বর্তমানে কর্মরত
বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা	২০০
সাধারণ কর্মকর্তা ও সাপোর্ট স্টাফ	৭০
সার্ভেয়ার/ ডিইও	৫০
মোট	৩২০

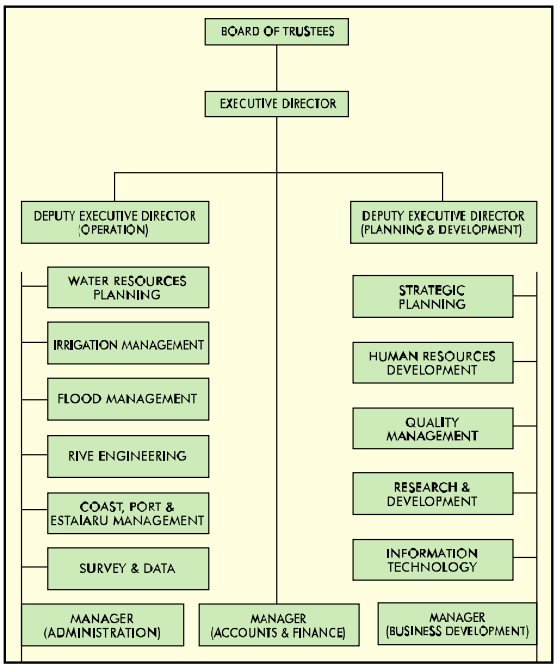

আইডব্লিউএম এর জনবল কাঠামো

কাজের পরিসর

গাণিতিক মডেলিং	DSS / জরীপ
• সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ; • রিভার মরফোলোজি ; • লবণাক্ততা ও পলি প্রবাহ ; • জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব • কোস্টাল হাইড্রলিক্স ও মরফোলোজি; • উপকূল, বন্দর এবং মোহনা ব্যবস্থাপনা ; • পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নিরূপণ; • সেতু হাইড্রলিক্স ও সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো উন্নয়ন • নগর পানি ব্যবস্থাপনা। • সেচ ব্যবস্থাপনা • ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা • ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানির সমন্বিত ব্যবস্থাপনা • বন্যা ব্যবস্থাপনা • সমন্বিত কোস্টাল জোন ব্যবস্থাপনা • জলাভূমি ও লেক ব্যবস্থাপনা	• GIS ভিত্তিক DSS ; • GIS ভিত্তিক IIS ; • ডাটাবেইজ প্রয়োগ ; • সার্ভে, RS ইমেজ ও মডেল ডাটা থেকে মানচিত্র প্রণয়ন; • টোপোগ্রাফিক সার্ভে ; • হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে ; • পানি প্রবাহ পরিমাপ ; • পলি ও পানির গুণগত মান নির্ণয়; • হাইড্রো-জিওলোজিক্যাল অনুসন্ধান

আইডব্লিউএম কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ চলমান ও সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা

ক্রম	সমীক্ষার নাম	সমীক্ষার বর্তমান অবস্থা
১	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের আওতায় ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য গড়াই নদীর রক্ষণাবেক্ষণ খনন বাস্তবায়ন কল্পে গাণিতিক মডেলিং সমীক্ষা (ফেজ-২)	চলমান
২	বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতুর জন্য নদী শাসন নিরাপত্তায় যমুনা নদীর হাইড্রলিক এবং মরফোলোজিক্যল অবস্থা পর্যবেক্ষণ	চলমান
৩	ক্যান্টনমেন্ট স্থাপনের জন্য মিঠামাইন এলাকায় ঘোড়াউতরা নদীর হাইড্রলিক এবং প্রাকৃতিক (মরফোলোজিক্যাল) সমীক্ষা	চলমান
৪	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পে কাজ পূর্ববর্তী ও কাজ পরবর্তী খননমাত্রা নিরূপণ কল্পে বেথিমেট্রিক জরীপ পরিচালনা	চলমান
৫	বুন্ধের বাজার সেতু রক্ষায় গাণিতিক মডেলিং এবং হাইড্রলিক ডিজাইন	চলমান
৬	সিরাজগঞ্জ হার্ডপয়েন্ট থেকে ধলেশ্বরী উৎসমুখ (২০ কি.মি.) পর্যন্ত ২ টি স্থানে এবং নলিনি বাজার এর নিকটে (২ কি.মি.) যমুনা নদীর পাইলট ড্রেজিং এর মান নিয়ন্ত্রণ, পর্যবেক্ষণ ও প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা	সমাপ্ত
৭	নদী তীর উন্নয়ন প্রকল্প (RBIP)- গাণিতিক মডেল সমীক্ষা	সমাপ্ত
৮	নিউ ধলেশ্বরী নদীর উৎসমুখ ব্যবস্থাপনার জন্য গাণিতিক মডেলিং সমীক্ষা এবং নিউ ধলেশ্বরী, পুংলি, বংশাই, তুরাগ-বুড়িগঙ্গা নদীর হাইড্রলিক পর্যবেক্ষণ	সমাপ্ত
৯	প্যাকেজ-৩ : উপকূলীয় এলাকায় অবজারভেশন ওয়েল নেস্ট, মডেল বাউন্ডারি নির্ধারণ, পাম্পিং টেস্ট তদারকি, স্লাগ টেস্ট, বিভিন্ন হাইড্রজিক্যাল প্যারামিটার মূল্যায়ন, ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির রাসায়নিক বিশ্লেষণ পরিচালনা ও সংগ্রহ বিষয়ে হাইড্রলজিক্যাল ও গাণিতিক মডেলিং সমীক্ষা।	চলমান
১০	পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর ও জয়পুরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পে গাণিতিক মডেল দ্বারা পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা জরীপ ও ইনভেস্টিগেশন।	চলমান
১১	মহুরী সেচ প্রকল্পের জরীপ	চলমান
১২	চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার মহানন্দা নদী থেকে গাণিতিক মডেল ব্যবহার করে সেচ এর জন্য পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণসহ সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা	চলমান
১৩	খালিয়াজুড়ি এফসিডি প্রকল্পে কজওয়েসমুহের কার্যক্ষমতা পর্যবেক্ষণ	সমাপ্ত
১৪	কালনি-কুশিয়ারা খনন মডেলিং ও পর্যবেক্ষণ	সমাপ্ত
১৫	বন্যা পূর্বাভাস মডেল উন্নতিসাধনে বিদ্যমান ফ্লাড মডেলে ম্যানুয়েল কি-বোর্ডের পরিবর্তে মোবাইল এসএমএস থেকে ইনপুট গ্রহণ	চলমান
১৬	ভারতের প্রস্তাবিত টিপাইমুখ জলবিদ্যুত (বহুমুখী) প্রকল্পে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ সমীক্ষায় বাংলাদেশ অংশের গাণিতিক মডেলিং সমীক্ষা	স্থগিত
১৭	গাণিতিক মডেল ও লাগসই জরীপ কৌশল এর মাধ্যমে সুরমা বলাই নদীর বর্তমান বাঁধ ও নিষ্কাশন খালের খনন ব্যবস্থার উন্নয়ন।	চলমান
১৮	স্থানীয় পর্যায়ে বন্যা সতর্কীকরণ	সমাপ্ত
১৯	সমন্বিত পানি সম্পদ মূল্যায়নের জন্য বৈশ্বিক আর্থ পর্যবেক্ষণ	চলমান
২০	স্যাটেলাইট ভিত্তিক বন্যা সতর্কীকরণ ব্যবস্থা	সমাপ্ত
২১	মেরিন ড্রাইভ সুরক্ষায় উপকূলীয় হাইড্রলিক এবং মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা	সমাপ্ত
২২	মংলা বন্দরের নাব্যতা উন্নয়ন সম্পাদনক্রিয়া পরিবেক্ষণ ও হাইড্রলিক ইনভেস্টিগেশন।	সমাপ্ত
২৩	বাংলাদেশের জন্য বহুমুখী ঝুঁকি ম্যাপিং	সমাপ্ত
২৪	পরিবর্তিত জলবায়ুতে সারজন সিস্টেমের জন্য পানি এবং লবণাক্ততা মডেলিং	সমাপ্ত
২৫	ব্লু গোল্ড প্রোগ্রামের আওতায় ৩০ নং পোল্ডারে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনার জন্য পরিকল্পনা, নকশা ও পর্যবেক্ষণ	সমাপ্ত
২৬	সার্ভে ফর জাইকা নর্থ ইস্ট ফ্ল্যাশ ফ্ল্যাড ম্যানেজমেন্ট স্টাডি	চলমান
২৭	উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আকস্মিক বন্যা ব্যবস্থাপনার জন্য জরীপ	চলমান

ক্রম	সমীক্ষার নাম	সমীক্ষার বর্তমান অবস্থা
২৮	নদী ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সুরমা-বাওলাই নদীতে খনন কাজের জন্য জরীপ	চলমান
২৯	উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্পের টপোগ্রাফিক জরীপ	চলমান
৩০	বাংলাদেশে পানিসম্পদের ভবিষ্যৎ মূল্যায়ন	চলমান
৩১	তেঁতুলঝড়া-ভাকুর্তায় নলকূপ নকশা পর্যালোচনা ও সুপারভিশন	চলমান
৩২	পানি শোধনাগার ফেজ-৩ সমীক্ষা	চলমান
৩৩	ঢাকা শহরের নিয়মিত জলাবদ্ধতা ম্যাপিং ও বৃষ্টিপাত পরিবেক্ষণ	চলমান
৩৪	গঙ্গা-ব্রম্মপুত্র অববাহিকায় ফ্লাডপ্লেইন জলাভূমি সমীক্ষা	চলমান
৩৫	**CWSISP** এর অধীনে চট্টগ্রাম মহানগরীতে পানি সংযোগ ব্যবস্থার বিশ্লেষণ এবং অপটিমাইজেশন সমীক্ষা, নকশা এবং চট্টগ্রাম ওয়াসার নির্মাণ তদারকি।	চলমান
৩৬	**BRWSSP** এর আওতায় আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা, কারিগরি জরীপ এবং ইনভেস্টিগেশন, বিশদ প্রকৌশল নকশা, নির্মাণ তদারকি এবং কমিউনিটি মবিলাইজেশন পল্লী অঞ্চলে পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ স্কীম	চলমান
৩৭	পানি সম্পদ সমীক্ষা : ভূগর্ভস্থ হাইড্রোলোজি এবং বৃষ্টির পানি সংগ্রহ।	চলমান
৩৮	ছাদ থেকে বৃষ্টির পানি সংগ্রহের মাধ্যমে কৃত্রিম উপায়ে একুইফার রিচার্জ সমীক্ষা	চলমান
৩৯	একুইফার সিস্টেমের জন্য ঢাকা শহরে ভূগর্ভস্থ পানির মনিটরিং ব্যবস্থা এবং ঢাকা ওয়াসা উৎপাদক নলকূপ	চলমান
৪০	রাজশাহী পানি শোধন কেন্দ্র এর জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	চলমান
৪১	চট্টগ্রাম ওয়াসার জন্য ড্রেনেজ ও সেনিটেশন মহাপরিকল্পনা সমীক্ষা	চলমান
৪২	ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রস্তুতকরণ	চলমান
৪৩	উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প-১ সমীক্ষা	চলমান
৪৪	প্রবণতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ভালনারেবিলিটি সমীক্ষা	চলমান
৪৫	২৯ নং পোল্ডারে নদী তীর ভাঙন ব্যবস্থাপনা সমীক্ষা	চলমান
৪৬	পশুর নদীতে মংলা বন্দর থেকে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	চলমান
৪৭	কপোতাক্ষ নদীতে পলি, লবণাক্ততা, জোয়ার এবং বন্যার অবস্থা মনিটংরিং সমীক্ষা	চলমান

বিদেশে পরিচালিত উল্লেখযোগ্য সমীক্ষা

ক্রম	সমীক্ষার নাম	যে দেশে সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে	সমীক্ষার বর্তমান অবস্থা
১	মেগাস্টিলের পানি উত্তোলন সমীক্ষার জন্য মালয়েশিয়ার লংগাত নদীর অববাহিকার জন্য ওয়াটার মডেলিং (নদী ও ভূগর্ভস্থ পানি)	মালয়েশিয়া	সমাপ্ত
২	মালয়েশিয়ার সেলাঙ্গর পানি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ-এর জন্য মডেলিং এর মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানিসম্পদের পরিমাণ নিরূপণ	মালয়েশিয়া	সমাপ্ত
৩	মালয়েশিয়ার সেলাঙ্গর এবং লাংগাত নদী অববাহিকায় পানি ব্যবস্থাপনা মডেল উন্নয়ন	মালয়েশিয়া	সমাপ্ত

গবেষণা ও উন্নয়ন

বিভিন্ন ইনস্টিটিউট ও এজেন্সির সঙ্গে একযোগে আইডব্লিউএম উচ্চতর গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। আইডব্লিউএম এর গবেষণা ইউনিট অল্প সময়ের মধ্যেই জাতীয় পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও ডিজাইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক টুলস উন্নয়নে উৎকর্ষতার স্বাক্ষর রেখেছে। এই গবেষণা ও উন্নয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে-

- জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহে সমস্যার সমাধানে বিশ্লেষণধর্মী সহায়তা প্রদান।

- নতুন প্রযুক্তি কিংবা টুলস্ প্রয়োগের পদ্ধতি উন্নয়ন।
- পেশাগত সভা, কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন/অংশগ্রহণ।
- এমএসসি ও পিএইচডি গবেষণায় কার্যকর সহায়তা প্রদান।
- পেশাগত জার্নাল ও প্রসিডিংস-এর প্রকাশনা।
- দেশ ও বিদেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দক্ষ কর্মী বিনিময়।

কতিপয় উল্লেখযোগ্য সদ্য সমাপ্ত ও চলমান গবেষণা সমীক্ষা

১. সাধারণ, আঞ্চলিক এবং বে অব বেঙ্গল মডেলিং হালনাগাদকরণের জন্য তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ;
২. তির্যক প্রবাহ, চর স্থানান্তর এবং নদীর তীর সুরক্ষা;
৩. খুলনা অঞ্চলের নির্ধারিত উপজেলাসমূহে একুইফার ভালনারাবিলিটি নিরূপণ;
৪. মরফোলোজিক্যাল এসেসমেন্ট এর ওপর বাংলা-ডাচ গবেষণা উদ্যোগ;
৫. উপকূলীয় এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানিতে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ বিষয়ক যৌথ উদ্যোগ গবেষণা (Joint Action Research);
৬. দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হাইড্রজিওলজিক্যাল প্যারামিটার নির্ধারণ বিষয়ক গবেষণা (দক্ষিণ পূর্ব ও দক্ষিণ পশ্চিম: ফেজ-২);
৭. উপকূলীয় অঞ্চলে উপজেলা ভিত্তিক ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন এবং ভূগর্ভস্থ পানির লেভেল পরিবর্তন বিষয়ক গবেষণা সমীক্ষা;
৮. সিএসআইআরও : সমন্বিত পানি সম্পদ নিরূপণে গবেষণা সমীক্ষা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক আইডব্লিউএম এর নিজস্ব ভবন এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১ জানুয়ারি ২০১৫ ইং তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের গ্রীন রোড কার্যালয় থেকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং এর নিজস্ব ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ব্যরিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এমপি, পানি সম্পদ বিষয়ক সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান জনাব রমেশ চন্দ্র সেন, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নজরুল ইসলাম, বীর-প্রতীক, এমপি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. জাফর আহমেদ খান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং সিইজিআইএস এর নিজস্ব ভবনেরও ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আইডব্লিউএম এর নিজস্ব ভবনের ভিত্তি প্রস্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন।

রাজধানীর উত্তরাস্থ রাজউক প্রকল্পের ৩ নং ফেজে প্রস্তাবিত ৭-তলা আইডব্লিউএম এর নিজস্ব ভবনের নকশা।

পানি সম্পদ মন্ত্রীর আইডব্লিউএম কার্যালয় পরিদর্শন

২৫ জানুয়ারি ২০১৫ ইং তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রী ব্যরিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এমপি আইডব্লিউএম কার্যালয় পরিদর্শন করেন এবং ইনস্টিটিউটের বর্তমান কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত হন। এ সময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ সচিব ড. জাফর আহমেদ খান। পানি উন্নয়ন বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাও এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন। আইডব্লিউএম নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর ড. এম মনোয়ার হোসেন অতিথিবৃন্দকে আইডব্লিউএম এর কর্মকান্ড এবং দক্ষতা সম্পর্কে অবগত করেন।

অনুষ্ঠানে পানি উন্নয়ন বোর্ডের জন্য ওয়ামিপ প্রকল্পের আওতায় স্কীম ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (SIMS) প্রণয়ন করা হয়েছিলো যা মাননীয় মন্ত্রীর সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়। একই সাথে মাননীয় মন্ত্রী এবং সচিবকে এই SIMS এর ওয়েবভিত্তিক ব্যবহারের জন্য ভবিষ্যত পরিকল্পনা, মানোন্নয়ন এর সামগ্রিক রূপরেখা উপস্থাপন করা হয়। এতে মন্ত্রী আগ্রহ ও সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং একটি সম্ভাব্য প্রকল্প ব্যায় উল্লেখ করে কাজটি আইডব্লিউএমকে অচিরেই সম্পাদন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

আইডব্লিউএম কার্যালয় পরিদর্শন কালে পানি সম্পদ মন্ত্রী, সচিব এবং আইডব্লিউএম এর নির্বাহী পরিচালক

পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং আইডব্লিউএম এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে আইডব্লিউএম এর নির্বাহী পরিচালক ড. মনোয়ার হোসেন পানি সম্পদ মন্ত্রী এবং সচিবকে আইডব্লিউএম এর বর্তমান কর্মকাণ্ড সম্পকে অবহিত করছেন।

আইডব্লিউএম কার্যালয়ে ত্রি-পাক্ষিক বৈঠক

০৪ মার্চ ২০১৫ ইং তারিখে আইডব্লিউএম এর সভাকক্ষে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং আইডব্লিউএম এর মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন পানি সম্পদ সচিব ড. জাফর আহমেদ খান। বৈঠকে এজেন্ডা সমূহের মধ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নির্দেশিত ম্যানডেট এবং পানি সম্পদ খাতে আইডব্লিউএম এর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়। পানি সম্পদ খাতে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বিশেষ করে নদী গবেষণা ও সিইজিআইএস এর ভূমিকা নিয়েও আলোচনা হয়। এক্ষেত্রে নদী গবেষণা ভৌত মডেল, আইডব্লিউএম গাণিতিক মডেল এবং সিইজিআইএস প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জিআইএস, রিমোট সেন্সিং, ডাটাবেজ এবং আইটি খাতে সেবা প্রদান করার ব্যাপারে কর্ম পরিসীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে পানি উন্নয়ন বোর্ডে আইডব্লিউএম এর কতিপয় অপেক্ষমান প্রকল্প সম্পর্কেও আলোচনা হয়।

পানি সম্পদ সচিব ড. জাফর আহমেদ খান পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং আইডব্লিউএম এর মধ্যে অনুষ্ঠিত ত্রি-পাক্ষিক বৈঠকে সভাপতিত্ব করছেন।

আইডব্লিউএম এর নির্বাহী পরিচালকের উপস্থিতিতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে পানি সম্পদ সচিবকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান পানি উন্নয়ন বোর্ডের তৎকালীন মহাপরিচালক।

উল্লেখযোগ্য কর্মশালা

২০১৪-১৫ সালে আইডব্লিউএম এককভাবে এবং সহযোগী হিসেবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালার আয়োজন করে। নিম্নে কতিপয় কর্মশালার তালিকা উল্লেখ করা হলো।

"পানি সম্পদ এর পরিস্থিতি নিরূপণ" শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন পানি সম্পদ মন্ত্রী ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এমপি।

"গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ডেল্টায় নগর বন্যা" শীর্ষক কর্মশালায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন পানি সম্পদ সচিব ড. জাফর আহমেদ খান।

ক্রম	কর্মশালার নাম	অনুষ্ঠানের তারিখ ও স্থান
১	পানি সম্পদ এর পরিস্থিতি নিরূপণ	১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৪
২	উপকূলীয় অঞ্চলে সমন্বিত বন্যা ব্যবস্থাপনা : বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে পাইলট প্রকল্প উন্নয়ন	২৪-২৫ অক্টোবর, ২০১৪
৩	বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং মরফোলোজিক্যাল মূল্যায়ন এর জন্য বাংলা-ডাচ গবেষণা উদ্যোগ	২০ নভেম্বর, ২০১৪
৪	উপকূলীয় অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ পানিতে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ	৭ ডিসেম্বর, ২০১৪
৫	'খুলনা অঞ্চলের নির্বাচিত উপজেলাগুলোতে ভূগর্ভে পানির স্তরের নাজুকতা মূল্যায়ন' এবং 'সেচ এর পানি চোয়ানো ও ভূগর্ভে প্রবেশের তারতম্য মূল্যায়ন'	২৪ ডিসেম্বর, ২০১৪
৬	তির্যক প্রবাহ, চর স্থানান্তর এবং নদী তীর সুরক্ষা বিষয়ে কর্মশালা	২৯ জানুয়ারি, ২০১৫
৭	কৌশলগত ব্যবসা পরিকল্পনা	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫
৮	'পানি এবং টেকসই উন্নয়ন'	২২ মার্চ, ২০১৫
৯	গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ডেল্টায় নগর বন্যা	১০ মে ২০১৫, ঢাকা

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

উত্তরোত্তর মানব উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পর্কিত সংস্থা ও প্রজেক্টের কর্মশালা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজনের মাধ্যমে দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াসে আইডব্লিউএম সম্পূর্ণ ভাবে নিবেদিত। এ বিষয়ে আইডব্লিউএম এর সেবামূলক পদক্ষেপ সমূহের মধ্যে এই উদ্যোগ একটি অন্যতম প্রয়াস। যে সমস্ত প্রশিক্ষণ এ সংস্থা হতে প্রদান করা হয় তা সংক্ষেপে বর্ণিত হলো।

- পানি ও পরিবেশ সংক্রান্ত জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশের নিমিত্তে কর্মশালার উদ্যোগ।
- সেবা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিশেষে প্রকল্প সমূহ সম্পর্কে অবহিত করণ ও তথ্য প্রদানের জন্য সেমিনার আয়োজন করা।
- আইডব্লিউএম এর নিজস্ব স্টাফদের উন্নয়নে মডেলিং ও পরিকল্পনা প্রণয়নে দেশীয় প্রশিক্ষণ।
- সহযোগী সংস্থা সমূহের বিভিন্ন গোষ্ঠীগত উদ্যোগে জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশে প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ।
- বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরী কলেজ সমূহের শেষ বর্ষের ছাত্র ছাত্রীদের Industrial training প্রদান।

- আইডব্লিউএম এর নিজস্ব স্টাফদের বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ, ডিগ্রী ও গবেষণা সাপোর্ট প্রদান।
- বিদেশী ছাত্র ছাত্রীদের মাস্টার্স, পি এইচ ডি পর্যায়ের ডিগ্রী লাভে গবেষণা সাপোর্ট প্রদান।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

আইডব্লিউএম তার বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী ও অন্যান্য কর্মকর্তাদেরকে নিয়মিত প্রশিক্ষণদানের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও হালনাগাদ করার জন্য সবসময় সচেষ্ট থাকে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন নিয়মিত কাজের একটি অংশ। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রায় ৫০টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করে এবং তাতে প্রায় আড়াই শতাধিক প্রকৌশলী ও অন্যান্য কর্মকর্তা এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। আইডব্লিউএম এর নিজস্ব প্রশিক্ষক ছাড়াও বুয়েট, এশিয়ান ইন্সটিটিউট অব টেকনোলোজি, থাইল্যান্ড, ড্যানিশ হাইড্রলিক ইন্সটিটিউট, ভারত উক্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

ম্যানিলায় প্রশিক্ষণরত আইডব্লিউএম এর প্রকৌশলীবৃন্দ।

মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য কতিপয় উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণের তালিকাঃ

ক্রম	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	MIKE21FM ব্যবহার করে এইচডি ও ওয়েভ মডেলিং সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত জুনিয়র প্রকৌশলীদের গাণিতিক মডেলিং প্রশিক্ষণ	৯
২	বড় পুকুরিয়া কয়লাখনির জন্য মডেলিং প্রশিক্ষণ	১২
৩	থ্রিডি এবং এডি মডেলিং প্রশিক্ষণ	১০
৪	বেসিক আর্ক-জিআইস এর ওপর প্রশিক্ষণ	১০
৫	উপকূল এবং এশচুয়ারির জন্য জোয়ার, এইচডি এবং মরফোলজির ওপর প্রশিক্ষণ	১২
৬	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট	১
৭	ভূ-পরিস্থ এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণগত মান	১২
৮	MIKE 11: HD & NAM এর ওপর প্রশিক্ষণ	৯
৯	MIKE3: Heat Dispersion, Mud & Sediment Transport এর ওপর প্রশিক্ষণ	১২
১০	যমুনা নদীতে পাইলট ড্রেজিং এর মান নিয়ন্ত্রণ, পর্যবেক্ষণ এবং প্রভাব নিরূপণ এর ওপর প্রশিক্ষণ	৮
১১	উচ্চতর আর্ক-জিআইস এর ওপর প্রশিক্ষণ	১২
১২	জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি	১২
১৩	এডিসিপির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও প্রসেসিং	১২

নিজস্ব জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচী ছাড়াও আইডব্লিউএম তার সেবা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/প্রকৌশলীদের জন্য কতিপয় প্রশিক্ষণ এর আয়োজন করে।

আন্তর্জাতিক সেমিনার / কর্মশালায় অংশগ্রহণ

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে আইডব্লিউএম-এর বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীগণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে Water Management/ Modelling -এর উপর আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করে। দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, ডেনমার্ক, ইন্দোনেশিয়া, বেলজিয়াম, থাইল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, নেপাল, মালয়েশিয়া, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ডস, ভারত, ফ্রান্স, সুইডেন, ইত্যাদি।

ফেব্রুয়ারি ০৬-০৭, ২০১৫ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত তৃতীয় আসাম পানি সম্মেলনে আইডব্লিউএম এর নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর ড. এম মনোয়ার হোসেন বক্তব্য রাখছেন।

২০১৪-১৫ আর্থিক বছরে আইডব্লিউএম পরিচালিত সমীক্ষার কতিপত্র চিত্র:

চট্টগ্রাম মহানগরীর জন্য সেনিটেশন এবং ড্রেনেজ মহাপরিকল্পনা সমীক্ষা

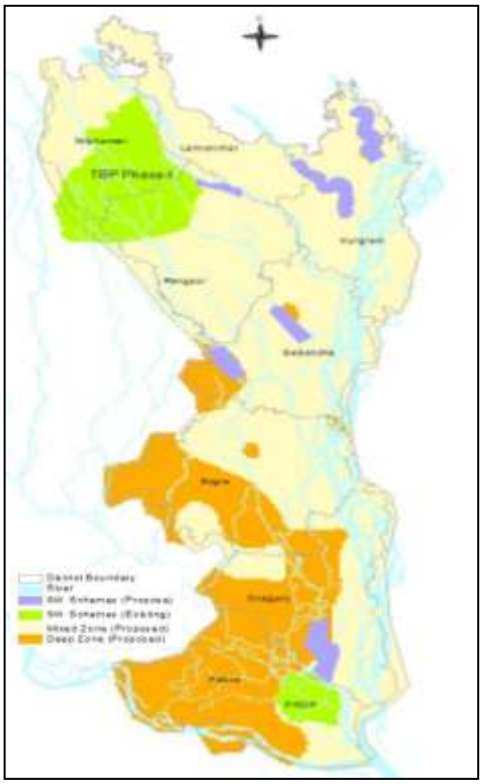

গাণিতিক মডেলিং এর সাহায্যে পাবনা সিরাজগঞ্জ,বগুড়া, গাইবান্ধা, রংপুর,কুড়িগ্রাম, নীলফামারি, লালমনিরহাট জেলার ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদের সমীক্ষা এবং আইআইএস ।

দাঁতভাঙা এবং ঝারকাটা নদীর হাইড্র মরফোলোজিক্যল সমীক্ষা

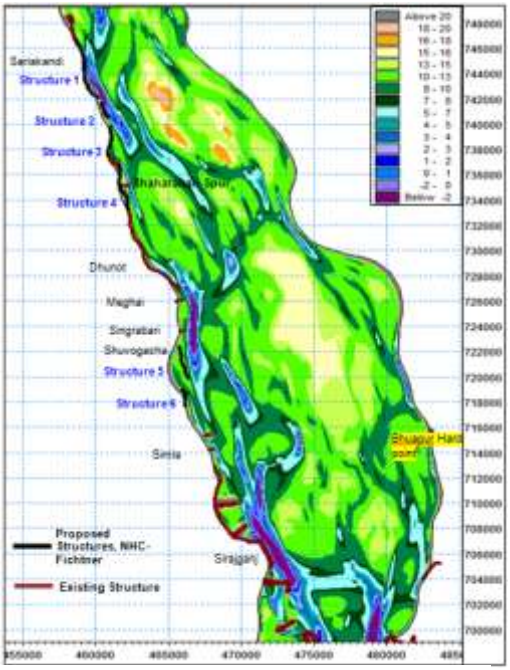

নদী তীর উন্নয়ন প্রোগ্রামের আওতায় নিউমেরিক্যল মডেলিং সমীক্ষার মডেল আউটপুট

CEGIS

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস্

www.cegisbd.com

অষ্টম অধ্যায়

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস

পটভূমি

১৯৮৭ এবং ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ ও দীর্ঘস্থায়ী বন্যার পর পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২৬টি বন্যা কর্মপরিকল্পনা (ফ্যাপ) সমীক্ষা প্রণয়নের কার্যক্রম হাতে নেয়। এদের মধ্যে ইউএসএআইডি এর কারিগরি সহায়তায় ১৯৯১-১৯৯৫ সময়ব্যাপী পরিবেশগত সমীক্ষা (ফ্যাপ ১৬) এবং ভৌগোলিক তথ্য পদ্ধতি (জিআইএস) সমীক্ষা (ফ্যাপ ১৯) সম্পাদিত হয়। এর পর ফ্যাপ ১৬ ও ফ্যাপ ১৯ একত্রিত করে "দি এনভায়রনমেন্ট এন্ড জিআইএস সাপোর্ট ফর ওয়াটার সেক্টর প্ল্যানিং প্রজেক্ট (ইজিআইএস)" হাতে নেয়া হয়। উক্ত সমীক্ষা দুটি থেকে লব্ধ ফলাফল এবং জ্ঞান সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে নেদারল্যান্ড সরকার ১৯৯৬ সাল হতে প্রকল্পটিতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। পরবর্তীতে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ দক্ষ ও কার্যকরভাবে ব্যবস্থাপনায় বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা প্রদানের জন্য প্রচলিত ইজিআইএস প্রকল্পকে সরকার ২০০২ সালে একটি জাতীয় সম্পদ সিইজিআইএস ট্রাস্ট এ রূপান্তরিত করে।

পাবলিক ট্রাস্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০০২ সালের মে মাসে সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস নামক পাবলিক ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা পানি সম্পদ খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের "দি এনভায়রনমেন্ট এন্ড জিআইএস সাপোর্ট ফর ওয়াটার সেক্টর প্ল্যানিং প্রজেক্ট"-কে একটি স্থায়ী সংস্থায় রূপান্তরের জন্য সরকারের অনুমোদনক্রমে দি ট্রাস্টস এ্যাক্ট ১৮৮২ এর আওতায় পাবলিক ট্রাস্ট হিসেবে সিইজিআইএস পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিবন্ধিত হয়। সিইজিআইএস পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে এবং ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি অছি পরিষদ (বোর্ড অব ট্রাস্টিজ) কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব অছি পরিষদের সভাপতি এবং অন্যান্য ট্রাস্টিগণ হলেন- মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড; মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা; মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর; মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর; চেয়ারম্যান, মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন সংস্থা; চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ; চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ; বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পরিবেশ এবং পানি সম্পদ বিশেষজ্ঞ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের একজন বিশেষজ্ঞ; আইইউসিএন-এর বাংলাদেশ কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ এবং সরকার কর্তৃক মনোনীত একটি এনজিও। এছাড়া সিইজিআইএস বাংলাদেশ সরকারের জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য এবং আইইউসিএন বাংলাদেশের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। সর্বোপরি, সিইজিআইএস এর নির্বাহী পরিচালক, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের প্রকৌশলী সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

অধিক্ষেত্র

সিইজিআইএস বৈজ্ঞানিকভাবে বাংলাদেশের একমাত্র মৌলিক সংস্থা যা ভৌগোলিক তথ্য পদ্ধতি (জিআইএস), দূর অনুধাবন (আরএস) উপাত্ত (স্যাটেলাইট চিত্র), তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) এবং উপাত্তভান্ডার (ডাটাবেইস) ব্যবহার করে পানি, ভূমি, বায়ু, গ্যাস, খনিজ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ এবং কৃষি, মৎস্য, সড়ক ও নৌ-পরিবহন, প্রকৌশল, বন, পরিবেশ, সামাজিক ইত্যাদি খাতের সমন্বিত পরিবেশগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই (আইইই), পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ), সামাজিক প্রভাব নিরূপণ (এসআইএ), ট্রাফিক চলাচলের প্রভাব সমীক্ষা (টিআইএ), পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি), পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএমএফ), পরিবেশগত এবং সামাজিক পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, রিসেটেলমেন্ট কর্মপরিকল্পনা, ইত্যাদি সম্পাদন করে। এছাড়াও সিইজিআইএস সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার জন্য বিশ্লেষণমূলক

ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুত, জিআইএস এবং আরএস ব্যবহার করে বন্যা ও বন সম্পদের পরিবীক্ষণ, খরা নিরূপণ এবং পরিবীক্ষণ, নদীর প্ল্যানফর্ম পরিবর্তন, নদী ভাঙ্গন এবং ভূমি ক্ষয় নিরূপণ, বন্যার ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ, ভূমি ব্যবহার এবং নগর পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য ভূ-তলীয় বিশ্লেষণ, ইত্যাদি সম্পাদন করে থাকে। পানি সম্পদ খাতের প্রকল্পসমূহের পরিকল্পনা, ডিজাইন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণের জন্য এ সংস্থাটি বৃহৎ উপাত্তভান্ডার যেমন:- জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিউআরডি), সমন্বিত উপকূলীয় সম্পদ উপাত্তভান্ডার (আইসিআরডি), মেটা ডাটাবেস, ওয়েবভিত্তিক ভূ-তলীয় উপাত্ত ভান্ডার, ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (এমআইএস) এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহায়ক পদ্ধতি (ডিএসএস) প্রস্তুত করে থাকে।

কাজের পরিসর

সিইজিআইএস-এর কারিগরি, বিশেষজ্ঞ বিষয়ক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজসমূহ নিম্নরূপঃ

প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ	জিআইএস ও আরএস	ডাটাবেস ও আইটি
• মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন • প্রাক- সম্ভাব্যতা ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন • পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ • প্রতিবেশগত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন • পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব পরিবীক্ষণ • সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন • আর্থ-সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সমীক্ষা সম্পাদন • নদীর মরফোলজি, কৃষি, মৎস্য, বন ও পানিসম্পদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ সেবা প্রদান • প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা/সমীক্ষা সম্পাদন • জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব নিরূপণ ও অভিযোজন পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ • জলবায়ু টেকসই ও জলবায়ু সহিষ্ণু সমীক্ষা সম্পাদন • পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	• ম্যাপিং ও ইমেজ প্রক্রিয়াকরণ • ডিজিপিএস ও জিপিএস জরিপ • স্প্যাশাল মডেলিং • দুর্যোগ পরিবীক্ষণ ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ • প্রাকৃতিক সম্পদ নিরূপণ ও ভূমি ব্যবহার পরিবীক্ষণ • জিআইএস ও আরএস বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	• ডাটাবেস ও এমআইএস ডিজাইন ও উন্নয়ন • Web-enabled GIS-based MIS ও ডাটাবেস প্রস্তুতি করণ • ডাটা রিপোজিটরি তৈরি করণ • আইটি সমাধান, সফটওয়্যার ডিজাইন, তৈরি ও বাস্তবায়ন • WEB পোর্টাল উন্নয়ন • উপাত্তের মান প্রমিতকরণ ও নির্দেশমালা প্রস্তুতকরণ • ডাটাবেস ও আইটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান

এছাড়া সিইজিআইএস যৌথভাবে গবেষণা পরিচালনার জন্য স্বনামধন্য দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক গবেষণা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সম্পাদন করেছে। সিইজিআইএস এ পরিচালিত এরূপ গবেষণার ফলশ্রুতিতে এ পর্যন্ত তিনটি পিএইচডি ডিগ্রী অর্জিত হয়েছে।

জনবল

বর্তমানে সিইজিআইএস-এর সর্বমোট জনবল ২৩৪ জন। এদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ২০৪ জন বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা রয়েছেন। সিইজিআইএস এর রয়েছে মৎস্য, অর্থনীতি, কৃষি, সমাজতত্ত্ব, পানিবিজ্ঞান, পানি সম্পদ পরিকল্পনা, পুরকৌশল, তড়িৎকৌশল, জীববিজ্ঞান, পরিবেশ, প্রতিবেশ, নদী গঠনপ্রকৃতি ও প্ল্যানফর্ম, ভূ-গর্ভস্থ পানি, মাটি, পানি সম্পদ কৌশল, পানির গুণগতমান, প্রতিষ্ঠান, পরিবেশ আইন, জিআইএস, আরএস, ডাটাবেস, প্রোগ্রামিং, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি প্রায় ৩০টি বিভিন্ন পেশা ও বিষয়ভিত্তিক বিজ্ঞানী এবং প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ কারিগরি বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে গঠিত দল। অত্যাধুনিক কম্পিউটার এবং জিআইএস ও আরএস সফট ওয়্যার ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞগণ নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস এর জনবলের বিবরণঃ

শ্রেণী	বর্তমানে কর্মরত
বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা	২০৪ জন
সাপোর্ট ও অন্যান্য স্টাফ	৩০ জন
মোট	২৩৪ জন

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে চলমান প্রকল্পসমূহের তালিকা

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্প

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম
১	বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রস্তাবিত আখাউড়া- লাকসাম রুটে ডাবল লাইন নির্মাণ এবং দোহাজারী-রামু-কক্সবাজার এবং রামু-গুনদুম (মিয়ানমার সীমান্ত সংলগ্ন) রুটে নতুন লাইন স্থাপনে সোশ্যাল সেফগার্ড প্ল্যান প্রস্তুতকরণ
২	কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সামাজিক প্রভাব নিরূপন এবং ভিলেজ প্লাটফর্ম তৈরীতে পরামর্শ প্রদান
৩	বাংলাদেশের জন্য ফসল টাইপোলজী (Typology) প্রস্তুতকরণ
৪	বাংলাদেশের জলবায়ু সম্পর্কিত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় যথাযথ কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের ঝুঁকি, স্থানীয় অভ্যাস, সম্ভাব্য জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন (CCA) এবং দুর্যোগ ঝুঁকি কমানোর (DRR) বিকল্প সনাক্তকরণে সমীক্ষা প্রণয়ন
৫	বাংলাদেশে জলবায়ু সহিষ্ণু গ্রাম (Climate Smart Village) বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রণয়ন
৬	বন্যা ঝুঁকি, শহুরে প্রবৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সক্রিয়তার প্রেক্ষাপটে সহিষ্ণু অভিযোজন সমীক্ষা প্রণয়ন
৭	বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং আঞ্চলিকভাবে ফসল উৎপাদনের পূর্বাভাস প্রদানে Toolkit প্রয়োগের মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রণয়ন
৮	সুন্দরবন ইকোসিস্টেমের পরিবেশগত প্রবাহ (e-flow) নির্ণয়ের পদ্ধতি উদ্ভাবনে যৌথ পাইলট গবেষণা কার্যক্রম
৯	বদ্বীপ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পরামর্শক সেবা প্রদান
১০	বিশ্বের ব-দ্বীপ সমূহের নগরায়নকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন
১১	দেশে টেকসই ধান উৎপাদনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, বিপন্নতা এবং অভিযোজন নিরূপণে সমীক্ষা প্রণয়ন
১২	ট্রেন্ড এনালাইসিসের মাধ্যমে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের বিপন্নতা ও সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা নিরূপণে সমীক্ষা প্রণয়ন
১৩	দক্ষিণ এশিয়ায় রানঅফ্ সিনারিও তৈরি ও পানিভিত্তিক অভিযোজন কৌশল বিষয়ক সমীক্ষা প্রণয়ন
১৪	চট্টগ্রামের বোয়ালখালী ও কর্ণফুলী নদী এবং রাইখোলা খালের বাম ও ডান তীরের নদীতীর সংরক্ষণ কার্যক্রমের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা প্রণয়ন
১৫	ঢাকা ওয়াসার নিম্নআয়ের গ্রাহকদের উন্নতমানের সেবা প্রদানের পরিকল্পনা প্রণয়নে কারিগরী সহায়তা প্রদান
১৬	মানিকগঞ্জের কালী গঙ্গা নদীর ভূ-তলীয় পানি বিষয়ে গাণিতিক মডেলের ক্রমাঙ্কন (Calibration) ও ভ্যালিডেশন এবং ওয়াটার ব্যালেন্স প্রতিবেদন প্রণয়ন
১৭	পানি সংরক্ষণাগার সনাক্তকরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে পানির প্রাপ্যতা নির্ণয়ে জিওস্পেশাল (Geospatial) তথ্যভার ও তথ্য সিস্টেম প্রণয়ন

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম
১৮	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের জন্য জিআইএস ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন প্রস্তুত করণ
১৯	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের জন্য জিআইএস ভিত্তিক ডাটাবেজ প্রস্তুত করণ
২০	নদীতীর সংরক্ষণ কর্মসূচীর সম্ভাব্যতা পরীক্ষা ও বিস্তারিত প্রকৌশল ডিজাইনের আলোকে নদীর মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা প্রণয়ন
২১	যমুনা, গঙ্গা, পদ্মা ও মেঘনা নদীর তীর ভাঙ্গন এর পূর্বাভাস প্রদান
২২	মহেশখালীর কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই ও পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা প্রণয়ন
২৩	প্রস্তাবিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও ঘোড়াশাল রি-পাওয়ারিং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা ও পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নে সমীক্ষা প্রণয়ন
২৪	টাঙ্গুয়ার হাওরে পাহাড়ী ঢলের পানির উচ্চতা মাপার সেন্সর যন্ত্র স্থাপনে পরামর্শক সেবা প্রদান
২৫	মৎস্য বান্ধব স্থাপনার জন্য জল - গতিবিজ্ঞান সম্পর্কীয় সমীক্ষা প্রণয়ন
২৬	ভূমি মন্ত্রণালয়ের জাতীয় ভূমি জোনিং প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর জন্য উপগ্রহ চিত্র ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমি ব্যবহার মানচিত্র প্রণয়ন
২৭	বিভিন্ন ফসলের জন্য স্যাটেলাইট ইমেজ সংক্রান্ত মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম
২৮	বিটিএস কভারেজ প্ল্যান (৯ম পর্যায়) এর জন্য জিওমার্কেটিং সার্ভে পরিচালনা
২৯	৪০০/২৩০/১৩২ কেভি বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন স্থাপনের প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই, পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা ও রিসেটেলমেন্ট কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ
৩০	দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জলাবদ্ধতা কবলিত এলাকার মানচিত্র প্রণয়নে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) কে কারিগরী সহায়তা প্রদান
৩১	পোল্ডার ৩৬/১ পূনর্বাসন কার্যক্রমের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব সমীক্ষা প্রণয়ন
৩২	সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান
৩৩	ঢাকা ওয়াসার চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের গুণগতমান ও ভৌত অবস্থান পরিবীক্ষণ
৩৪	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ব্লু -গ্লোল্ড প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা প্রণয়ন
৩৫	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রোগ্রামে যাচাই- বাছাই (Screening) এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন স্কীমের প্রযুক্তিগত ও পরিবেশগত নিরীক্ষা
৩৬	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তিস্তা ব্যারেজ ২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় পানি নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার জন্য গাণিতিক মডেল এর সহায়তায় নক্শা প্রণয়নসহ ভূ-গর্ভস্থ পানি সমীক্ষা এবং টপোগ্রাফিক সার্ভে বিষয়ক কার্যক্রম
৩৭	বসুন্ধরা আবাসিক প্রকল্পের (১ম ও ২য় পর্যায়) পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা প্রণয়ন
৩৮	সাউথটাউন আবাসিক প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা প্রণয়ন
৩৯	ডেল্টা প্ল্যান এর অর্থায়ন বিষয়ক জাতীয় সংলাপ অনুষ্ঠানের আয়োজন
৪০	বসুন্ধরা রিভার ভিউ, বসুন্ধরা গ্রীন সিটি ও বসুন্ধরা সিটি ভিউ আবাসিক প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা, ট্রাফিক চলাচলের প্রভাব সমীক্ষা ও ওয়াটার মডেলিং সম্পন্নকরণ সমীক্ষা প্রণয়ন
৪১	বাগেরহাটের মংলাস্থ চিলায় এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জেনারেশন লিঃ এর প্রস্তাবিত কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট ও এলপিজি বোতলজাতকরণ প্ল্যান্ট নির্মাণের পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা প্রণয়ন
৪২	ডেসকো এলাকার জন্য প্রস্তাবিত ১৩২/১৩৩/১১ কেভি গ্রীড সাবস্টেশন নির্মাণ এবং ডেসকোর বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের সম্ভাব্যতা বৃদ্ধি ও পুনর্বাসন প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম
	প্রণয়ন
৪৩	তিস্তা অববাহিকার ফসল উৎপাদন ও গ্রামীণ অর্থনীতির উপর তিস্তা নদীর হ্রাসকৃত পানি প্রবাহের প্রভাব নির্ণয়ে সমীক্ষা প্রণয়ন

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে চলমান প্রকল্প

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম
১	বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রকল্প কার্যালয়ে (BanDuDeltaAs) কারিগরী ও পেশাগত সেবা প্রদান
২	বৃহত্তর ঢাকার বন্যা ঝুঁকি নিরসনে উদ্ভাবনী সমীক্ষা প্রণয়ন
৩	বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রণয়ন সম্পর্কিত ডেল্টা এ্যাটেলিয়ারস সেবা, ক্লাইমেট এটলাস ও জিওপোর্টাল কর্মশালার আয়োজন
৪	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ভ্যালু চেইন এর উপর জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি ও অভিযোজন ক্ষমতা নিরূপণে সমীক্ষা প্রণয়ন
৫	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অভিযোজনের অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন
৬	সীমান্তবর্তী অঘোষিত এবং অচিহ্নিত নদীসমূহ সনাক্তকরণ এবং যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর জন্য এ সকল নদীর উপর পজিশন পেপার প্রস্তুতকরণ
৭	বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রণয়ন সম্পর্কিত ডেল্টা এ্যাটেলিয়ারস সেবা, ক্লাইমেট এটলাস ও জিওপোর্টাল প্রস্তুতকরণ
৮	ঢাকার পূর্বাঞ্চলের বন্যা সংক্রান্ত হাইড্রোলজি নিরীক্ষণের গাণিতিক সমীক্ষা
৯	ইউল্যাব বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী প্রাঙ্গন স্থাপনার পরিবেশগত সমীক্ষা, ওয়াটার মডেলিং এবং সম্ভাব্য সমস্যা নিরসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ চিহ্নিতকরণ
১০	ইউএনএফসিসিসি-এর ''থার্ড ন্যাশানাল কমিউনিকেশন"এর আওতায় জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিভিন্ন তথ্য, বাঁধা,বৈসাদৃশ্য ও সার্মথ্য বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা" শীর্ষক প্রতিবেদন প্রণয়ন
১১	জাতীয় পানি সম্পদ ডাটবেসের হালনাগাদসহ তা প্রচার করণ
১২	মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির জন্য মাইক্রোফিন্যান্স ইনফরমেশন ও ড্যাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রস্তুতকরণ
১৩	সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিকী করণে পারমর্শক সেবা প্রদান
১৪	বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রকল্প কার্যালয়ে (BanDuDeltaAs) ইন্টারনেট সহায়তা প্রদান
১৫	ল্যান (LAN) সহ ইন্টারেক্টিভ লাইব্রেরি ইনফরমেশন সিস্টেম প্রস্তুত করণ
১৬	বন অধিদপ্তরের জন্য ওয়েবভিত্তিক বন্যপ্রাণী সম্পর্কিত অপরাধ এর তথ্যভান্ডার এবং বন্যপ্রাণী সম্পর্কিত অপরাধ পরিবীক্ষণ পদ্ধতি প্রস্তুতকরণ
১৭	ইউএনসিসিডির ১০ বছরের স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (NAP) পরিমার্জনকরণ
১৮	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের মুন্সীগঞ্জের এপিআই (একটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট) শিল্পপার্ক স্থাপনে টপোগ্রাফিক সার্ভে ও অন্যান্য কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান
১৯	কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ এর গ্যাস পাইপলাইন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি স্থাপনে জিআইএসভিত্তিক ডিজিটাল মানচিত্র প্রণয়ন

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম
২০	পরিবেশ অধিদপ্তরের জন্য জিআইএস ভিত্তিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডাটাবেজ প্রস্তুত করণ (২য় পর্যায়)
২১	জনবহুল বদ্বীপের জনগণের স্বাস্থ্য, জীবিকা, ইকোসিস্টেম সার্ভিস ও দারিদ্রতা হ্রাসে সমীক্ষা
২২	বাংলাদেশে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সিনারিও প্রস্তুতকরণ
২৩	দেশের ২৪টি নৌপথের মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা, গাণিতিক মডেল প্রণয়ন, পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব সমীক্ষা এবং পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা
২৪	M-G নৌপথের মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা এবং পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা
২৫	ভারতের বিহারে অবস্থিত কোশী নদীর অববাহিকায় কোশী নদীর আচরণ (Behavior) বিশ্লেষণ
২৬	চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে প্রস্তাবিত ৬৬০ মেগাওয়াটের দুইটি কয়লাভিত্তিক থারমাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রাথমিক পরিবেশ যাচাই এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা প্রণয়ন
২৭	শাহ্‌জিবাজার ৩৩০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স পরিবীক্ষণ
২৮	ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৪র্থ ইউনিটের রি-পাওয়ারিং প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা প্রণয়ন
২৯	কক্সবাজারের পেকুয়ায় দুটি ৬০০ মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা ও পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রণয়ন
৩০	বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রণয়ন
৩১	সিরাজগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৩য় ইউনিটের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা
৩২	পটুয়াখালী , বরিশাল ও চট্রগ্রাম প্রস্তাবিত (২৬০০মেগাওয়াট) তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা ও পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা
৩৩	ব-দ্বীপ সমূহের বিপন্নতা, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি , অভিবাসন ও অভিযোজন নিরূপণ সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রণয়ন
৩৪	রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পরীক্ষামূলক সমীক্ষভূক্ত এলাকার কৃষি জমির সীমানা নির্ধারণ
৩৫	নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্পের রিসেটেমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান তৈরীর নিমিত্তে জরিপ পরিচালনা
৩৬	পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী বাংলাদেশ এর আওতায় প্রস্তাবিত ৪০০/২৩০/১৩২ কেভি বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই এবং পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রণয়ন
৩৭	ভেড়ামারা হতে ঈশ্বরদী পর্যন্ত প্রস্তাবিত ১২ কিলোমিটার দীর্ঘ ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইনের রুট জরিপ, প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা এবং পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রণয়ন
৩৮	এলজিইডি (LGED) এর অধীনে অংশীদারিমূলক ক্ষুদ্র পর্যায়ের পানি সম্পদ বিষয়ক ৩০টি উপ-প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নে পরামর্শক সেবা প্রদান
৩৯	প্রস্তাবিত ২৭ কিলোমিটার দীর্ঘ ৪০০ কেভি এবং ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং ত্রিপুরা কুমিল্লা গ্রিড আন্তঃসংযোগ প্রকল্পের আওতায় দুটি বে - বর্ধিত করণের প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা এবং পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রণয়ন
৪০	ছাতক থেকে সুনামগঞ্জ পর্যন্ত প্রস্তাবিত ৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং সিলেট থেকে বিয়ানী বাজার পর্যন্ত প্রস্তাবিত ৩৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইনের প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা এবং পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নে সমীক্ষা
৪১	নদীতীর উন্নয়ন প্রোগ্রামের জন্য পরামর্শক সেবা প্রদান
৪২	গ্রামীণ ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক ও সংস্কার প্রকল্পের জন্য রিসেটেলমেন্ট অ্যাকশন পরিকল্পনাসহ রুট জরিপ, প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম
৪৩	মংলা-খুলনা ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইনের রুট জরিপ, প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা
৪৪	মংলা-মাওয়া আমিন বাজার ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং আমিন বাজার ৪০০/২৩০ কেভি সাব-স্টেশন প্রকল্পের রিসেটেলম্যান্ট অ্যাকশনস পরিকল্পনাসহ রুট জরিপ , প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা
৪৫	পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের আওতায় খনন কৃত আবর্জনা ফেলার স্থান নির্ধারণ সংক্রান্ত সমীক্ষা
৪৬	গোপালগঞ্জ সঞ্চালন তার ও সাবস্টেশন এর জন্য, রুট জরিপ, প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা
৪৭	বাংলাদেশ ওয়াটার পার্টনারশীপ এর জন্য পোল্ডার অঞ্চলে তরুণ ও নারীদের উপর কর্মশালা
৪৮	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাণ্ডের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা
৪৯	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ব্লু - গ্লোল্ড প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা
৫০	মায়াকানন লেক সিটি আবাসিক প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা ও ওয়াটার মডেলিং প্রস্তুতকরণ
৫১	বসুন্ধরা আবাসিক প্রকল্পের বর্ধিত অংশ (P ও Q) ব্লক পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা, ট্রাফিক চলাচলের প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা ও ওয়াটার মডেলিং প্রস্তুতকরণ
৫২	উপকূলীয় বাঁধ প্রতিরক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন ১৩টি পোল্ডারের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা
৫৩	১৩২০ মেগাওয়াট খুলনা কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রের পরিবেশগত পরিবীক্ষণ

সিইজিআইএস কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বাস্তবায়িত এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন ১০টি গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষা/গবেষণা প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১. মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (MRA) এর জন্য মাইক্রোফাইন্যান্স ইনফরমেশন সিস্টেম প্রস্তুতকরণ

মাইক্রোফাইন্যান্স ইনফরমেশন ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (MFI-DBMS) ক্ষুদ্রঋণ বিতরণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের টেকসই বিকাশসহ তাদের বিভিন্ন কার্যক্রম গুলোর শৃঙ্খলা রক্ষার লক্ষ্যে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (MRA), সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইন ফরমেশন সার্ভিসেস (CEGIS) সিইজিআইএস এর কারিগরী সহায়তায় একটি ওয়েব বেইজড এপ্লিকেশন প্রস্তুত করছে। মাইক্রোফাইন্যান্স ইনফরমেশন ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (MFI-DBMS) শীর্ষক এ এপ্লিকেশনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, দেশের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য অনুমতি প্রদান, কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা। এর মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার বিভিন্ন তথ্যাদি সন্নিবেশিত করে একটি বৃহৎ তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা হচ্ছে। MFI - DBMS মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির জন্য এটি হালনাগাদ ও গতিশীল অনলাইন সিস্টেম হিসেবে পরিগণিত হবে। ওয়েব এনাবেল এ সিস্টেমটি প্রণয়নে PHP, html/xhtml,css, AJAX, JQuery এবং Javascript ব্যবহার করা হয়েছে। আর ডাটাবেস নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে MySQL। সিস্টেমটি ব্যবহার উপযোগী করে তোলার উদ্দেশ্যে এতে ৯টি মডিউল সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এ গুলোর একটি, বেসিক ইনফো মডিউল, যা ক্ষুদ্রঋণ কর্মসুচির সাথে সম্পৃক্ত সংস্থাসমূহের প্রাথমিক / মূল তথ্যাবলীর যোগান দেবে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি ও সংস্থাসমূহকে তাৎক্ষণিক ভাবে যে কোন ধরণের উপদেশ /নির্দেশ বা মূল্যায়ন করার কাজে এটি ব্যবহার করা যাবে। কোন সংস্থাকে লাইসেন্স প্রদান করা, আযোগ্য ঘোষণা করা, বাতিল করা, সাময়িকভাবে স্থগিত করা ইত্যাদি কাজের জন্য লাইসেন্স প্রসেসিং মডিউল অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী সংস্থার সঞ্চয় ও ঋণ বিতরণের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব তুলে ধরবে এর লোন এন্ড সেভিংস মডিউল। ক্ষুদ্রঋণ ব্যতীত আন্যান্য কর্মকান্ড ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক তথ্য পাওয়া যাবে প্রোডাক্ট মডিউল থেকে। সংস্থাসমূহের কর্মসূচী /পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করবে সুপারভিশান মডিউল । চাহিদা অনুযায়ী ফলাফল ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করার জন্য রয়েছে রিপোর্ট /ক্যুয়ারি মডিউল। তথ্য বিশ্লেষণ করে টেবিল, চার্ট, ম্যাপ ইত্যাদি তৈরী করা যাবে এবং তা বিভিন্ন উপযোগী ফরমেটে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা যাবে ডাটা এনালাইসিস এন্ড ভিজুয়ালাইজেশন মডিউলের মাধ্যমে। ইভেন্ট ভিউই এন্ড একসেস কন্ট্রোল মডিউল এর মাধ্যমে সিস্টেমটি ব্যবহারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। এর ডাটা মাইগ্রেশন মডিউল বিভিন্ন ফরমেটের ডাটাকে উপযোগী ফরমেটে রূপান্তর করতে সক্ষম।

ওয়েব বেইজড এপ্লিকেশনটি এখনও ক্রম বিকাশমান পর্যায়ে রয়েছে । আশা করা যায় যে, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি এ সিস্টেমটির মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত সংস্থাসমূহের পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি অত্যন্ত সহজভাবে করতে পারবে ।

২. স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (এলজিইডি) এর আওতায় দ্বিতীয় পর্যায়ে ক্ষুদ্রায়তন পানি সম্পদ সেক্টর উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নোত্তর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস)-কে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (এলজিইডি) এর দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্ষুদ্রায়তন পানি সম্পদ সেক্টর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সমাপ্তকৃত ৩০০ (তিনশত) উপ-প্রকল্পের মধ্য হতে নমুনা চয়নের মাধ্যমে ৩০ (ত্রিশটি) উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা সম্পাদনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী এ মূল্যায়ন সমীক্ষা কাজটি এক (১) বছরের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

উপপ্রকল্প সমূহ তিনটি পার্বত্য জেলা ব্যতীত দেশের মোট ৬১ জেলায় বিস্তৃত। উপপ্রকল্পগুলো এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে ২০১০ সালে বাস্তবায়িত হয়েছে। উপপ্রকল্পের প্রতিটির মোট আয়তন ১০০০ হেক্টর অথবা তার চেয়ে কম। পানি ব্যবস্থাপনায় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণসহ অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিসহ সংশ্লিষ্ট গ্রামীণ জনগণের আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকা তথা দেশের দারিদ্র বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব নিশ্চিত করাই উপপ্রকল্পগুলির প্রধান উদ্দেশ্য। সিইজিআইএস উল্লিখিত লক্ষ্য অর্জনে আলোচ্য উদ্দেশ্যেসমূহ কতটুকু কার্যকর হয়েছে তা নির্ণয়ে প্রশ্নমালা জরিপ পদ্ধতিসহ প্রাসঙ্গিক অন্যান্য পদ্ধতি অনুসরণ পূর্বক এর প্রভাব মূল্যায়নে কাজ করছে। আলোচ্য প্রভাব মূল্যায়ন শেষে প্রতিটি উপপ্রকল্পের ফলাফল স্বতন্ত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে এবং সবগুলো উপ- প্রকল্প সমন্বিত করে একটি মূল প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হবে ।

চিত্র: প্রকল্প এলাকায় গৃহীত পানি সংরক্ষণ, সেচ ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা গ্রহণ

৩. ডিটেইল্ড এরিয়া প্লান (DAP) এলাকার পশ্চিমাংশের পানি ও বন্যাপ্রবাহ (Flood Hydrology) বিষয়ক সমীক্ষা

ঢাকা শহর ও এর পাশ্ববর্তী এলাকা নিয়ে রাজউক কর্তৃক প্রণীত ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (DAP), এ এলাকার সামগ্রিক নগরায়ন প্রক্রিয়ায় একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। জলাশয়, নদী, খাল ইত্যাদি একটি নগরের জলপ্রবাহ ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। নগর পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় জলাশয়সমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামগ্রিক পটভূমির প্রেক্ষিতে রাজউক DAP এলাকার পশ্চিমাংশের

পানি ও বন্যাপ্রবাহ বিষয়ক সমীক্ষা পরিচালনার জন্য সিইজিআইএসকে দায়িত্ব প্রদান করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় সমগ্র (DAP) এলাকার নদী সমূহের স্বাভাবিক ও বন্যা প্রবাহ এবং এদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হবে। এ কর্মপ্রক্রিয়ায় বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য বন্যাবছর ও নগরায়ন পরিকল্পনা সমূহ বিবেচনায় নিয়ে সমীক্ষাটি পরিচালনা করা হবে। এ সমীক্ষা হতে লব্ধ জ্ঞান, ফলাফল ও উপদেশ সমূহ DAP এর পরবর্তী পরিবর্ধন ও পরিমার্জন কাজে অন্তর্ভূক্ত করা হবে। প্রকল্পটির কাজ মে ২০১৫ তে শুরু হয়েছে এবং ডিসেম্বর, ২০১৫ তে শেষ হবে।

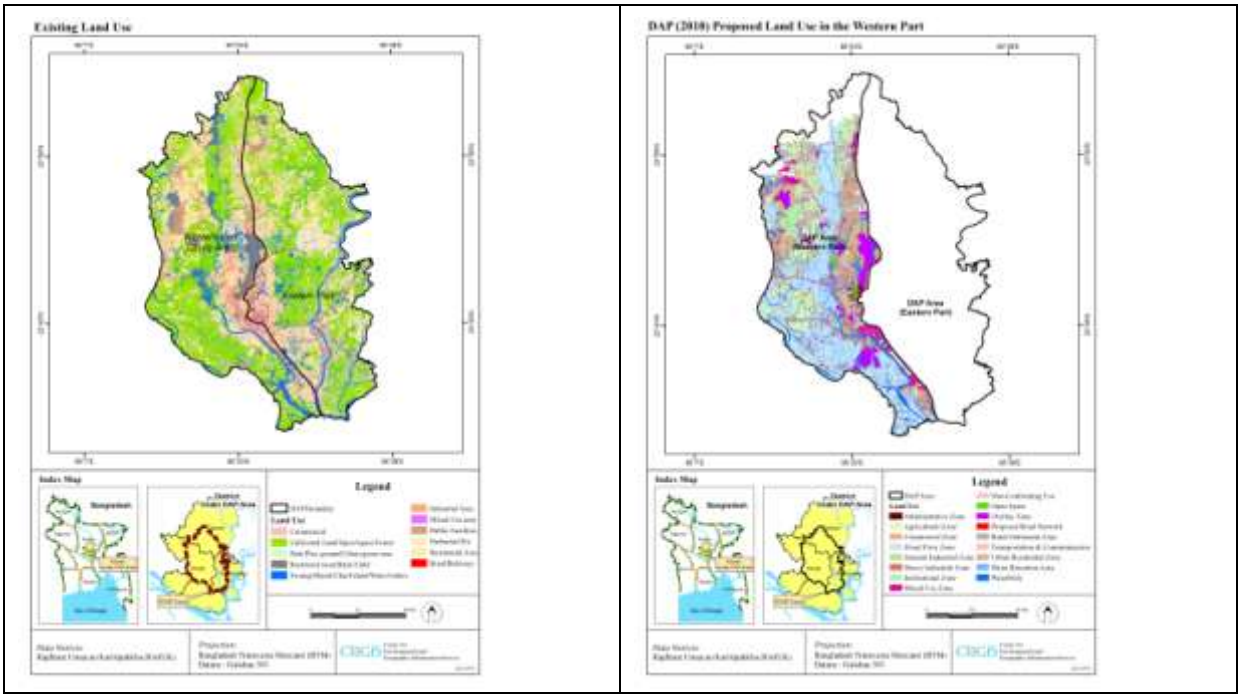

৪. পদ্মা বহুমূখী সেতু প্রকল্পের নদী শাসনে ড্রেজিংকৃত পলিমাটি ফেলার নিমিত্তে পরিবেশবান্ধব এবং সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য স্থান নির্বাচন বিষয়ক সমীক্ষা ঃ

পদ্মা বহুমূখী সেতু প্রকল্প কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ কনস্ট্রাকশন সুপারভিশন কন্ট্রাকটর (সিএসসি) ও সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস) এর মধ্যে এ প্রকল্পের নদী শাসনে ড্রেজিংকৃত পলিমাটি ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে পরিবেশবান্ধব এবং সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য স্থান নির্বাচন কল্পে একটি সমীক্ষা প্রণয়নের জন্য গত ১১ মার্চ ২০১৫ তারিখে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী সমীক্ষা কাজটির মেয়াদ নব্বই (৯০) দিন থাকলেও কাজের পরিধি সম্প্রসারিত হওয়ায় এর মেয়াদ আরো ত্রিশ (৩০) দিন বৃদ্ধি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, চীন দেশীয় নির্মাণ কোম্পানী Major Bridge Engineering Corporation (MBEC) মূল সেতুর (৫.১৫কিঃমিঃ দীর্ঘ) কাজ করছে, এবং SINOHYDRO জাজিরা অংশে নদী শাসনের কাজ করছে।

ড্রেজিংকৃত পলিমাটি পরিবেশবান্ধব এবং সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য স্থান নির্বাচনের মাধ্যমে যথাস্থানে ফেলাই হচ্ছে এ সমীক্ষা কাজের মূল উদ্দেশ্য। এজন্য কারিগরি পর্যায় সম্ভাবতা যাচাইয়ের জন্য topographic, bathymetry, morphological সার্ভে সম্পন্ন করা হয়। অন্যদিকে প্রথমিকভাবে পরিবেশগত প্রভাব নির্ণয়ে সমীক্ষার অংশ হিসেবে, র‍্যাপিড রূরাল এপ্রাইজাল (আর আর এ) এবং ফোকাস গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সামাজিক তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই বাছাই করা হয়। শরিয়তপুর ও মাদারীপুর জেলাস্থ জাজিরা ও শিবচর উপজেলা দুটোর মোট বাইশটি (২২) মৌজার পনেরটির (১৫) জমির মালিকানা যাচাই করা হয়। সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের মতামত গ্রহণের জন্য পঁচিশটি (২৫) অনানুষ্ঠানিক এবং ৫টি (পাঁচটি) আনুষ্ঠানিক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উল্লিখিত সমীক্ষার আলোকে মূল সেতু নির্মাণ এবং নদী শাসন কাজে ড্রেজিংকৃত পলিমাটির মোট পরিমাণ যথাক্রমে ১০ এবং ২০ মিলিয়ন ঘনমিটার যা ফেলার জন্য বিভিন্ন ব্লকে প্রায় ৯২৭ হেক্টর জমির প্রয়োজন হবে। সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের মতামত এবং তাদের জীবন ও জীবিকা এবং ফসলের আর্থিক মূল্য বিবেচনা করে ড্রেজিংকৃত পলিমাটির অধিকাংশ পদ্মা নদীর ভাঙ্গন প্রবণ এলাকায় এবং চরের খাস জমিসহ নিচু এলাকাসমূহে ফেলা হবে। অবশিষ্ট মাটি অনুর্বর জমিতে ফেলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

সিইজিআইএস-এর পক্ষ হতে ইতোমধ্যে সমীক্ষার কাজ সম্পন্ন করে এর চূড়ান্ত প্রতিবেদনসহ সম্প্রসারিত কাজের চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে, যা ইতোমধ্যে সার্বিকভাবে গৃহীত হয়েছে।

চিত্র: অতিরিক্ত মাটি ফেলার জন্য চিহ্নিত স্থানের মানচিত্র

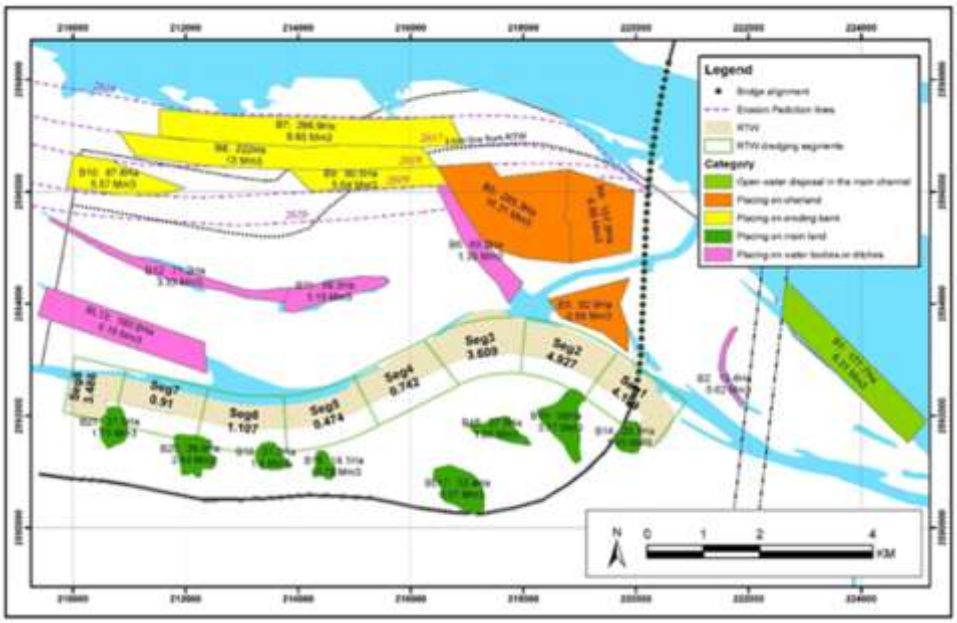

চিত্র: মাটি ফেলার জন্য সমীক্ষার ২য় পর্যায়ে চিহ্নিত করা স্থান সমূহ

৫. বন অধিদপ্তরের জন্য বন্যপ্রাণী সম্পর্কিত অপরাধের তথ্যভাণ্ডার এবং তা পরিবীক্ষণে ওয়েবভিত্তিক পদ্ধতি প্রস্তুতকরণ

জীববৈচিত্র্য এবং বন সম্পদ রক্ষা ও সংরক্ষণে এ সম্পর্কীয় অপরাধ পর্যবেক্ষণ করা অত্যন্ত অপরিহার্য। বাংলাদেশ বন বিভাগ (BFD) বন্যপ্রাণী সংক্রন্ত অপরাধসমূহ সনাতন পদ্ধতিতে লিখিত আকারে সংরক্ষণ করে থাকে। দক্ষতার সাথে এবং সময়মত বন্য প্রাণী অপরাধ পর্যবেক্ষণে বাংলাদেশ বন বিভাগ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ (SRCWP) প্রকল্পের অধীনে ওয়েব ভিত্তিক বন্যপ্রাণী অপরাধ ডাটাবেস ও মনিটরিং সিস্টেম বিকাশের লক্ষ্যে সিইজিআইএসকে নিয়োজিত করেছে ।

ওয়েব ভিত্তিক ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম ডাটাবেস প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য সমূহ ঃ

- বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধ ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের নিমিত্তে একটি যথাযথ ফর্ম্যাট (ছক) প্রণয়ন;
- যথাযথ কাঠামো ভিত্তিক বন্যপ্রাণী অপরাধ ডাটাবেস এবং ওয়েব ভিত্তিক অপরাধ পর্যবেক্ষণ সিস্টেম (WCMS) গঠন;

- মনিটরিং ও বন্যপ্রাণী অপরাধের দেখভাল বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে (BFD) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করণ এবং
- ন্যাশনাল ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম ডাটাবেস তৈরির মাধ্যমে আঞ্চলিক সহযোগিতা নির্মাণে SRCWP প্রকল্পে সহায়তা প্রদান

চিত্র: বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধ

এই ওয়েব ডাটাবেস সিস্টেম, বন বিভাগের কর্মীদের ক্ষমতা জোরদার করবে এবং বন বিভাগের কর্মকর্তারা দেশের বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধসমূহ দক্ষতার সাথে নজর দারী করতে এবং জীব বৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এছাড়া বাংলাদেশ বন বিভাগ ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন কৌশল হিসেবে আঞ্চলিক দেশগুলোর সাথে সু-সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হবে যা বন্যপ্রাণী রক্ষায় আঞ্চলিক সহযোগিতাকে আরো সুদৃঢ় করবে।

৬. কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ এর গ্যাস পাইপলাইন এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি স্থাপনে জিআইএসভিত্তিক ডিজিটাল মানচিত্র প্রণয়ন

বৃহত্তর চট্টগ্রাম এলাকায় প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ করার জন্য ফেব্রুয়ারী ২০১০ সালে গঠিত কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (কেজিডিসিএল) তার আওতাধীন এলাকা সমূহের গ্রাহক ডাটাবেস ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) **এবং** একটি জিআইএস ভিত্তিক ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) প্রস্তুত করতে ইচ্ছুক এতে গ্যাস সম্পর্কিত অন্যান্য ইনস্টলেশনের সঙ্গে গ্যাস পাইপলাইনের বিভিন্ন স্তরের তথ্য অন্তর্ভূক্ত করা যাবে। কেজিডিসিএল Single Source Selection পদ্ধতিতে কাজটি সম্পন্ন করার জন্য সিইজিআইএসকে নিয়োগ করে এবং বিগত ২২ জানুয়ারী, ২০১৪ তারিখে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

কেজিডিসিএল এর আওতাধীন ২৫০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা আটটি অঞ্চলে বিভক্ত। চট্টগ্রম জেলার আনোয়ারা, বোয়ালখালী, চাঁদগাও, চট্রগ্রাম বন্দর, ডবলমুরিং, হালিশহর, হাটহাজারী, কর্ণফুলি, খুলশী, কোতোয়ালী, পাহাড়তলী,পাঁচলাইশ, পতেঙ্গা,পটিয়া, রাঙ্গুনিয়া, রাউজান, সীতাকুন্ড উপজেলা এর অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে একটি পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে সিইজিআইএস চট্টগ্রাম সিটি জোন -৩ অংশে গ্যাস পাইপলাইন,গ্যাস ইনস্টলেশন ও গ্রাহকদের বিস্তারিত তথ্য সমৃদ্ধ জিআইএস ভিত্তিক এমআইএস প্রণয়নের লক্ষ্যে কাজ কারে যাচ্ছে ।

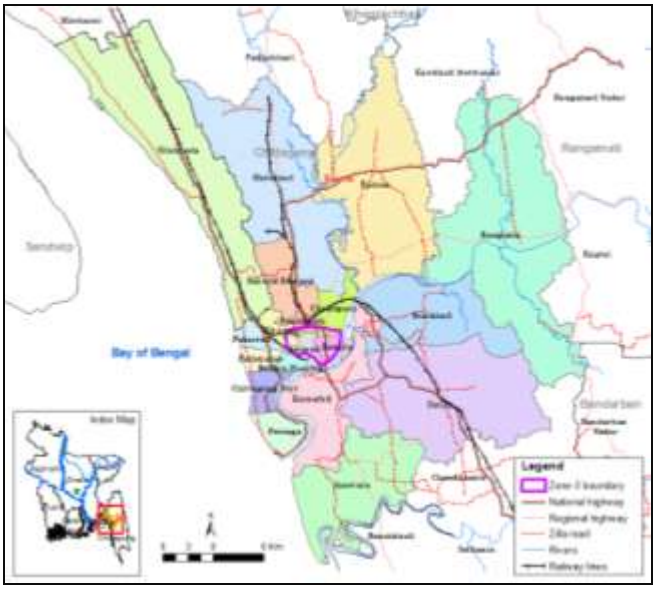

চিত্র:কেজিডিসিএল এর আওতাধীন অঞ্চল

এ সমীক্ষার মাধ্যমে উন্নত জিআইএস ভিত্তিক এমআইএস এবং ডিজিটাল মানচিত্র তৈরি হলে তা কেজিডিসিএল-এর সেবার মান অক্ষুন্ন রাখাসহ তাদের ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করবে এবং তাদের কার্যক্রম আরো ত্বরান্বিত হবে।

৭. ভারতের বিহারে অবস্থিত কোশী নদীর অববাহিকায় কোশী নদীর আচরণ (Behavior) বিশ্লেষণ

বিহার, ভারতের একটি অন্যতম প্রধান বন্যাপ্রবণ রাজ্য। উত্তর বিহারের মোট জনসংখ্যার ৭৬ শতাংশ প্রতিবছর বন্যা কবলিত হয়। বিহার রাজ্য সরকার এ কারণে বন্যা ব্যবস্থাপনা উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। এ লক্ষ্যে বিহার সরকার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বন্যার প্রকোপ, দুর্ভোগ ও ঝুঁকি প্রবণতা কমাতে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ী, রাস্তা, এবং বিভিন্ন অবকাঠামো পুনঃস্থাপন এবং বন্যা ব্যবস্থা পুনরায় জোরদার করার নিমিত্তে পানি সম্পদ বিভাগের আওতায় বন্যা ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন সাপোর্ট সেন্টার (FMISC) এর মাধ্যমে একে আরো শক্তিশালীকরণের নিমিত্তে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে ।

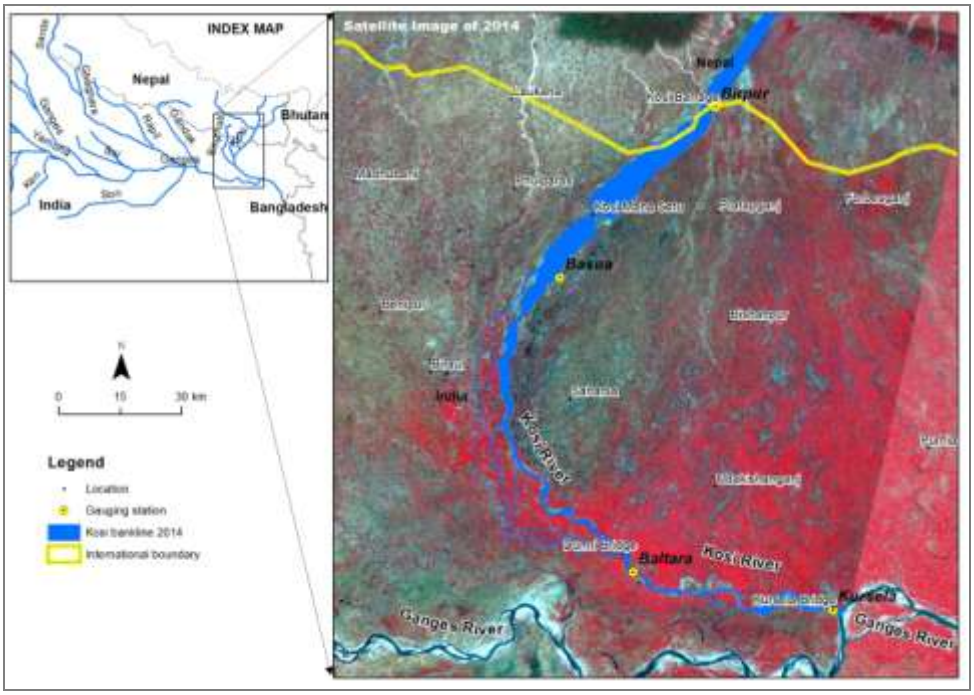

চিত্র:ভারতের বিহারে অবস্থিত কোশী নদীর অববাহিকায় কোশী নদীর আচরণ (Behavior) বিশ্লেষণ আওতাধীন অঞ্চল

বিহার রাজ্য সরকার FMISC এর মাধ্যমে নদীটির আচরণ বিধি গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সমস্যা চিহ্নিত করণসহ তা সমাধানের জন্য সিইজিআইএসকে পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেছে। সিইজিআইএস ভবিষ্যৎতে এ নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তন এবং নদী ভাঙ্গনের ট্রেন্ড মডেল প্রণয়ন পূর্বক এর ভাঙ্গন প্রক্রিয়া বিস্তারিত ভাবে বোঝার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্য FMISC এর সঙ্গে কাজ করছে।

৮. বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রণয়ন

বাংলাদেশ সরকার ও নেদারল্যান্ডস সরকারের যৌথ উদ্যোগে নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের সহযোগিতায় বদ্বীপ বাংলাদেশের পানি সম্পদ ক্ষেত্রকে প্রাধান্য দিয়ে 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০' নামে একটি সমন্বিত, দীর্ঘমেয়াদী ও সুদূরপ্রসারী মহাপরিকল্পনা বাস্তাবায়িত হচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের জেনারেল ইকোনমিক ডিভিশন (জিইডি) এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডস এর পক্ষ থেকে একটি কনসরটিয়াম গঠন করে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সিইজিআইএস, বাংলাদেশের পক্ষে এ কনসরটিয়ামের হয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা প্রদান করছে। পৃথিবীর বদ্বীপ হিসেবে পরিচিত নদী বেষ্টিত বাংলাদেশ একটি প্লাবনভূমি, যা ভূ- প্রকৃতির অবস্থানের কারণে আগামী দশকগুলোতে বন্যা, খরা, সাইক্লোন, পানির গুণাগুন হ্রাস, লবণাক্ততা বৃদ্ধিসহ নানাবিধ প্রাকৃতিক দূর্যোগ ঝুঁকির সম্মুখীন হবে। এসকল দূর্যোগের প্রভাব সমূহ হ্রাস করার নিমিত্তে ও জলবায়ু পরিবর্তন বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশের জন্য সার্বিকভাবে কৃষি ও শিল্প অর্থনীতি, পানি ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ খাতকে সমন্বিত করে দেশের উন্নতির লক্ষ্যে ৫০ থেকে ১শ' বছর মেয়াদী এ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে। সার্বিকভাবে এ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্য হল, প্রাকৃতিক দূর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি করণ, পানি, খাদ্য ও পরিবেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা ।

৯. মহেশখালী তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের পরিবেশ প্রভাব নিরূপণ সংক্রান্ত সমীক্ষা

পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান ২০১০ অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ চাহিদার ৫০% দেশে উৎপাদনসহ দেশের আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কক্সবাজার জেলার মহেশখালিতে একটি ৬০০০ মেগাওয়াটের কয়লা এবং ৩০০০ মেগাওয়াটের এলএনজি ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সিইজিআইএস এ প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাবনিরূপণে সমীক্ষা পরিচালনা করছে। এ সমীক্ষায় কয়লা ও এলএনজি ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ফলে কেন্দ্র সংলগ্ন এলাকার পরিবেশ ও আর্থ - সামাজিক অবস্থার উপর সম্ভাব্য প্রভাবসমূহ সনাক্তকরণও তা উপসমনের উপায়সমূহ সুপারিশ করেছে। সমীক্ষাটিতে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রকল্পের নেতিবাচক প্রভাব উপসমন ও প্রকল্প হতে উদ্ভূত সুবিধাসমূহ বৃদ্ধির বিষয়গুলো ও তুলে ধরা হয়েছে। এতে প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির পরিবেষগত প্রভাব মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

চিত্রঃ প্রকল্প এলাকার মানচিত্র

১০. বিভিন্ন আবাসন প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব, যান চলাচলের উপর প্রভাব ও ওয়াটার মডেলিং সমীক্ষা

ঢাকা বিশ্বের ১১তম মেগা শহর যা ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। বাংলাদেশের শহুরে (আরবান) জনসংখ্যার প্রায় ৪০% ঢাকায় বসবাস করে। বর্তমানে ঢাকায় প্রায় ১.৬ কোটি মানুষ বসবাস করে, যা বিভিন্ন কারণে ১৯৫১ - ২০০০ সাল পর্যন্ত মোট ১৮ বার প্রসারিত হয়েছে এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে আরও প্রসারিত হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার আবাসন চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিভিন্ন আবাসন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। রাজউকের ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান (DAP) অনুসারে প্রকল্প এলাকায় বন্যার পানি প্রবাহ বাঁধাগ্রস্ত হয়ে যাতে এখানে বসবাসরত মানুষের জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করতে না পারে, সড়ক ড্রেনেজ সিস্টেমে কোন বাঁধা সৃষ্টি করতে না পারে, কৃষি ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব না পরে ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। এ লক্ষ্যে সিইজিআইএসকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় নেওয়া বিভিন্ন আবাসন প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব, যান চলাচলের উপর প্রভাব ও ওয়াটার মডেলিং সংক্রান্ত সমীক্ষাসমূহ সম্পাদন করার দায়িত্ব প্রদান করেছে। এর মধ্যে সিইজিআইএস ২০১৪ - ২০১৫ অর্থবছরে নিম্নোক্ত আবাসন প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব,যান চলাচলের উপর প্রভাব ও ওয়াটার মডেলিং সমীক্ষা কাজ শেষ করেছে:

- বসুন্ধরা আবাসিক প্রকল্পের (১ম ও ২য় পর্যায়) পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা
- সাউথটাউন আবাসিক প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা
- বসুন্ধরা রিভার ভিউ, বসুন্ধরা গ্রীন সিটি ও বসুন্ধরা সিটি ভিউ আবাসিক প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা, ট্রাফিক চলাচলের প্রভাব ও ওয়াটার মডেলিং সংক্রান্ত সমীক্ষা সমূহ

চিত্র:পরিবেশগত প্রভাব পর্যবেক্ষণ

চিত্র:যান চলাচলের উপর প্রভাব পর্যবেক্ষণ

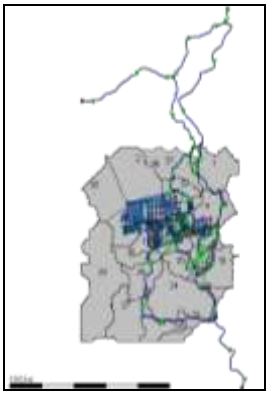

চিত্র:ওয়াটার মডেলিং সমীক্ষা

এছাড়া একই সমীক্ষা নিম্নোক্ত আবাসন প্রকল্প সমূহে ও সম্পাদন করছেঃ

- বসুন্ধরা আবাসিক প্রকল্পের বর্ধিত অংশ (P ও Q) ব্লক
- মায়াকানন লেক সিটি আবাসিক প্রকল্প
- ইউল্যাব বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী প্রাঙ্গন

১১. সুন্দরবন ইকোসিস্টেমের পরিবেশগত প্রবাহ (e-flow) নির্ণয়ের পদ্ধতি উদ্ভাবনে যৌথ পাইলট গবেষণা

বিশ্বের সর্ব বৃহৎ ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেমের পরিবেশগত প্রবাহ (e-flow) নিরীক্ষণের জন্য IUCN- এর উদ্যোগে সমগ্র সুন্দরবনের উপর একটি পাইলট সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়। এ সমীক্ষাটি বাংলাদেশ ও ভারত যৌথভাবে পরিচালনা করে। বাংলাদেশের সিইজিআইএস এবং ভারতের যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ও IIT কে নিয়ে যৌথ গবেষণা দল গঠন করা হয়। সমীক্ষাটি দু'টি ধাপে সম্পাদন করা হয়। প্রথম ধাপে সমীক্ষাটির কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা হয় এবং দ্বিতীয় ধাপে সুন্দরবনের মধ্যে নির্ধারিত পাইলট এলাকায় পরিবেশগত প্রবাহ (e-flow) নিরীক্ষণ করা হয়। বাংলাদেশ ও ভারতে অবস্থিত পুরো সুন্দরবনের পরিবেশগত প্রবাহ (e-flow) নিরীক্ষণে অভিন্ন কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা এ সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য থাকলে ও নিম্নে বর্ণিত উদ্দেশ্যগুলো ও ছিলঃ

- নদী প্রবাহ ও ইকোসিস্টেমের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ করা;
- প্রস্তাবিত কর্মপদ্ধতি পরীক্ষণ ও উন্নতি সাধন করা এবং
- পাইলট এলাকায় পরিবেশগত প্রবাহ নিরীক্ষণ করা।

চিত্রঃ সমীক্ষার আওতায় মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ ও জরিপ কাজ চলছে

এই সমীক্ষার জন্য সুন্দরবনে অবস্থিত নদীর পুরো নেটওয়ার্কের উপর (গড়াই থেকে শুরু করে পশুর নদী পর্যন্ত) একটি হাইড্রো-ডাইনামিক মডেল তৈরি করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ ও ভারতের হুগলি এবং ইছামতি আন্তঃসীমান্ত নদী দুটো এ মডেলের আওতায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়। গড়াই নদীর লবণাক্ততা পরিমাপের জন্য আরও একটি মডেল তৈরি করা হয়। সুবিধাভোগী অংশীদার ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে এ সমীক্ষার বিভিন্ন দিক চুড়ান্ত করা হয়। বিভিন্ন মডেলের ফলাফল ও আলোচনা সভা হতে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে সুন্দরবনের পরিবেশগত প্রবাহ নিরীক্ষণের কৌশল চূড়ান্ত করা হয়।

১২. উপগ্রহ চিত্র ব্যবহার করে ভূমি ব্যবহার মানচিত্র প্রণয়ন

জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি ২০০১ সালের নির্দেশ অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সহযোগিতায় ভূমি মন্ত্রণালয় "ল্যান্ড জোনিং" প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে "জাতীয় ভূমি জোনিং প্রকল্প (২য় পর্যায়)" এর ভূমি জোনিং প্রতিবেদন ও ম্যাপ প্রস্তুতির কাজে ব্যবহারের জন্য স্যাটেলাইট ইমেজ সরবরাহের নিমিত্তে Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS) ও "জাতীয় ভূমি জোনিং প্রকল্প (২য় পর্যায়)" এর সঙ্গে গত ০১ এপ্রিল ২০১৪ ইং তারিখে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে RapidEye Satellite Images (5m) ব্যবহার করে নির্বাচিত ২৬ জেলায় (লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সিলেট, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, ঝিনাইদাহ, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, মাগুড়া, কুষ্টিয়া, মানিকগঞ্জ, নঁওগা, চাপাই নওয়াবগঞ্জ, রাজশাহী, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, ঢাকা, নারায়ানগঞ্জ এবং কুমিল্লা) উপজেলা ভিত্তিক "ল্যান্ড জোনিং" ও মানচিত্র তৈরি করা; দেশীয় উদ্ভিদকুল ও প্রাণিকুল রক্ষা নিশ্চিত করা, বিশেষ করে প্রাকৃতিক ভূমি সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার থেকে উদ্ভূত প্রভাব কমানো এবং বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে ভূমি সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নীত ও সংরক্ষণ করা এবং পরিবেশগত ক্রিটিক্যাল এরিয়া (ECAs) ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সমূহের মান অক্ষুন্ন রাখা।

"জাতীয় ভূমি জোনিং প্রকল্প (২য় পর্যায়)" এর আওতায় RapidEye Satellite Images (5m) ব্যবহার করে ১৪টি জেলার উপজেলা ভিত্তিক "ল্যান্ড জোনিং" ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস)-এর নিয়মিত কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, এনজিও, উন্নয়ন সহযোগী এবং সিইজিআইএস এর পেশাজীবিদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা। এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যবহৃত পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ মডেল, জিআইএস, আরএস ও ডাটাবেসসহ অন্যান্য সমসাময়িক প্রযুক্তির প্রয়োগ ও ব্যবহারের উপর সম্যক ধারণা প্রদান করাসহ অংশগ্রহণকারীদের পেশাগত দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণসমূহের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	কোর্সের সময়	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	রিজিওনাল ক্লাইমেট মডেল (REGCM) এর উপর প্রশিক্ষণ	২৫- ২৮জানুয়ারী ,২০১৫	২৮
২	পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন অনুশীলনকারীদের জন্য প্রশিক্ষণ	০২ - ১০ ফেব্রুয়ারী	২৫
৩	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ	৮ - ১০ মার্চ , ২০১৫	২৪
৪	সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (IWRM) এর উপর প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ	২৯ শে মার্চ - ০২ এপ্রিল,২০১৫	২০
৫	সমুদ্র সীমা নির্ধারণ ও ব্লু ইকোনমির সম্ভাবনা ভিত্তিক জ্ঞান সভা	১৬ এপ্রিল . ২০১৫	৩৫
৬	সিইজিআইএস এর মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্তে প্রশিক্ষণ	২১ - ২৩ এপ্রিল, ২০১৫	১৫
৭	বাংলাদেশের প্রকিউরমেন্ট নীতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৫- ৩০ এপ্রিল, ২০১৫	২
৮	জিপিএস এবং জিপিএস এর ব্যবহারিক প্রয়োগের নিমিত্তে প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ	২৩ - ২৫ মে, ২০১৫	১৬
৯	সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতাবর্ধনে প্রশিক্ষণ	২৫ - ২৯ মে, ২০১৫	১৪
১০	ওয়েব সক্রিয় জিআইএস ভিত্তিক এমআইএস এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল তথ্য চালনার উপর প্রশিক্ষণ	১৩ - ১৪ জুন , ২০১৫	১১
১১	জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পুনর্বাসন ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ	২২ -২৪ জুন, ২০১৫	২৪

দেশীয় প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং উচ্চতর শিক্ষার জন্য সিইজিআইএস এর কর্মকর্তাদিগকে নিয়মিত বিদেশে প্রেরণ করা হয়। বর্তমানে জার্মানী, নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে সিইজিআইএস এ কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করছেন। বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ শেষে কর্মকর্তাগণ পুনরায় সিইজিআইএস - এ যোগদান করেন এবং প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার আলোকে সিইজিআইএস-এর সমীক্ষাসহ অন্যান্য কাজগুলোকে আরো সমৃদ্ধ করেন। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক বৈদেশিক প্রশিক্ষণসমূহে প্রেরিত কর্মকর্তাগণের বিবরণ নিচে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক্রমিক নং	বিদেশ প্রশিক্ষণ/উচ্চতর শিক্ষার বিষয়	দেশের নাম	সময়	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	থাইল্যান্ড	৫ দিন	১৪
২	ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলম্বিয়া (ইউবিসি) ওয়াটার শেড মডেলের উপর প্রশিক্ষণ	পাকিস্তান	৪ দিন	৩
৩	ওয়েব ভিত্তিক জিআইএস ব্যবহারযোগ্য প্রযুক্তি প্রস্তুতকরণে প্রশিক্ষণ	নেপাল	৫ দিন	১

কর্মশালা

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সিইজিআইএস নিম্নবর্ণিত কর্মশালাসমূহ আয়োজন করেছে

ক্রমিক নং	কর্মশালার বিষয়	সময়
১	"দেশে টেকসই ধান উৎপাদনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, বিপন্নতা এবং অভিযোজন কার্যক্রমের কার্যকারীতা সমীক্ষা" এর উপর কর্মশালা	২১ ডিসেম্বর, ২০১৪
২	"ইকোসিস্টেম-বেজড অ্যাপ্রোচেস টু অ্যাডাপটেশন (ইবিএ) ইন দ্য ড্রউট প্রোন্ বারিন্দ ট্র্যাক্ট অ্যান্ড হাওর ওয়েটল্যান্ড" প্রজেক্টের উপর আঞ্চলিক কর্মশালা	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৪
৩	"বাংলাদেশে জলবায়ু সহিষ্ণু গ্রাম (Climate Smart Village) বাস্তবায়নে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা"- এর চুড়ান্ত কর্মশালা	১৮ জানুয়ারী , ২০১৫
৪	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর কর্মকর্তাদের জন্য ভূ-তলীয় পানি ব্যবস্থাপনা ও পর্যবেক্ষণ বিষয়ক পাইলট এমআইএস এর উপর কর্মশালা	২৪ জানুয়ারী , ২০১৫
৫	বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ প্রকল্পের অধীনে আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত ওয়েব ভিত্তিক ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম ডাটাবেস- এর উপর কর্মশালা	২৯ জানুয়ারী , ২০১৫
৬	"গভীর নলকূপ এবং অগভীর নলকূপের জোন অব্ ইনফ্লুয়েন্স নির্ণয়ে সমীক্ষা" এর চুড়ান্ত কর্মশালা	২২ ফেব্রুয়ারী ,২০১৫
৭	"ইকোসিস্টেম-বেজড অ্যাপ্রোচেস টু অ্যাডাপটেশন (ইবিএ) ইন দ্য ড্রউট প্রোন্ বারিন্দ ট্র্যাক্ট অ্যান্ড হাওর ওয়েটল্যান্ড" প্রজেক্টের ভ্যালিডেশন সংক্রান্ত কর্মশালা	২৫ মার্চ, ২০১৫
৮	গঙ্গা, পদ্মা, যমুনা ও নিম্ন মেঘনা নদীর ভাঙ্গন পূর্বাভাস ও অবহিতকরণ কর্মশালা	০১ এপ্রিল, ২০১৫
৯	বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৫ উদযাপন উপলক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় "প্রাকৃতিক সম্পদের উপর হুমকি ঃ আমাদের অবস্থান" শীর্ষক উন্মুক্ত আলোচনা	৭ জুন, ২০১৫
১০	মরুকরণের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য জাতিসংঘের করভেনশন অনুযায়ী ন্যাশনাল অ্যাকশন প্রোগ্রাম (ন্যাপ) প্রণয়নের নিমিত্তে আঞ্চলিক কর্মশালা	ফেব্রুয়ারী- মে,২০১৫

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সিইজিআইএস নিম্নবর্ণিত মতবিনিময় সভাসমূহের আয়োজন করেছে

ক্রমিক নং	মতবিনিময় সভার বিষয়	মতবিনিময় সভার সংখ্যা	সময়
১	ভেড়ামাড়া হতে ঈশ্বরদী পর্যন্ত প্রস্তাবিত ১২ কিলোমিটার দীর্ঘ ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইনের রুট জরিপ, প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা এবং পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার উপর মতবিনিময় সভা	৫	জুন, ২০১৫
২	প্রস্তাবিত ২৭ কিলোমিটার দীর্ঘ ৪০০ কেভি এবং ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং ত্রিপুরা কুমিল্লা গ্রীড আন্তঃসংযোগ প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা এবং পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার উপর মতবিনিময় সভা	৪	ফেব্রুয়ারী ,২০১৫
৩	ছাতক থেকে সুনামগঞ্জ পর্যন্ত প্রস্তাবিত ৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং সিলেট থেকে বিয়ানী বাজার পর্যন্ত প্রস্তাবিত ৩৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ১৩২ কেটি সঞ্চালন লাইনের প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা এবং পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার উপর মতবিনিময় সভা	৪	মার্চ , ২০১৫
৪	গ্রীড ভিত্তিক বিদ্যুৎ সরর্বরাহ সিস্টেমের দক্ষতা নিরূপণ সমীক্ষার উপর মতবিনিময় সভা	১৩	এপ্রিল - মে, ২০১৫
৫	মংলা - খুলনা ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইনের রুট জরিপ. প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের উপর মতবিনিময় সভা	৩	জুন, ২০১৫
৬	মংলা - মাওয়া আমিন বাজার ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং আমিন বাজার ৪০০/২৩০ কেভি সাব-স্টেশন প্রকল্পের রিসেটেলমেন্ট অ্যাকশনস পরিকল্পনা সহ রুট জরিপ, প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই এবং পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা কার্যক্রমের উপর মতবিনিময় সভা	৪	জুন, ২০১৫
৭	বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক প্রস্তাবিত আখাউড়া- লাকসাম রুটে ডাবল লাইন নির্মাণ এবং দোহাজারী-রামু-কক্সবাজার এবং রামু-গুনদুম (মিয়ানমার সীমান্ত সংলগ্ন) রুটে নতুন লাইন স্থাপন কার্যক্রমে সোশ্যাল সেফগার্ড প্ল্যান প্রস্তুতকরণের উপর মতবিনিময় সভা	১০	জানুয়ারী- জুন, ২০১৫
৮	কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনায় প্রকল্পের সামাজিক প্রভাব নিরূপণ এবং ভিলেজ প্লাটফর্ম তৈরী সংক্রান্ত পরামর্শক সেবা প্রদানের উপর মতবিনিময় সভা		জানুয়ারী- জুন, ২০১৫
৯	নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্পের রিসেটেলম্যান্ট অ্যাকশন প্ল্যান তৈরী সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা	৪	জানুয়ারী- জুন, ২০১৫
১০	পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের আওতায় খননকৃত মাটি ফেলার স্থান নির্ধারণ সংক্রান্ত সমীক্ষার উপর মতবিনিময় সভা	১১	জানুয়ারী- জুন, ২০১৫

সিইজিআইএস কর্তৃক সম্প্রতি আয়োজিত উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র

সিইজিআইএস-এর নির্বাহী পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ ওয়াজি উল্লাহ্ গত ১৪-১৫ অক্টোবর ২০১৪ সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত অ্যাডাপটেশন অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রান্সবাউন্ডারি বেসিনস অ্যাডাপটেশন স্ট্রাটেজি শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। উক্ত কর্মশালায় ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের নীতি নির্ধারক ও বিশেষজ্ঞণের উপস্থিতিতে ট্রান্সবাউন্ডারি নদী বিষয়ক বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়।	
	''ইকোসিস্টেম-বেজড অ্যাপ্রোচেস টু অ্যাডাপটেশন (ইবিএ) ইন দি ড্রাউট প্রোন্ বারিন্দ ট্র্যাক্ট এন্ড হাওর ওয়েটল্যান্ড" প্রকল্পের অধীনে রাজশাহীতে একটি আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সিইজিআইএস এর নির্বাহী পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ ওয়াজি উল্লাহ্; পরিবেশ অধিদপ্তরের মাননীয় পরিচালক জনাব আলী রেজা মজিদ, রাজশাহী বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোঃ মুনীর হোসাইন, ইউএনডিপি - এর এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের রিজিওনাল ক্লাইমেট চেঞ্জ কো-অর্ডিনেটর জনাব মোজাহারুল আলম এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের ক্লাইমেট চেঞ্জ ও ইন্টার ন্যাশনাল কনভেনশনের পরিচালক জনাব মিজানুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
"দেশে টেকসই ধান উৎপাদনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, বিপন্নতা এবং অভিযোজন কার্যক্রম কার্যকারীতা বিষয়ক সমীক্ষা" এর উপর গত ২১ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে ঢাকায় একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি, ফসল উৎপাদনে প্রয়োজনীয় পানির প্রাপ্যতার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সংক্রান্ত সমস্যা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় অভিযোজন পন্থা ও নীতি প্রণয়ণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়। গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এমপি, রয়্যাল নরওয়েজিয়ান দূতাবাসের মাননীয় রাষ্ট্রদূত মিস মেরেট লুনজেমা; বাংলাদেশ ধান গবেষণা সংস্থার ডিরেক্টর রিসার্চ ড. আনসার আলী; বায়োফর্স্ক নরওয়ের ডিরেক্টর ড. রেগনার ডি. পেডেরসান এবং সিইজিআইএস এর নির্বাহী পরিচালক প্রকৌঃ মোঃ ওয়াজি উল্লাহ্ এতে উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় ''ক্লাইমেট চেঞ্জ ইমপ্যাক্টস ভালনারেবিলিটি এন্ড অ্যাডাপটেশন ঃ সাসটেইনিং রাইস প্রোডাক্শন ইন বাংলাদেশ" এবং "ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড অ্যাডাপটেশন ঃ ক্রপ প্রোডাকশন ইন ড্রউট এন্ড স্যালাইন প্রোন্ অ্যারিয়াস অব বাংলাদেশ" শীর্ষক দুটি বই এবং ''ক্লাইমেট চেঞ্জ ইমপ্যাক্টস অন রাইস প্রোডাক্শনঃ গাইডলাইন ফর অ্যাডাপটেশন ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক একটি পলিসি ম্যানিউয়্যাল্ এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়।	

বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশ (বিএডিসি) এর জন্য ''গভীর নলকূপ এবং অগভীর নলকূপের জোন অব ইনফ্লুয়েন্স নির্ণয় সমীক্ষা" কার্যক্রমের চুড়ান্ত কর্মশালা গত ২২ শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ তারিখে দিলকুশাস্থ কৃষি ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায়, সমীক্ষালব্ধ ফলাফল তুলে ধরেন সিইজিআইএস এর ইকোলজি ফরেস্ট্রি এন্ড বায়ো-ডাইভার্সিটি বিভাগের পরিচালক জনাব মোতালেব হোসেন সরকার।

সিইজিআইএস এর নির্বাহী পরিচালক প্রকৌ ঃ মোঃ ওয়াজি উল্লাহ্ বিশ্ব পানি দিবস ২০১৫ উপলক্ষে গত ২২ মার্চ ২০১৫ তারিখে BARC- এ আয়োজিত এক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন এবং পানি সম্পদ সংক্রান্ত তার বক্তব্য তুলে ধরেন। উক্ত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এমপি এবং মাননীয় সচিব ড. জাফর আহমেদ খান ।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার এন্ড ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক আয়োজিত এবং সিইজিআইএস ও আইডব্লিউএম এর আংশিক আর্থিক সহায়তায় গত ৬-৮-মার্চ. ২০১৫ পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনার উপর ৫ম আন্তর্জাতিক পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। কনফারেন্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং বুয়েটের মাননীয় উপাচার্য মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। কনফারেন্সে মোট ১৩টি বিষয়ের উপর নেদারল্যান্ডস্, ভারত, জাপান, ইরান, জার্মানি ও বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের মোট ৬০টি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। এ সব গবেষণা প্রবন্ধের মধ্যে সিইজিআইএস এর কর্মীগণ মোট ১৩টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন । সিইজিআইএস এর নির্বাহী পরিচালক প্রকৌঃ মোঃ ওয়াজি উল্লাহ্ ''ইকোসিস্টেম বেজড প্ল্যানিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট অব রিসোর্সেস অব ডেল্টারিক কান্ট্রিজ" শীর্ষক একটি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এ ছাড়া কনফারেন্সের দ্বিতীয় দিনে অনুষ্ঠিত ক্লাইমেট চেঞ্জ ইমপ্যাক্টস অন ওয়াটার রিসোর্স শীর্ষক সভাটি তিনি পরিচালনা করেন।

প্রতি বছরের মত বাংলাদেশ ওয়াটার পার্টনারশিপ (বিডব্লিউপি) ও সিইজিআইএস - এর যৌথ উদ্যোগে সিইজিআইএস এ "সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার" উপর গত ২৯ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল ২০১৫ পর্যন্ত প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন সংস্থার মোট ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব ড. জাফর আহমেদ খান ।

সিইজিআইএস গত ১৮ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখে ঢাকায় ''বাংলাদেশে জলবায়ু সহিষ্ণু গ্রাম (Climate Smart Village) বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা" এর চুড়ান্ত ফলাফল অবহিত করণে জাতীয় পর্যায়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করে। কৃষি মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞ, নীতি নির্ধারক, উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ ছাড়াও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞগণ এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় বাংলাদেশে ক্লাইমেট স্মার্ট ভিলেজের জন্য গৃহীত পদ্ধতি, স্ট্রাটেজি, পরিকল্পনা চিহ্নিত ইন্টারভেনশন সমূহ তুলে ধরা হয়।

ডেল্টারেস, নেদারল্যান্ডস এর সাধারণ পরিচালক (General Director) জনাব মারটেন স্মিথ গত ৯ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে সিইজিআইএস ক্যাম্পাস পরিদর্শনে আসেন। সিইজিআইএস এর নির্বাহী পরিচালক, সিইজিআইএস এর ক্রম বিকাশ এবং এর কার্যক্রমসমূহ এ সময় তাঁর অবগতির জন্য তুলে ধরেন। পরবর্তীতে ডেল্টারেসের সাথে সিইজিআইএস - এর কাজের সম্ভাব্যতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ব্লু-গোল্ড প্রোগামের দলনেতা জনাব ডার্ক স্মিটস-ও এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

রিয়াল অ্যাডমিরাল (অবঃ) মোঃ খুরশেদ আলম, মাননীয় সচিব, হেড অব মেরিটাইম অ্যাফেয়ারস ইউনিট, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, গত ১৬ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে সিইজিআইএস পরিদর্শনে আসেন। এসময় অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় তিনি বাংলাদেশের সমুদ্র সীমা বিজয়ের বর্ণনা দেন। তিনি ব্লু-ইকোনমির আওতায় বাংলাদেশের জলসীমায় অবস্থিত অপার সামুদ্রিক সম্পদ ভান্ডার এবং তা সুষ্ঠুভাবে ব্যবহরের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনার দিকসমূহ তুলে ধরেন।

বিগত কয়েক বছরের মত এ বছরও সিইজিআইএস এর উদ্যোগে গত ১ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে ২০১৫ সালের গঙ্গা, পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা নদীর ভাঙ্গন পূর্বাভাসের অবহিতকরণে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জন্য পরিচালিত ''প্রেডিকটিং রিভার ব্যাংক ইরোশন এন্ড মরফোলজিক্যাল চেঞ্জেস অ্যালং দ্যা যমুনা, গঙ্গা এন্ড পদ্মা রিভার" শীর্ষক সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল এ কর্মশালার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এ কর্মশালায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মাননীয় সচিব, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক সহ সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত ছিলেন।

সিইজিআইএস পরিবেশ অধিদপ্তরের জন্য জিআইএস বেজড ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল ডাটাবেসসহ শিল্প কারখানা সমূহ দক্ষতার সাথে পর্যবেক্ষণ করার নিমিত্তে একটি এমআইএস প্রণয়ন করেছে। উক্ত ডাটাবেস ও এমআইএস সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য সিইজিআইএস সংস্থাটির ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য ২ দিন ব্যাপী একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। ''ইউজ অব ওয়েব - এনাবল জিআইএস বেজড এমআইএস এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডাটাবেস" শীর্ষক এ প্রশিক্ষণটি সিইজিআইএস এ গত ১৩-১৪ জুন, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সর্ব মোট ১১জন কর্মকর্তা এতে অংশ গ্রহণ করেন।

জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি গত ২৫ থেকে ৩০ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে ''প্রকিউরমেন্ট পলিসি এন্ড রুল্স অব বাংলাদেশ" শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। সিইজিআইএস এর দুজন কর্মকর্তা এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। কর্মকর্তাদ্বয় এ মাধ্যমে প্রকিউরমেন্ট পলিসি সম্পর্কিত বিভিন্ন নীতিমালা এবং এসবের প্রায়োগিক ক্ষেত্র সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করেন।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস -২০১৫ পালনের লক্ষ্যে সিইজিআইএস গত ৭ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরের হৈমন্তী সভাকক্ষে ''প্রাকৃতিক সম্পদের উপর হুমকিঃ আমাদের অবস্থান" শীর্ষক একটি উন্মুক্ত আলোচনা সভার আয়োজন করে। আলোচনা সভায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এমপি উপস্থিত ছিলেন।

সিইজিআইএস এর মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিইজিআইএস এর নিজস্ব অর্থায়নে জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমীর সহায়তায় একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। ''লিডারশীপ এন্ড ম্যানেজমেন্ট স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর দ্য সিইজিআইএস মিড লেভেল প্রফেশনালস" শীর্ষক এ প্রশিক্ষণটি গত ২১-২৩ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমীতে অনুষ্ঠিত হয়। সিইজিআইএস এর মধ্যম পর্যায়ের মোট ১৫ জন কর্মকর্তা-এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। তিন (৩) দিন ব্যাপী এ প্রশিক্ষণে তারা নেতৃত্ব এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত মোট ১৫টি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে। প্রশিক্ষণের সমাপণী অনুষ্ঠানে সিইজিআইএস এর মাননীয় নির্বাহী পরিচালক এবং জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমীর মহাপরিচালক প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদপত্র তুলে দেন ।

সিইজিআইএস এর পেশাজীবিদের কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসেবে এশিয়ান ইনস্টিউট অব টেকনোলজি (AIT) এবং আন্তর্জাতিক পানি সংস্থা (IWA)-এর সহযোগিতায় গত ২৫ মে হতে ২৯ মে পর্যন্ত থাইল্যান্ডে ''সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে ক্ষমতাবর্ধন" শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। এ প্রশিক্ষণ কর্মসুচীতে সিইজিআইএস এর বিভিন্ন বিভাগের মোট ১৪ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুযায়ী প্রথমদিন থাইল্যান্ডের পাথুথ্যানিতে অবস্থিত এশিয়া ইনস্টিটিউ অব টেকনোলজিতে ও তিনদিন ব্যাংককে অবস্থিত সেইন্ট গ্যাব্রিয়েলস ফাউন্ডেশনে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ব্যাংপাকোং এলাকায় একদিনের মাঠ পরিদর্শনেরও ব্যবস্থা করা হয়। সিইজিআইএসের জন্য আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়নে ডঃ গনেশ পাঙ্গারে, আঞ্চলিক পরিচালক, এশিয়া প্যাসিফিক, IWA এবং মিস বুশরা নিশাত, প্রোগাম ম্যানেজার, দক্ষিণ এশিয়া, IWA সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করেন। সিইজিআইএস এর ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপার্সন ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব ডঃ জাফর আহমেদ খান প্রধান অতিথি এবং সিইজিআইএসের নির্বাহী পরিচালক প্রকৌঃ মোঃ ওয়াজি উল্লাহ্ বিশেষ অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

	প্রশিক্ষণটির সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন সিইজিআইএস এর জলবায়ু পরিবর্তন বিভাগের পরিচালক মালিক ফিদা আবদুল্লাহ খান।

ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলম্বিয়া ওয়াটার শেড মডেল একটি আন্তর্জাতিক মানের মডেল যা মূলতঃ হিমবাহ প্রবণ অথবা বরফীয় পাহাড়ী অঞ্চলের জন্য ব্যবহৃত হয়। একটি নির্দিষ্ট পাহাড়ী এলাকার বৃষ্টিপাত হিমবাহ, পাহাড়ী ঢল, ইত্যাদি বিষয়ের সাথে বরফ গলন এবং গলিত পানির প্রবাহের কি সম্পর্ক এই মডেলিং সফ্টওয়ার সে বিষয় সমূহের সু-নির্দিষ্ট ধারণা দিয়ে থাকে। উপমহাদেশের মধ্যে নেপাল,ভূটান, পাকিস্তান ও ভারতের পাহাড়ী বরফপ্রবণ অঞ্চলে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এশিয়া প্যাসিফিক নেটওয়ার্ক ফর গ্লোবাল রিসার্চ (এপিএন) - এর একটি প্রকল্পের অংশ হিসেবে ইউবিসি ওয়াটার শেড মডেল এর উপর গ্লোবাল ইমপ্যাক্ট স্টাডিজ সেন্টার (জিসিআইএসসি), পাকিস্তানের ইসলামাবাদে চারদিন ব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ আয়োজন করে, প্রশিক্ষণটির মূল উদ্যোক্তা ছিল স্মল আর্থ নেপাল (এসইএন)। বাংলাদেশ, নেপাল ও পাকিস্তানের সংশ্লিষ্ট কিছু গবেষণা ভিত্তিক সংস্থার শিক্ষার্থী বৃন্দ এতে অংশগ্রহণ করে। আয়োজিত এই প্রশিক্ষণটিতে পাকিস্তানের বিশিষ্ট গবেষকবৃন্দের একটি দল খুবই দক্ষতার সাথে মডেলটি শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করে, প্রশিক্ষণের শিক্ষার্থীগণ শেষ পর্যায়ে হাতে কলমে মডেলটি পরিচালনার নিমিত্তে কয়েকটি গ্রুপে ভাগ হয়ে, পৃথক পৃথকভাবে নিজ নিজ ফলাফল উপস্থাপন করে। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

	জিপিএস ব্যবহারে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্য থেকে নির্বাচিত কয়েক জনকে প্রশিক্ষক হিসেবে সক্ষম করে তোলার জন্য ‘‘জিপিএস এর ব্যবহার” শীর্ষক প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। সিইজিআইএস কর্তৃক আয়োজিত এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি গত ২ মে থেকে ২৫ মে, ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণটির মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণ জিপিএস ব্যবহারে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বন বিভাগের অন্যান্য কর্মচারীদিগকে তা ব্যবহারের উপযোগী করে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানে সক্ষম হবেন।
বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় সিইজিআইএস গত ২২ থেকে ২৪ জুন , ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ‘‘জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পুনর্বাসন ব্যবস্থাপনা” শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। প্রশিক্ষণে ভূমি অধিগ্রহণ,পুনর্বাসন ও পুনর্বাসন ধারণা ও নীতির তাত্ত্বিক দিক সমূহে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হয় । প্রশিক্ষণে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি, এনজিও এবং পুনর্বাসন অ্যাকশন প্ল্যান প্রতিষ্ঠান সমূহ থেকে মোট ২৪ জন অংশগ্রহণ করেন।	

পরিশিষ্ট-১

২০১৪-১৫ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

লক্ষ টাকায়

ক্রঃ নং / আরএডিপি	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	উপযোজিত আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	জুন/১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা								
১	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (০১-০৭-২০১০ থেকে ৩০-১২-২০১৫, প্রস্তাবিত- জুন, ২০১৬)	মোট	৯৪৪০৯.০৭	৯৩৩৭.২২	২৩০০.০০	২৩০০.০০	২২৭৯.৫১	১১৬১৬.৭৩
১০		স্থানীয়	৯৪৪০৯.০৭	৯৩৩৭.২২	২৩০০.০০	২৩০০.০০	২২৭৯.৫১	১১৬১৬.৭৩
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**১১.৩২**	**২.৪৪**		**২.৪২**	**১৩.৭৪**
২	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলার হরিণধরা হতে হারগিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে জুন, ২০১৬)	মোট	৪৮৯৪৯.৪০	১৭৬৮৮.২৩	৭৩০০.০০	৭৩০০.০০	৭৩০০.০০	২৪৯৮৮.২৩
৮		স্থানীয়	৪৮৯৪৯.৪০	১৭৬৮৮.২৩	৭৩০০.০০	৭৩০০.০০	৭৩০০.০০	২৪৯৮৮.২৩
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৫১.৮৪**	**১০.১৬**		**১১.১৬**	**৬৩.০০**
৩	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (০১-০৪-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	মোট	৬০৯৮৩.৩১	২৫০২.৭১	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৫৫০২.৭১
২০		স্থানীয়	৬০৯৮৩.৩১	২৫০২.৭১	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৫৫০২.৭১
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৫.৭৫**	**৪.৯০**		**৫.২৫**	**১১.০০**
৪	মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা কমপ্লেক্স এলাকা পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারী, ১৩ হতে ডিসেম্বর, ১৫)	মোট	২৪৪৭.০০	৯৯৮.৪৫	৯৭০.০০	৯৭০.০০	৯৫৯.৪৩	১৯৫৭.৮৮
৩৩		স্থানীয়	২৪৪৭.০০	৯৯৮.৪৫	৯৭০.০০	৯৭০.০০	৯৫৯.৪৩	১৯৫৭.৮৮
সমাপ্ত		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৫৪.২১**	**৩৬.৬৯**		**৩৩.৪০**	**৮৭.৬১**
৫	পানি ভবন নির্মাণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬, প্রস্তাবিত- জুন, ২০১৮)	মোট	৫৬৩৭.০০	০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০
৩৬		স্থানীয়	৫৬৩৭.০০	০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**০.০০**	**৪১.৫১**		**৩৭.০০**	**৩৭.০০**
৬	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ (০১/০৪/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫)	মোট	৮৮৯০.০০	৬৪২১.৭৭	২৪৬৯.০০	২৩৮৫.৭৩	২৩৮৫.৭৩	৮৮০৭.৫০
১০৮		স্থানীয়	৮৮৯০.০০	৬৪২১.৭৭	২৪৬৯.০০	২৩৮৫.৭৩	২৩৮৫.৭৩	৮৮০৭.৫০
সমাপ্ত		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৮৭.৫০**	**১২.৫০**		**১২.৫০**	**১০০.০০**
পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা								
৭	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৩-০৪ থেকে ৩০-০৬-১৭)	মোট	২৮০৫২.৩৮	৭০১৮.৮০	৬২০০.০০	৬২০০.০০	৬২০০.০০	১৩২১৮.৮০
২		স্থানীয়	২৮০৫২.৩৮	৭০১৮.৮০	৬২০০.০০	৬২০০.০০	৬২০০.০০	১৩২১৮.৮০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৮১.৭৫**	**৮.২৫**		**৮.২৫**	**৯০.০০**
৮	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুরুদ্দিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোল্ডার ৭৩/১(এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-১১-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৫)	মোট	৬০৫৯.২২	৫৩৪৯.২৬	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	৫৫৪৯.২৬
৪৭		স্থানীয়	৬০৫৯.২২	৫৩৪৯.২৬	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	৫৫৪৯.২৬
সমাপ্ত		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৯৪.০০**	**৬.০০**		**৪.০০**	**৯৮.০০**

ক্রঃ নং আরএডিপি	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	উপযোজিত আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	জুন/১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৯	ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ফেনী	মোট	৬৬২০.৯৩	৪২৬২.৫৯	২৩১৩.০০	২৩১২.৩৯	২৩০৯.২৩	৬৫৭১.৮২
২৫	রেগুলেটরের ভাটিতে পাইলট চ্যানেল খনন এবং	স্থানীয়	৬৬২০.৯৩	৪২৬২.৫৯	২৩১৩.০০	২৩১২.৩৯	২৩০৯.২৩	৬৫৭১.৮২
সমাপ্ত	চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার পশ্চিম জোয়ার	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প	এলাকায় ফেনী নদীর বাম তীর সংরক্ষণ	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	(০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৫)	বাস্তব %		**৮৩.০০**	**১৭.০০**		**১৭.০০**	**১০০.০০**
১০	লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ও	মোট	১৯৮০২.০৪	০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৫৮৮৭.০৭	৫৮৮৭.০৭
৪৮	তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাংগন	স্থানীয়	১৯৮০২.০৪	০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৫৮৮৭.০৭	৫৮৮৭.০৭
	হতে রক্ষাকল্পে প্রতিরোধ (১ম পর্যায়)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	(জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**০.০০**	**৩০.৩০**		**২৯.৭৩**	**২৯.৭৩**
১১	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর	মোট	১৭০৯৫.৪৮	১৬২২৮.২৭	৮০০.০০	৪০০.০০	৩৭২.৭৩	১৬৬০১.০০
৪৬	সাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ	স্থানীয়	১৭০৯৫.৪৮	১৬২২৮.২৭	৮০০.০০	৪০০.০০	৩৭২.৭৩	১৬৬০১.০০
সমাপ্ত	প্রকল্প সংরক্ষণ	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প	(২০০৯-১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৫)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৯৪.৯৩**	**৫.০৭**		**৩.৫০**	**৯৮.৪৩**
১২	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা	মোট	১৮৩৮৮.৭৪	১৬৬৬৪.১২	৬০০.০০	১৯৪.০০	১৯৪.০০	১৬৮৫৮.১২
৪৫	(হাইমচর) এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বামতীর রক্ষা	স্থানীয়	১৮৩৮৮.৭৪	১৬৬৬৪.১২	৬০০.০০	১৯৪.০০	১৯৪.০০	১৬৮৫৮.১২
সমাপ্ত	প্রকল্প	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প	(২০০৯-১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৫)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৯৩.৯০**	**৬.১০**		**২.১৭**	**৯৬.০৭**
১৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন	মোট	৪৯৭৪.১৮	৬৩৯.৬৫	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৪৮৭.৬২	২১২৭.২৭
১৪	বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প	স্থানীয়	৪৯৭৪.১৮	৬৩৯.৬৫	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৪৮৭.৬২	২১২৭.২৭
	(০১/১১/১০-৩০/০৬/১৫, প্রস্তাবিত- জুন, ২০১৬)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**১২.৮৬**	**৫০.০০**		**৩৪.৩৭**	**৪৭.২৩**
১৪	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং	মোট	৬৭৮০.৫২	৪৩৯১.৫২	১৮০৮.০০	১৮০৮.০০	১৭৬৮.৪৬	৬১৫৯.৯৮
১৬	শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	স্থানীয়	৬৭৮০.৫২	৪৩৯১.৫২	১৮০৮.০০	১৮০৮.০০	১৭৬৮.৪৬	৬১৫৯.৯৮
সমাপ্ত	(২০১০-১১ হতে জুন,১৫)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৬৪.৭৭**	**২৬.৬৭**		**২৬.০৮**	**৯০.৮৫**
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট								
১৫	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প	মোট	১৪৪৫৮.৪৬	১১০২৫.৩৬	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১২৫২৫.৩৬
১	(০১-০৭-২০০১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	স্থানীয়	১৪৪৫৮.৪৬	১১০২৫.৩৬	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১২৫২৫.৩৬
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৭৬.২৫**	**১০.৩৭**		**১০.৩৭**	**৮৬.৬২**
১৬	সুরমা নদীর ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ	মোট	৪৭২৮.০০	২৭৯৫.৮৯	১৭০৩.০০	১৭০৩.০০	১৬৮৮.৩৬	৪৪৮৪.২৫
১০৯	প্রকল্প	স্থানীয়	৪৭২৮.০০	২৭৯৫.৮৯	১৭০৩.০০	১৭০৩.০০	১৬৮৮.৩৬	৪৪৮৪.২৫
সমাপ্ত	(০১/০৭/১১ হতে ৩০/০৬/১৫)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৫৯.১৩**	**৪০.৮৭**		**৪০.৮৭**	**১০০.০০**
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম								
১৭	চট্টগ্রাম জেলায় বোয়ালখালী ও রাউজান উপজেলার	মোট	৭১৭৮.৬১	১৪৯.২৭	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৬৪৯.২৭
৩৭	কর্ণফুলী নদী, বোয়ালখালী ও রাইখালীখাল এবং এর	স্থানীয়	৭১৭৮.৬১	১৪৯.২৭	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৬৪৯.২৭
	বাম ও ডান তীরের বিভিন্ন অংশে প্রতিরক্ষা কাজ (০১-	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৩.২৮**	**৩৫.৭৮**		**৩২.০০**	**৩৫.২৮**

ক্রঃ নং আরএডিপি	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	উপযোজিত আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	জুন/১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
উত্তরাঞ্চল, রংপুর								
১৮	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা	মোট	১৮৬৯১.৮০	৮২৭৫.৯৭	৪০০০.০০	৪০০০.০০	৩৯৯৩.৩২	১২২৬৯.২৯
১৭	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম	স্থানীয়	১৮৬৯১.৮০	৮২৭৫.৯৭	৪০০০.০০	৪০০০.০০	৩৯৯৩.৩২	১২২৬৯.২৯
	জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	(বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প	বাস্তব %		**৪৯.৭৭**	**২১.৪০**		**২৬.৩৬**	**৭৬.১৩**
	(২০১০-১১ - জুন,১৬)							
১৯	কুড়িগ্রাম জেলার ভূরুঙ্গামারী উপজেলাধীন সোনারহাট	মোট	৫৪৮৪.০১	১৮৯৮.০৪	৫৫৯.০০	৫৫৮.৭৮	৫৫৮.২৩	২৪৫৬.২৭
৩১	ব্রীজের সন্নিকটে দুধকুমার নদীর ভাংগন হতে	স্থানীয়	৫৪৮৪.০১	১৮৯৮.০৪	৫৫৯.০০	৫৫৮.৭৮	৫৫৮.২৩	২৪৫৬.২৭
	ভূরুঙ্গামারী মাদারগঞ্জ সড়ক রক্ষা এবং উলিপুর	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	উলিপুর উপজেলার গুনাইগাছ হয়ে বজরা সিনিয়র	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	মাদ্রাসা পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	বাস্তব %		**৪৫.৪৭**	**১০.১৯**		**১৮.০০**	**৬৩.৪৭**
	(০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৬)							
২০	কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন	মোট	১৯১৩৬.০৩	৩৫৯১.৮৮	৩২৫৬.০০	৩২৫৬.০০	৩২৫২.১০	৬৮৪৩.৯৮
৩৫	বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান	স্থানীয়	১৯১৩৬.০৩	৩৫৯১.৮৮	৩২৫৬.০০	৩২৫৬.০০	৩২৫২.১০	৬৮৪৩.৯৮
	তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প, ফেজ-২	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	(নভেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৬)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**১৯.০৫**	**১৭.০২**		**১৮.২৭**	**৩৭.৩২**
২১	কিশোরগঞ্জ, তারাগঞ্জ ও বদরগঞ্জ উপজেলার	মোট	৮৩৫৫.০০	০.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫১	যমুনেশ্বরী, চিকনি ও চারালকাটা নদী তীর সংরক্ষণ	স্থানীয়	৮৩৫৫.০০	০.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	(জানুয়ারী, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**০.০০**	**০.০০**		**০.০০**	**০.০০**
২২	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, ফেজ-২ (ইউনিট-১)	মোট	২৯৪৭৫.৭৫	১৮৫৬৪.৮০	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	৪৪৯৩.৩৯	২৩০৫৮.১৯
৫১	(০১-০৭-২০০৬ হতে ৩০-০৬-২০১৫,	স্থানীয়	২৯৪৭৫.৭৫	১৮৫৬৪.৮০	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	৪৪৯৩.৩৯	২৩০৫৮.১৯
	প্রস্তাবিত- জুন, ২০১৭)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬২.৯৮	১৫.২৬		১৮.৩৫	৮১.৩৩
২৩	করতোয়া নদীর ডানতীর সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ,	মোট	২৫৫৪.৯১	৭০০.০০	১২৫৮.০০	১২৫৫.৭৫	১২৫৩.৯৮	১৯৫৩.৯৮
১১২	নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	স্থানীয়	২৫৫৪.৯১	৭০০.০০	১২৫৮.০০	১২৫৫.৭৫	১২৫৩.৯৮	১৯৫৩.৯৮
সমাপ্ত	(০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৫)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪০.০০	৬০.০০		৬০.০০	১০০.০০
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী								
২৪	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর	মোট	৪২০৮১.৭৩	১২০৩১.৭৮	৮০০০.০০	৭৯৯৯.১৫	৭৯৯৯.১৫	২০০৩০.৯৩
১৫	ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	স্থানীয়	৪২০৮১.৭৩	১২০৩১.৭৮	৮০০০.০০	৭৯৯৯.১৫	৭৯৯৯.১৫	২০০৩০.৯৩
	(০১-১১-২০০৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৭)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৪২.১৫**	**১৯.০১**		**২০.১০**	**৬২.২৫**
২৫	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসংলগ্ন	মোট	১১৭৭০.০০	৭২৪৯.৯৫	৩৩৫০.০০	৩৩৫০.০০	৩৩৩৫.৫০	১০৫৮৫.৪৫
২১	এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর বরাবর নির্মিত বন্যা	স্থানীয়	১১৭৭০.০০	৭২৪৯.৯৫	৩৩৫০.০০	৩৩৫০.০০	৩৩৩৫.৫০	১০৫৮৫.৪৫
	নিয়ন্ত্রন বাঁধ প্রকল্প	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	(০১/১১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫,	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	প্রস্তাবিত- জুন, ২০১৬)	বাস্তব %		**৬১.৬০**	**২৮.৪৬**		**৩০.৬০**	**৯২.২০**
২৬	বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষন প্রকল্প	মোট	২১৪৪৬.৩৪	৫৫৯৭.৯৪	৪৩৪২.০০	৪৩৪২.০০	৪৩৪১.৫১	৯৯৩৯.৪৫
২৮	(০১-০১-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৬)	স্থানীয়	২১৪৪৬.৩৪	৫৫৯৭.৯৪	৪৩৪২.০০	৪৩৪২.০০	৪৩৪১.৫১	৯৯৩৯.৪৫
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**২৭.১৮**	**২০.৯৮**		**২২.৪২**	**৪৯.৬০**

ক্রঃ নং আরএডিপি	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	উপযোজিত আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	জুন/১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২৭	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা	মোট	২১৯০৬.৬৩	৭৬৯৯.০৭	২০০০.০০	২০০০.০০	১৯৯৯.৯৮	৯৬৯৯.০৫
১৮	নদীর বাম তীর ভাংগন এবং বেড়া উপজেলাধীন	স্থানীয়	২১৯০৬.৬৩	৭৬৯৯.০৭	২০০০.০০	২০০০.০০	১৯৯৯.৯৮	৯৬৯৯.০৫
	নাগরবাড়ী হতে কাজিরহাট পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	তীর ভাংগন রোধ	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	(২০১০-১১ হতে জুন, ১৬)	বাস্তব %		**৩৫.১৫**	**৯.১৩**		**১২.৩০**	**৪৭.৪৫**
২৮	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের	মোট	৩৯৪১৯.৯১	৫৬৫২.৪৫	১২০০.০০	১২০০.০০	১১৩৪.৭২	৬৭৮৭.১৭
১০৬	সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য	স্থানীয়	৩৯৪১৯.৯১	৫৬৫২.৪৫	১২০০.০০	১২০০.০০	১১৩৪.৭২	৬৭৮৭.১৭
	চাষ প্রকল্প	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	(০১-০১-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৭)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**১৪.৩৪**	**৩.৮০**		**৪.৮৩**	**১৯.১৭**
২৯	পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন	মোট	২২৬০৪.৯১	৫৮.১০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৪৯৮.৯৩	২৫৫৭.০৩
৩৪	হতে কমরপুর হতে সারা ঝাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর	স্থানীয়	২২৬০৪.৯১	৫৮.১০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৪৯৮.৯৩	২৫৫৭.০৩
	জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। (জানুয়ারী,	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	২০১৩ হতে জুন, ২০১৫, প্রস্তাবিত- জুন, ২০১৭)	বাস্তব %		**০.২৬**	**১১.০৬**		**১১.২৮**	**১১.৫৪**
৩০	নাটোর জেলার সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ-সাধনপুর বার্ণাই	মোট	১৯৬০.৭৮	০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	৯৯৮.৬১	৯৯৮.৬১
৩৯	নদীর উভয়তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	স্থানীয়	১৯৬০.৭৮	০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	৯৯৮.৬১	৯৯৮.৬১
	(০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**০.০০**	**৫১.০০**		**৫১.০০**	**৫১.০০**
৩১	নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প	মোট	৮০০৮.০০	৩৪৬১.৯৪	১৭০০.০০	১৭০০.০০	১৬৯৬.৬৮	৫১৫৮.৬২
২৬	(০১-০৭-২০১১ - ৩০-০৬-২০১৬)	স্থানীয়	৮০০৮.০০	৩৪৬১.৯৪	১৭০০.০০	১৭০০.০০	১৬৯৬.৬৮	৫১৫৮.৬২
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৪৩.২৩**	**২১.২৩**		**২১.২৩**	**৬৪.৪৬**
৩২	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার	মোট	২৭৪১৮.৩৯	১৬২২.৩২	২০১৭.০০	২০১৭.০০	২০০৩.৯৮	৩৬২৬.৩০
৩০	আলাতুলি এলাকা রক্ষা প্রকল্প	স্থানীয়	২৭৪১৮.৩৯	১৬২২.৩২	২০১৭.০০	২০১৭.০০	২০০৩.৯৮	৩৬২৬.৩০
	(০১-০৯-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৭)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৫.৯২**	**৭.৩৬**		**৭.৩৬**	**১৩.২৮**
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর								
৩৩	চন্দনা বারাশিয়া নদী খনন প্রকল্প	মোট	৫৯৪৬.৩৭	৪৫০৪.৮৬	৭৭১.০০	৭৭১.০০	৬২৯.০০	৫১৩৩.৮৬
১১	(০১/০৭/১০ হতে জুন/১৫)	স্থানীয়	৫৯৪৬.৩৭	৪৫০৪.৮৬	৭৭১.০০	৭৭১.০০	৬২৯.০০	৫১৩৩.৮৬
সমাপ্ত		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৮৪.০০**	**১৬.০০**		**১০.৫৮**	**৯৪.৫৮**
৩৪	তাড়াইল পাচুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা	মোট	২৮১৪৪.৫৭	১০৬২৫.০৭	৪০৫৮.০০	৪০৫৮.০০	৪০৫৮.০০	১৪৬৮৩.০৭
১০৭	প্রকল্প	স্থানীয়	২৮১৪৪.৫৭	১০৬২৫.০৭	৪০৫৮.০০	৪০৫৮.০০	৪০৫৮.০০	১৪৬৮৩.০৭
	(০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৫,	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	প্রস্তাবিত- জুন, ২০১৭)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৪৪.০০**	**৯.৭৫**		**১১.০০**	**৫৫.০০**
৩৫	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	মোট	১২২১৩.৯৩	০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০
১১৪	(জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৬)	স্থানীয়	১২২১৩.৯৩	০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**০.০০**	**৮.৮২**		**১২.৫০**	**১২.৫০**
৩৬	গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প	মোট	১৮৮১৫.০০	৬৩৪৭.০০	৩২০০.০০	৩২০০.০০	৩২০০.০০	৯৫৪৭.০০
১১০	(সেপ্টেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৬)	স্থানীয়	১৮৮১৫.০০	৬৩৪৭.০০	৩২০০.০০	৩২০০.০০	৩২০০.০০	৯৫৪৭.০০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৩৩.৭৩**	**১৭.০১**		**১৭.০১**	**৫০.৭৪**

ক্রঃ নং আরএডিপি	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	উপযোজিত আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	জুন/১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৩৭	ভৈরব নদী পুনঃখনন প্রকল্প	মোট	৭৩৮২.৮৪	০.০০	৫৩০.০০	৫২৯.২৫	৫২৯.২৫	৫২৯.২৫
১১৩	(০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৭)	স্থানীয়	৭৩৮২.৮৪	০.০০	৫৩০.০০	৫২৯.২৫	৫২৯.২৫	৫২৯.২৫
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**০.০০**	**৭.১৮**		**৭.১৭**	**৭.১৭**
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল								
৩৮	চরফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প	মোট	১৬৮০৪.৫৯	৪২৩৪.২১	৫০০০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	৯২৩৪.২১
৬	(০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	স্থানীয়	১৬৮০৪.৫৯	৪২৩৪.২১	৫০০০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	৯২৩৪.২১
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৩৪.২১**	**৩০.৯৪**		**৩১.৭৯**	**৬৬.০০**
৩৯	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহান	মোট	১৩৪১০.২৫	৮৪৮৬.৯৪	২০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	১০৪৮৬.৯৪
৭	উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প	স্থানীয়	১৩৪১০.২৫	৮৪৮৬.৯৪	২০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	১০৪৮৬.৯৪
	(ফেজ-২)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	(০১-০৩-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৫,	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	প্রস্তাবিত- জুন, ২০১৭)	বাস্তব %		**৭৪.২২**	**১৪.৯১**		**১৩.৪৮**	**৮৭.৭০**
৪০	ভোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	মোট	১০৩২৮.৮২	৩৭০৪.৮০	৫০০১.০০	৫০০০.১৬	৫০০০.১৬	৮৭০৪.৯৬
৩২	(নভেম্বর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৫,	স্থানীয়	১০৩২৮.৮২	৩৭০৪.৮০	৫০০১.০০	৫০০০.১৬	৫০০০.১৬	৮৭০৪.৯৬
	প্রস্তাবিত- জুন, ২০১৬)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৩৮.৬২**	**৪৮.৪১**		**৪৭.৩৮**	**৮৬.০০**
৪১	ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার ঝুঁকিপূর্ণ অংশে	মোট	১৩৪২২.৫১	০.০০	২২০০.০০	২২০০.০০	২১২১.৫০	২১২১.৫০
৩৮	নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	স্থানীয়	১৩৪২২.৫১	০.০০	২২০০.০০	২২০০.০০	২১২১.৫০	২১২১.৫০
	(০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৭)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**০.০০**	**২৩.১৬**		**২৩.২০**	**২৩.২০**
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা								
৪২	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ	মোট	৩৭৭৫৪.৬১	২৮৫৬৯.১৩	৭৪৭৭.০০	৭৪৭৭.০০	৭৩৩০.৮৪	৩৫৮৯৯.৯৭
১৩	বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প	স্থানীয়	৩৭৭৫৪.৬১	২৮৫৬৯.১৩	৭৪৭৭.০০	৭৪৭৭.০০	৭৩৩০.৮৪	৩৫৮৯৯.৯৭
সমাপ্ত	(০১/০৭/১০-৩০/০৬/১৫)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৮৯.৭৪**	**১০.২৬**		**৯.৭৬**	**৯৯.৫০**
৪৩	বাগেরহাট জেলার পোল্ডার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি	মোট	১৬৭২৬.১২	৯৯৫.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৪৯৫.০০	৩৪৯০.০০
২৯	ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	স্থানীয়	১৬৭২৬.১২	৯৯৫.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৪৯৫.০০	৩৪৯০.০০
	(০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৫,	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	প্রস্তাবিত- জুন, ২০১৭)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৯.০০**	**২০.০০**		**২৩.০০**	**৩২.০০**
৪৪	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম	মোট	২৬১৫৪.৮৩	৫৩৭৩.৩১	৬২০০.০০	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	১০৮৭৩.৩১
২৪	পর্যায়)	স্থানীয়	২৬১৫৪.৮৩	৫৩৭৩.৩১	৬২০০.০০	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	১০৮৭৩.৩১
	(০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**২০.৫৫**	**২৩.৭০**		**২৮.৬৭**	**৪৯.২২**
৪৫	যশোহর জেলাধীন ভবদহ এবং তৎসংলগ্ন বিল	মোট	১১৫৮৬.৫৮	৬৮৬৬.১৮	২.০০	২.০০	২.০০	৬৮৬৮.১৮
২৭	এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প	স্থানীয়	১১৫৮৬.৫৮	৬৮৬৬.১৮	২.০০	২.০০	২.০০	৬৮৬৮.১৮
	(০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৫,	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	প্রস্তাবিত- জুন, ২০১৭)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৯৩.০০**	**০.০২**		**০.০০**	**৯৩.০০**
৪৬	খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর	মোট	২৮১৯০.১৬	৫৯৯.৪০	৩৪৮৫.০০	৩৪৮৫.০০	৩৪৮০.০১	৪০৭৯.৪১
১১১	কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প	স্থানীয়	২৮১৯০.১৬	৫৯৯.৪০	৩৪৮৫.০০	৩৪৮৫.০০	৩৪৮০.০১	৪০৭৯.৪১
	(০১-১০-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৮)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**২.১৩**	**১২.৩৬**		**১২.৩৬**	**১৪.৪৯**

ক্রঃ নং আরএডিপি	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	উপযোজিত আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	জুন/১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহ								
৪৭	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (WMIP)	মোট	৯৮২২৭.৫৬	৬২৪২০.৫৬	১১৯১০.০০	১০৮৫৭.৫১	১০৪৫৮.৭৭	৭২৮৭৯.৩৩
৩	দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank	স্থানীয়	৯৮১৩.২০	৪৫৭২.৪৮	৪১০.০০	৪১০.০০	৩৮৮.৪১	৪৯৬০.৮৯
	(০১-০৭-২০০৪ থেকে ৩০-১২-২০১৫,	প্রকল্প সাঃ	৮৮৪১৪.৩৬	৫৭৮৪৮.০৮	১১৫০০.০০	১০৪৪৭.৫১	১০০৭০.৩৬	৬৭৯১৮.৪৪
	প্রস্তাবিত- ডিসেম্বর, ২০১৬)	আরপিএ	৮৮৪১৪.৩৬	৫৭৮৪৮.০৮	১১৫০০.০০	১০৪৪৭.৫১	১০০৭০.৩৬	৬৭৯১৮.৪৪
		বাস্তব %		**৬৩.৫৫**	**১৬.০০**		**১৫.০০**	**৭৮.৫৫**
৪৮	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড	মোট	৭০৩১০.০০	১৮৪৭৪.৭৫	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	১৬৯২১.৯১	৩৫৩৯৬.৬৬
৪	রেস্টোরেশন প্রকল্প (ECRRP)	স্থানীয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank	প্রকল্প সাঃ	৭০৩১০.০০	১৮৪৭৪.৭৫	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	১৬৯২১.৯১	৩৫৩৯৬.৬৬
	(২০০৮-০৯ থেকে ৩১-১২-২০১৭)	আরপিএ	৭০৩১০.০০	১৮৪৭৪.৭৫	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	১৬৯২১.৯১	৩৫৩৯৬.৬৬
		বাস্তব %		**২৬.২৮**	**২৭.০২**		**২৪.০৭**	**৫০.৩৫**
৪৯	Coastal Embankment Improvement	মোট	৩২৮০০০.০০	৩৬০.০৫	২০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২৩৬০.০৫
৪১	Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira,	স্থানীয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna &	প্রকল্প সাঃ	৩২৮০০০.০০	৩৬০.০৫	২০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২৩৬০.০৫
	Patuakhali District	আরপিএ	৩২৮০০০.০০	৩৬০.০৫	২০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২৩৬০.০৫
	দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank	বাস্তব %		**০.১১**	**০.৬০**		**০.৬০**	**০.৭১**
	(০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০২০)							
৫০	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪	মোট	২৭৮৭৪.১৮	৯৬৮৫.১৪	৩৫৮৮.০০	৩৫৭৬.৬১	৩৫৫৬.৫৯	১৩২৪১.৭৩
২২	(সিডিএসপি-৪)	স্থানীয়	৪০৬৬.৬৫	১২০০.৬৫	৩৯২.০০	৩৯২.০০	৩৮৮.২৯	১৫৮৮.৯৪
	দাতা সংস্থাঃ IFAD	প্রকল্প সাঃ	২৩৮০৭.৫৩	৮৪৮৪.৪৯	৩১৯৬.০০	৩১৮৪.৬১	৩১৬৮.৩০	১১৬৫২.৭৯
	(০১/০১/১১- ৩১/১২/১৬,	আরপিএ	১২৯৫৯.৬০	৩৯৮৫.৬৬	১৮৪৬.০০	১৮৩৪.৬১	১৮১৮.৩০	৫৮০৩.৯৬
	প্রস্তাবিত- ডিসেম্বর, ২০১৮)	বাস্তব %		**৩৭.৫০**	**১২.৮৭**		**১২.৮৭**	**৫০.৩৭**
৫১	Flood and River Bank erosion risk	মোট	৮২৮৫৬.০০	০.০০	৩১১২.০০	২১৮৪.০০	২১৭৮.৩৭	২১৭৮.৩৭
৪৯	Management Investment Program দাতা	স্থানীয়	১৮৬১৬.০০	০.০০	২২২২.০০	২১০৫.০০	২১০৪.৬২	২১০৪.৬২
	সংস্থাঃ ADB	প্রকল্প সাঃ	৬৪২৪০.০০	০.০০	৮৯০.০০	৭৯.০০	৭৩.৭৫	৭৩.৭৫
	(এপ্রিল, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮)	আরপিএ	৬২২৪৮.০০	০.০০	৮৯০.০০	৭৯.০০	৭৩.৭৫	৭৩.৭৫
		বাস্তব %		**০.০০**	**৩.৭৬**		**২.৬৩**	**২.৬৩**
৫২	সাউথ-ওয়েষ্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস	মোট	২৯৪২৫.৫৩	২৬৯৫১.৫৬	১৯৭৯.০০	১৭৮১.৪১	১৭১২.৫৪	২৮৬৬৪.১০
১০৪	ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প	স্থানীয়	৫০০০.৫১	৪৬৬২.৫৭	৩১৭.০০	৩১৭.০০	৩০৮.৬৬	৪৯৭১.২৩
সমাপ্ত	দাতা সংস্থাঃ ADB	প্রকল্প সাঃ	২৪৪২৫.০২	২২২৮৮.৯৯	১৬৬২.০০	১৪৬৪.৪১	১৪০৩.৮৮	২৩৬৯২.৮৭
প্রকল্প	(০১-০৪-২০০৫ হতে ৩০-০৬-২০১৫)	আরপিএ	২০৩৫৫.৫৪	১৮৫৪৫.৫০	১৬৬০.০০	১৪০৯.৬০	১৩৪৯.০৭	১৯৮৯৪.৫৭
		বাস্তব %		**৯৭.০০**	**৩.০০**		**২.০০**	**৯৯.০০**
৫৩	Irrigation Management Improvement	মোট	৪৫৭৩৫.৭২	০.০০	১২৮০.০০	১২৭৫.০০	৮৫৭.২৭	৮৫৭.২৭
১১৫	Program (IMIP)- for Muhuri Irrigation	স্থানীয়	৮৯৩৫.৭২	০.০০	২৮০.০০	২৭৫.০০	২০৭.৯৯	২০৭.৯৯
	Project (MIP)	প্রকল্প সাঃ	৩৬৮০০.০০	০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	৬৪৯.২৮	৬৪৯.২৮
	দাতা সংস্থাঃ ADB	আরপিএ	২৮০০০.০০	০.০০	৬৩০.০০	৬৩০.০০	২৮৮.৮৩	২৮৮.৮৩
	(জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৯)	বাস্তব %		**০.০০**	**৩.০০**		**২.৫০**	**২.৫০**
৫৪	ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট)	মোট	৫৬৩৪৯.০০	৩৫১০.৭৯	৬৬৩৭.০০	৫৫৫২.৬২	৫৬৩৮.৩৮	৯১৪৯.১৭
৪০	দাতা সংস্থাঃ GoN	স্থানীয়	৭৪৯৯.০০	৯৪.৯২	৬৩৭.০০	৬৩৭.০০	৬৩৪.৯৫	৭২৯.৮৭
	(০১-০১-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৮)	প্রকল্প সাঃ	৪৮৮৫০.০০	৩৪১৫.৮৭	৬০০০.০০	৪৯১৫.৬২	৫০০৩.৪৩	৮৪১৯.৩০
		আরপিএ	১৫৭৫০.০০	২০৪.৫৫	১৮০০.০০	১১৪০.৪২	১১৩৬.৪২	১৩৪০.৯৭
		বাস্তব %		**৬.৩০**	**১১.৭৫**		**৯.৮৫**	**১৬.১৫**
৫৫	ডেভেলপমেন্ট ফেইজ অফ ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট	মোট	১৫২৯.০২	১২৫৭.৮৮	২১২.০০	১৪০.৬৫	১৪০.৬৪	১৩৯৮.৫২
টিএ-১	ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন ভোলা ডিস্ট্রিক্ট দাতা সংস্থাঃ	স্থানীয়	৬২.৭১	১.০৪	১.০০	১.০০	০.৯৯	২.০৩
সমাপ্ত	GoN	প্রকল্প সাঃ	১৪৬৬.৩১	১২৫৬.৮৪	২১১.০০	১৩৯.৬৫	১৩৯.৬৫	১৩৯৬.৪৯
প্রকল্প	(২৭-০১-১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৫)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৮২.০০**	**১৮.০০**		**১৮.০০**	**১০০.০০**
৫৬	Haor Flood Management and	মোট	৯৯৩৩৭.৭২	০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৪৫৬.২৯	১৪৫৬.২৯
৫০	Livelihood Improvement Project	স্থানীয়	৩৯৮৯১.৬২	০.০০	৬৫০.০০	৬৫০.০০	৬০৬.৬২	৬০৬.৬২
	(BWDB Part)দাতা সংস্থাঃ JICA	প্রকল্প সাঃ	৫৯৪৪৬.১০	০.০০	৮৫০.০০	৮৫০.০০	৮৪৯.৬৮	৮৪৯.৬৮
	(জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২)	আরপিএ	৫৭৪৪৯.৩০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**০.০০**	**১.৫০**		**১.৫০**	**১.৫০**

ক্রঃ নং আরএডিপি	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	উপযোজিত আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	জুন/১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
বিশেষ প্রকল্পসমূহ								
৫৭	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প, ফেজ-২	মোট	৬৭৬৫৪.৬৮	৫০৪৬৩.৫৬	৪৬৫৯.০০	৪৬৫৯.০০	৪৫১৮.৯৩	৫৪৯৮২.৪৯
৫	(০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৭)	স্থানীয়	৬৭৬৫৪.৬৮	৫০৪৬৩.৫৬	৪৬৫৯.০০	৪৬৫৯.০০	৪৫১৮.৯৩	৫৪৯৮২.৪৯
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৭৯.৯১**	**২.০৪**		**২.০৪**	**৮১.৯৫**
৫৮	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন	মোট	১০২২১১.৪৪	৭১৬৩৩.১৮	১২৩৮৫.০০	১২৩৮৪.০৪	১০১৬৭.০৮	৮১৮০০.২৬
৯	বাংলাদেশ	স্থানীয়	১০২২১১.৪৪	৭১৬৩৩.১৮	১২৩৮৫.০০	১২৩৮৪.০৪	১০১৬৭.০৮	৮১৮০০.২৬
	(০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৭৩.৫৫**	**১২.২৭**		**১০.৪০**	**৮৩.৯৫**
৫৯	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন	মোট	৬৮৪৯৪.১০	৫৬৩০.৪৭	২৮০০.০০	২৮০০.০০	২৭৯৮.৪৮	৮৪২৮.৯৫
২৩	উন্নয়ন প্রকল্প	স্থানীয়	৬৮৪৯৪.১০	৫৬৩০.৪৭	২৮০০.০০	২৮০০.০০	২৭৯৮.৪৮	৮৪২৮.৯৫
	(০১-০৭-১১ - ৩০-০৬-১৫,	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	প্রস্তাবিত- জুন,১৬)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৮.২২**	**৪.৩৮**		**৪.৩৮**	**১২.৬০**
৬০	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও	মোট	১৩০৯৮৮.১০	১৯৭৮৭.১৩	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০	১৫৯৯৯.৯০	৩৫৭৮৭.০৩
১২	আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	স্থানীয়	১৩০৯৮৮.১০	১৯৭৮৭.১৩	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০	১৫৯৯৯.৯০	৩৫৭৮৭.০৩
	(০১/০৭/১০-৩০/০৬/১৬)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**১৫.১০**	**১২.৭৬**		**১২.৭৬**	**২৭.৮৬**
৬১	Environmental Impact Assessment	মোট	১৯৮.০৫	৫০.০০	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০	৭৫.০০
৪২	(EIA) study of 30 different BWDB	স্থানীয়	১৯৮.০৫	৫০.০০	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০	৭৫.০০
	projects to be Implemented under	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	CCTF	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	(০১-০৮-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৫)	বাস্তব %		**৩০.০০**	**১০.০০**		**১০.০০**	**৪০.০০**
৬২	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প	মোট	১৯১৩৩.৮১	১৬৬৫৪.৫৯	৩৮৩.০০	১৩৫.০০	৭৯.১২	১৬৭৩৩.৭১
৪৩	(৪র্থ পর্যায়)	স্থানীয়	১৯১৩৩.৮১	১৬৬৫৪.৫৯	৩৮৩.০০	১৩৫.০০	৭৯.১২	১৬৭৩৩.৭১
সমাপ্ত	(২০০৮-০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৫)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৯৫.৩২**	**২.০০**		**০.৪১**	**৯৫.৭৩**
৬৩	ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি এন্ড ডিটেল ডিজাইন অব গ্যাঞ্জেজ	মোট	৪৫৫৭.৯৩	৪২০০.৩৩	৩৫৮.০০	২৮৬.৯৬	৯৭.৬৯	৪২৯৮.০২
৪৪	ব্যারেজ প্রজেক্ট	স্থানীয়	৪৫৫৭.৯৩	৪২০০.৩৩	৩৫৮.০০	২৮৬.৯৬	৯৭.৬৯	৪২৯৮.০২
	(০১-০৭-২০০৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৫,	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	প্রস্তাবিত- জুন,১৬)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৯৯.০০**	**১.০০**		**০.৫০**	**৯৯.৫০**

পরিশিষ্ট-২

২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিবরণী

ক্রঃ নং	প্রতিশ্রুত প্রকল্পের নাম	প্রতিশ্রুত স্থান	প্রতিশ্রুত তারিখ	প্রকল্প বরাদ্দ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক	বাস্তব(%)	
১	তিস্তা ব্যারেজ হতে তিস্তা সড়ক সেতু পর্যন্ত নদী খননের অবশিষ্টাংশ সম্পন্নকরণ		২০/০৯/২০১২	১৫,০৬১.৪৫	১২,৮৫৮.৬৯	১০০.০০	সমাপ্ত
২	তিস্তা নদীর বাম তীরের অসমাপ্ত নদী শাসনের কাজ সমাপ্তকরণ		২০/০৯/২০১২	১৫,০৬১.৪৫	১২,৮৫৮.৬৯	১০০.০০	সমাপ্ত
৩	জামালপুর জেলাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা	সরিষাবাড়ী উপজেলার গনউদ্যানে অনুষ্ঠিত জনসভায়	৩০/০৬/২০১২	৪৮,৯৪৯.৪০	২৪,৯৮৮.২৩	৬৩.০০	চলমান
৪	ঢাকা নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন	সিদ্ধিরগঞ্জ ১২০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি	১৪/০২/২০১০	৩৫৯.০০	৩৫৯.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
৫	সন্দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমের ভেঙ্গে যাওয়া বেড়ীবাঁধ পুনঃনির্মাণ	চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১৮/০২/২০১২	১৯৮.০০	১৯৮.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
৬	দহগ্রাম ইউনিয়নকে তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে বাঁধ নির্মাণ	লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১৯/১০/২০১১	-	-	১০০.০০	সমাপ্ত
৭	লালমনিরহাট জেলাকে তিস্তা নদীর আকস্মিক বন্যা ও ভাঙ্গন হতে রক্ষা করার জন্য তীর সংরক্ষণ ও বাঁধ নির্মাণ করা	লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১৯/১০/২০১১	১৫,০৬১.৫৪	১২,৮৫৮.৬৯	১০০.০০	সমাপ্ত
৮	শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ড্রেজিং এর মাধ্যমে তিস্তা নদীর নাব্যতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা	লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১৯/১০/২০১১	২,৩৭৮.০০	১,৬১৪.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
৯	সিরাজগঞ্জ শহরকে যমুনা নদীর ভাংগন ও বন্যার হাত হতে রক্ষার জন্য ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর ব্যবস্থা করা	সিরাজগঞ্জ জেলায় সফরকালে	০৯/০৪/২০১১	১০,৩৩৬.০০	১০,৩৩৬.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১০	আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ	বাগেরহাট জেলায় সফরকালে	১২/০৩/২০১১	২,৩৯২.০০	২,৩৯২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১১	প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে উপকূলবর্তী এলাকায় স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মাণ	খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন	০৫/০৩/২০১১	২,৩৯২.০০	২,৩৯২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১২	খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার ভুতিয়ার ও বাসুয়াখালী বিলের জলাবদ্ধতা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা	খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন	০৫/০৩/২০১১	১,৮৮১.৮৯	১,৮৮১.৮৯	১০০.০০	সমাপ্ত
১৩	উপকূলীয় জেলাগুলোতে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ	বরিশাল জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন	২২/০২/২০১১	১,০০০.০০	৯৫৮.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৪	সোনাইছড়া, কোণাল্লাছড়া, করেরহাট সোনাইছড়ি, পশ্চিম জোয়ার, লক্ষীছড়ি, গুজাছড়ি, বারো মাঝিখালে (পাহাড়িছড়া) শনালূঢালে সেচ উপ-প্রকল্পগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণ করা	চট্টগ্রাম জেলাধীন মিরেশ্বরাই উপজেলার মহামায়াছড়া সেচ প্রকল্প পরিদর্শন কালে জনসভায় প্রতিশ্রুতি দেন	২৯/১২/২০১০	১,৭৫৬.০০	১,৭৫৬.০০	১০০.০০	সমাপ্ত

ক্রঃ নং	প্রতিশ্রুত প্রকল্পের নাম	প্রতিশ্রুত স্থান	প্রতিশ্রুত তারিখ	প্রকল্প বরাদ্দ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক	বাস্তব(%)	
১৫	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ভাঙ্গনরোধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ	ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একযোগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উদ্বোধনকালে	১১/১১/২০১০	১,৪৯৯.৮৪	৭৮২.৫১	১০০.০০	সমাপ্ত
১৬	সুনামগঞ্জের হাওরসমূহে স্লুইসগেটসহ বেড়ীবাঁধ নির্মাণ	সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১০/১১/২০১০	৪,৭৬২.০০	৪,৭৬২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৭	ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার বেড়ীবাঁধসমূহ সংস্কার করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্মাণ প্রসঙ্গে	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর খুলনা জেলার কয়রা উপজেলা সফরকালে	২৩/০৭/২০১০	১,৯৭৭.০০	১,৯৭৭.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৮	পটুয়াখালী জেলাস্থ কলাপাড়া উপজেলার ফসলী জমি লবণাক্ততার হাত থেকে রক্ষার্থে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করার জন্য খাল খনন করে প্রাপ্ত মাটি দ্বারা বেড়ীবাঁধ নির্মাণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর বরিশাল বিভাগের বিভাগীয় এবং বরগুনা জেলার জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্ত	০৬/০৫/২০১০	৩২.০০	৩২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৯	বরগুনা জেলার সিডর, আইলা ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ বেড়ীবাঁধগুলো পুনঃনির্মাণ ও মেরামত করা	বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	০৬/০৫/২০১০	৮,৩৫৮.০০	৮,৩৫৮.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
২০	বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার মহিষকাটা খালের উপর স্লুইসগেট নির্মাণ	বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	০৬/০৫/২০১০	১৬৫.০০	১৬২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
২১	তিতাস উপজেলার দাসকান্দি হতে লালপুর পযর্ন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা	কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	০৭/১১/২০১০	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	১০০.০০	সমাপ্ত
২২	নাটোর জেলার কালিগঞ্জ বাজার থেকে নলডাঙ্গা হাট, পীরগাছা বাজার হয়ে সরকুতিয়া বাজার পযর্ন্ত বারনাই নদীর উভয় তীর ৪২২ কিঃমিঃ সিসি ব্লক দিয়ে স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজ	নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১১/১২/২০১১	১,৯৬০.৭৮	৯৯৮.৬১	৫১.০০	চলমান
২৩	নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধে একটি টি-বাঁধ নির্মাণ	নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১১/১২/২০১১	২২,৬০৪.৯১	২,৫৫৭.০৩	১১.৫৪	চলমান
২৪	চাঁপাইনবাগঞ্জ সদর উপজেলার আলাতুলি ইউনিয়নের পদ্মা নদীর ভাঙ্গনরোধকল্পে নদী শাসন এবং একইসাথে জিকে সেচ প্রকল্পের আদলে সেচ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহানন্দা নদী ড্রেজিং করা এবং প্রয়োজনবোধে রাবার ড্যাম নির্মাণ	চাঁপাইনবাগঞ্জ জেলা সফরকালে	২৩/০৪/২০১১	২৭,৪১৮.৩৯	৩,৬২৬.৩০	১৩.২৮	চলমান
২৫	ভৈরব নদী এবং ভৈরব ও কাজলা নদীর সংযোগস্থল এমনভাবে খনন করতে হবে যেন শুকনা মৌসুমে সেচ ও বর্ষায় জলাধার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে	মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	১৭/০৪/২০১১	৭,৩৮২.৮৪	৫২৯.২৫	৭.১৭	চলমান
২৬	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা নদী ড্রেজিং করা	নারায়ণগঞ্জ জেলা সফরকালে	২০/০৩/২০১১	৯৪,৪০৯.০০	১১,৬১৬.৭৩	১৩.৭৪	চলমান
২৭	ভরাট হওয়া হাওর খনন করা সুনামগঞ্জ জেলার টেকেরহাট হতে সুলেমানপুর হয়ে লালপুর হয়ে গাগলাজুরী পযর্ন্ত কংস নদী খনন। ("হাওর এলাকার আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পে প্রতিশ্রুতিটি অন্তর্ভূক্ত)	সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১০/১১/২০১০	৬৮,৪৯৪.১০	৮,৪২৯.০৫	১২.৬০	চলমান

ক্রঃ নং	প্রতিশ্রুত প্রকল্পের নাম	প্রতিশ্রুত স্থান	প্রতিশ্রুত তারিখ	প্রকল্প বরাদ্দ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক	বাস্তব(%)	
২৮	যাদুকাটা নদী হয়ে রক্তি নদী-বৌলাই হয়ে সুলেমানপুর পর্যন্ত নদী খনন। ("হাওর এলাকার আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পে প্রতিশ্রুতিটি অন্তর্ভূক্ত)	সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে	১০/১১/২০১০	৬৮,৪৯৪.১০	৮,৪২৯.০৫	১২.৬০	চলমান
২৯	যাদুকাটা হয়ে রক্তি নদী হয়ে সুরমা নদী খনন("হাওর এলাকার আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পে প্রতিশ্রুতিটি অন্তর্ভূক্ত)	সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে	১০/১১/২০১০	৬৮,৪৯৪.১০	৮,৪২৯.০৫	১২.৬০	চলমান
৩০	কালনী ও কুশিয়ারা নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং	সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১০/১১/২০১০	৬০,৯৮৩.৩১	৫,৫০০.৯৩	১১.০০	চলমান
৩১	কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা কাঠালিয়া বেড়ীবাঁধ নির্মাণ	কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলা সফরকালে	০৭/১১/২০১০	১,২০০.০০	৭৭৫.০০	৯৫.০০	ভৌত কাজ সমাপ্ত
৩২	কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন	২৩/০৭/২০১০ তারিখে সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় আইলায় বিধ্বস্থ এলাকা পরিদর্শনকালে কপোতাক্ষ নদ পুনঃখননের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং ২৭/১২/২০১০ তারিখে যশোর জেলা সফরকালে কপোতাক্ষ নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন	২৩/০৭/২০১০	২৬,১৫৪.৮৩	১০,৮৭৩.৩১	৪৯.২২	চলমান
৩৩	যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভূয়াপুরকে রক্ষার লক্ষ্যে তারাকান্দি হতে জোকেরুর পযর্ন্ত স্থায়ী গাইড বাঁধ নির্মাণ করা	ভূয়াপুর ও হেমনগর রেলওয়ে স্টেশনের পথসভায়	৩০/০৬/২০১২	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৩৪	সন্দ্বীপ-কোম্পানীগঞ্জ সড়কবাঁধ নির্মাণ	চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১৮/০২/২০১২	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৩৫	সন্দ্বীপ-উড়িরুর ক্রসড্যামের সম্ভাব্যতা যাচাই করে সন্দ্বীপের কোন ক্ষতি না হলে নির্মাণ করা	চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১৮/০২/২০১২	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৩৬	কক্সবাজারের বাঁকখালী নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ড্রেজিং করা	কক্সবাজার জেলায় সফরকালে	০৩/০৪/২০১১	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৩৭	কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প গ্রহণ	কক্সবাজার জেলায় সফরকালে	০৩/০৪/২০১১	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৩৮	ব্রহ্মপুত্র নদ খনন	ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে	৩১/০৩/২০১১	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৩৯	ভৈরব নদী পুনঃখনন	যশোর জেলা সফরকালে ভৈরবী নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন	২৭/১২/২০১০	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৪০	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ও ঘোষেরহাট এবং রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাঙ্গনরোধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ	ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একযোগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উদ্বোধনকালে	১১/১১/২০১০	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৪১	তিতাস নদী খনন করা	কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	০৭/১১/২০১০	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৪২	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন করা	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	১২/০৫/২০১০	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন

ক্রঃ নং	প্রতিশ্রুত প্রকল্পের নাম	প্রতিশ্রুত স্থান	প্রতিশ্রুত তারিখ	প্রকল্প বরাদ্দ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক	বাস্তব(%)	
৪৩	সরাইল উপজেলায় বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করা	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	১২/০৫/২০১০	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৪৪	মিষ্টি পানির অভাবে শুকনা মৌসুমে কৃষি কাজ করা যাবে না। তাই হাজা-মজা খাল পুনঃখনন ও খাস জমিতে পুকুর খনন করে সেচের ব্যবস্থা করা।	বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	০৬/০৫/২০১০	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৪৫	নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদী ড্রেজিং	চাঁদপুরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	২৭/০৪/২০১০	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৪৬	চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ	ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে	৩১/০৩/২০১১	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৪৭	কুড়িগ্রামের ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও দুধকুমার নদীতে নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড্রেজিংকরণ	কুড়িগ্রাম জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	০৬/০৩/২০১০	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৪৮	বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া আড়ুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প	জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী জনসভায় মোল্লারহাট কলেজে মাঠে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪২০৩৮০১৮০২০০০৪০২০১০-৩৭ তারিখঃ ০৭/০৭/২০১০ মোতাবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	০৭/০৭/২০১০	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন

পরিশিষ্ট-৩

পরিশিষ্ট-৩

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৪-১৫ অর্থ বছরের		জুন/১৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৫ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিভূত	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)					বরাদ্দের (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)		
১	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানিরস্তরে লবনাক্ততার অনুপ্রবেশ চিহ্নিতকরণে স্থায়ী পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক স্থাপন ও গানিতিক মডেল সমীক্ষা। প্রকল্প এলাকা: উপকূলীয় এলাকা, বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ ২০১০-২০১২, প্রকল্প পরিচালক : পরিচালক, গ্রাউন্ড ওয়াটার হাইড্রোলজি।	২০৬৪.২১	১৯৮১.৮৬	৮২.৩৫	০.০০	০.০০	০.০০	-	১৯৮১.৮৬	১৯৮১.৮৬	সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			১০০.০০					০.০০	১০০.০০		
২	চট্টগ্রাম জেলার মিরেশ্বরাই উপজেলার উপকূলবর্তী এলাকায় সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মুহুরী একরিটেড এলাকায় সিডিএসপিপি বেড়ী বাঁধ উন্নীত করণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী পওর সার্কেল।	১৭৫৬.৫২	১৬৬১.৯৭	৯৪.৫৫	০.০০	০.০০	৯৪.০০	১০০.০০	১৭৫৫.৯৭	১৭৫৫.৯৭	প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।
			১০০.০০					৯৯.৪২	১০০.০০		
৩	টাংগাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলাধীন হাট ফতেপুর নামক স্থানে বংশাই নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ টাংগাইল, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ অক্টোবর/১২ হতে জুন/১৪। প্রকল্প পরিচালক ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, টাংগাইল পওর বিভাগ।	১৭৫.৩২	১০০.৫০	৭৪.৮২	০.০০	০.০০	০.০০	-	১০০.৫০	১০০.৫০	সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			১০০.০০					০.০০	১০০.০০		
৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলাধীন বড়িকান্দিতে মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ ব্রাহ্মণনাড়িয়া, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, ব্রাহ্মনবাড়িয়া পানি উন্নয়ন বিভাগ।	৯০০.০০	৬৭২.০২	২২৭.৯৮	১৫.০০	৬.০০	২২৭.০০	১০০.০০	৮৯৯.০২	৮৯৯.০২	সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৮৫.০০					৯৯.৫৭	৯১.০০		
৫	সিলেট জেলার সিলেট সদর, দক্ষিণ সুরমা এবং বিশ্বনাথ উপজেলায় অবস্থিত বাসিয়া নদী পুনঃ খনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ সিলেট, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, সিলেট পওর বিভাগ।	৮০০.০০	৪০২.৯৭	৩৯৭.০৩	২.০০	০.০০	০.০০	-	৪০২.৯৭	৪০২.৯৭	ডিসেম্বর/১৪ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
			৯৮.০০					০.০০	৯৮.০০		
৬	ঠাকুরগাঁও জেলার রানিসংকৈল উপজেলার ৬ নং কাশিপুর ইউনিয়নের কাশিপুর (কাশিডাংগা ফুটানির হাট) নামক স্থানে শুস্ক মৌসুমে সম্পুরক সেচ ও যোগাযোগের সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে তীরনই নদীর উপর রেগুলেটর কাম উইয়ার কাম ব্রীজ নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: ঠাকুরগাঁও, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ২০১১-২০১২ হতে ২০১২-১৩, প্রকল্প পরিচালক : তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঠাকুরগাঁও পওর সার্কেল।	৯৯৩.৮৩	৫০০.০০	৪৯৩.৮৩	০.০০	০.০০	৪৯৩.৮৩	১০০.০০	৯৯৩.৮৩	৯৯৩.৮৩	প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।
			১০০.০০					১০০.০০	১০০.০০		
৭	মাদারীপুর জেলার রাজৈর ও সদর উপজেলায় ২৪ টি নিস্কাশন খাল পুনঃখনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: মাদারীপুর, বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩, প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল।	১৮৮৭.৯৯	১৩৬৫.১৬	৫২২.৮৩	০.০০	০.০০	০.০০	-	১৩৬৫.১৬	১৩৬৫.১৬	সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			১০০.০০					০.০০	১০০.০০		
৮	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে কাটাখালী নদীর ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার কামালের পাড়া ইউনিয়স্থ বিভিন্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: গাইবান্ধা, বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২, প্রকল্প পরিচালক : তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর পওর সার্কেল- ১।	১১৯৭.০৫	৮৭১.৩৩	৩২৫.৭২	৩.৮০	০.০০	০.০০	০.০০	৮৭১.৩৩	৮৯৭.০০	সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৯৬.২০					০.০০	৯৬.২০		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৪-১৫ অর্থ বছরের		জুন/১৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৫ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিভূত	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)					বরাদ্দের (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)		
৯	খলিফার চরের চারিদিকে বেড়ী বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩। প্রকল্প পরিচালক ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, কলাপাড়া পানি উন্নয়ন বিভাগ।	১১০৩.০০	৬৬২.৫০	৪৪০.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	-	৬৬২.৫০	৬৬২.৫০	সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			১০০.০০					০.০০	১০০.০০		
১০	চালিতাবুনিয়া ও লতার চরের চারিদিকে বেড়ী বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩। প্রকল্প পরিচালক ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, কলাপাড়া পানি উন্নয়ন বিভাগ।	১৫৫৭.০০	১৩২১.০০	২৩৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	১৩২১.০০	১৩২১.০০	সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			১০০.০০					০.০০	১০০.০০		
১১	শরীয়তপুর জেলার ডামুড্যা, গোসাইরহাট, শরীয়তপুর সদর এবং নড়িয়া উপজেলাধীন নিস্কাশন ও সেচ খাল জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট অর্থায়নে পূনঃ খনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: শরীয়তপুর, বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ সেপ্টেম্বর/১১ হতে জুন/১৩, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল।	১২৯০.০৯	৭৬৩.৪৩	৫২৬.৬৬	৪.০০	০.০০	৩৬.৫৭	১৯.৩৫	৮০০.০০	৯৫২.৪৫	সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৯৬.০০					৬.৯৪	৯৬.০০		
১২	শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলাধীন চন্ডীপুর বাজার হয়ে চন্ডীপুর লঞ্চঘাট হতে ওয়াপদা লঞ্চঘাট এবং সুরেশ্বর লঞ্চঘাট এলাকায় পদ্মা নদীর ডানতীর ভাঙ্গন রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ শরিয়তপুর, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ মার্চ/১৩ হতে জুন/১৩, প্রকল্প পরিচালক ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, শরিয়তপুর পওর বিভাগ।	১১৯৯.৪৮	০.০০	১১৯৯.৪৮	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			১০০.০০					০.০০	১০০.০০		
১৩	ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা উপজেলায় মধুমতি নদীর ভাংগন হতে কৃষ্ণপুর এলাকা সংরণমূলক কাজ ও খাল পুনঃখনন কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ ফরিদপুর, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল।	৪৯৯.৯৬	৩৫৮.৭৬	১৪১.২০	৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩৫৮.৭৬	৪১৭.৩১	সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৯৬.০০					০.০০	৯৬.০০		
১৪	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন তালুকদারপাড়া- চন্দনবাইশা এলাকায় বিকল্প বাঁধ নির্মান কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, বগুড়া পওর বিভাগ।	৭৬৮.৩২	৫৭৫.০৫	১৯৩.২৭	১.০০	০.০০	১৯৩.৭০	১০০.২২	৭৬৮.৭৫	৭৬৮.৩২	প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।
			৯৯.০০					১০০.২২	৯৯.০০		
১৫	চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলাধীন সাঙ্গু নদীর বামতীরে আমিলাইশ ইউনিয়নস্থ দক্ষিণ চরতি এবং উত্তর ব্রাহ্মণ ডাঙ্গা তুলাতলী নামক স্থানে ভাঙ্গন কবলিত অংশে প্রতিরক্ষা কাজ। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২, প্রকল্প পরিচালক : নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-১।	১৭৮.৫২	১৭৮.৫২	০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	-	১৭৮.৫২	১৭৮.৫২	জুন/১৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
			৯০.০০					-	৯০.০০		
১৬	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলার আব্দুল-াহপুর গ্রামকে বিস্তীর্ণ হাওরের প্রবল ঢেউয়েল ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: কিশোরগঞ্জ, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ পওর সার্কেল।	১৬৯৮.৭০	৫৯৬.১৮	১১০২.৫২	৪৩.০০	৯.০০	৩৩৫.১০	২৬১.৯৬	৯৩১.২৮	৭২৪.১০	জুন/১৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
			৫৭.০০					৩০.৩৯	৬৬.০০		
১৭	পোল্ডা নং-৬৬/১ এর বাঁধ উন্নীতকরণ ও ক্ষয়ক্ষতি পূনর্বাসন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: কক্সবাজার, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩। প্রকল্প পরিচালক ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, কক্সবাজার পওর বিভাগ।	৪০৬.৮৮	২৬৩.৪৩	১৪৩.৪৫	১৮.০০	৫.০০	০.০০	০.০০	২৬৩.৪৩	৩০৫.১৬	সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৮২.০০					০.০০	৮৭.০০		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৪-১৫ অর্থ বছরের		জুন/১৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৫ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিভূত	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)					বরাদ্দের (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)		
১৮	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ক্ষতিগ্রস্থ সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলার আওতাধীন কুশিয়ারা নদীর ডান তীরে ভেড়ার ডহর নামক স্থানে সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: সুনামগঞ্জ, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩, প্রকল্প পরিচালকঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ।	১২০০.০০	৯০০.৫৯	২৯৯.৪১	১২.১৩	০.০০	০.০০	-	৯০০.৫৯	৯০০.৫৯	সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৮৭.৮৭					০.০০	৮৭.৮৭		
১৯	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন/সংস্কার প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, ফেণী ও লক্ষীপুর, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩, প্রকল্প পরিচালকঃ প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষীণ-পূর্বাঞ্চল।	২৪৯৯.৫৪	১৭৩১.৩৭	৭৬৮.১৭	১০.০০	০.০০	৭৭.২০	৯৯.৯৫	১৮০৮.৫৭	১৮০৮.৬১	সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৯০.০০					১০.০৫	৯০.০০		
২০	ব্রাহ্মনবাড়ীয়া জেলার সদর উপজেলাধীন তিতাস নদীর ডানতীরে কাউতলী হতে কাঞ্চনপুর বাজার পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ নির্মান প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ ব্রাহ্মনবাড়ীয়া, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ২০১২-১৩ হতে ২০১৩-১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা সার্কেল।	১৮৮৩.১৯	১২৫২.০০	৬৩১.১৯	২০.০০	৫.০০	০.০০	-	১২৫২.০০	১২৫২.০০	সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৮০.০০					০.০০	৮৫.০০		
২১	কচুয়া উপজেলার সাচার-ঘুগরার বিল হতে পিতাম্বরদী, নারিন্দা, কাওয়াদী বাজার ও নায়েরগাঁও হয়ে মেঘনা নদী পর্যন্ত সাচার খাল (বোয়ালজুরী খাল) পুনঃখনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ চাঁদপুর, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জানুয়ারী/১৩-জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, চাঁদপুর পওর বিভাগ।	১৪৯৯.৭২	১১৯৭.০৬	৩০২.৬৬	২.৯১	০.০০	০.০০	-	১১৯৭.০৬	১১৯৭.০৬	সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৯৭.০৯					০.০০	৯৭.০৯		
২২	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপ উপজেলাস্থ পোল্ডার নং-৭২ এর দক্ষীণ-পশ্চিমের ভেঙ্গে যাওয়া বেড়ী বাঁধ পূনঃ নির্মাণ মেরামত ও পূর্ণবাসন কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জানুয়ারী ১৩ হতে জুন ১৪ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালকঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-২।	১৫০০.০০	৫৮৬.০০	৯১৪.০০	৩৫.০০	৫.০০	০.০০	-	৫৮৬.০০	৫৮৬.০০	সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৬৫.০০					০.০০	৭০.০০		
২৩	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত ব্রম্মপুত্র নদেও বামতীওে মরিচারচর এলাকায় ৩৭৪ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ ময়মনসিংহ, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ২০১৩-২০১৪, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ পওর সার্কেল।	৫০০.০০	০.০০	৫০০.০০	৮৫.০০	২৯.৭৩	৬১.৫০	৯৮.৪০	৬১.৫০	৬২.৫০	সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			১৫.০০					১২.৩০	৪৪.৭৩		
২৪	মগড়া নদীর ভাংগন হতে নেত্রকোনা জেলার সদর উপজেলাধীন চলিশাবাজার এবং মদন পৌর এলাকা সংরক্ষনের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ নেত্রকোনা, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ২০১৩-২০১৪ পর্যন্ত, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ পওর সার্কেল।	৫০০.০০	০.০০	৫০০.০০	৮৫.০০	৬৩.০০	৬১.৯৯	৯৯.৫৮	৬১.৯৯	৬২.২৫	সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			১৫.০০					১২.৪০	৭৮.০০		
২৫	কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলাধীন পুরাতন ডাকাতিয়া নদী পূনঃ খননের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকরন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ কুমিল্লা, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৪, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ পওর সার্কেল।	৬০০.০০	৩০০.৭৬	২৯৯.২৪	১৪.৩৮	০.০০	০.০০	-	৩০০.৭৬	৩০০.৭৬	সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৮৫.৬২					০.০০	৮৫.৬২		
২৬	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলাধীন মালিয়ারা বাঁকখাইন-ভান্ডারগাঁও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিস্কাশন ও সেচ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ এপ্রিল/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল।	৬৯৯.৯৪	০.০০	৬৯৯.৯৪	১০০.০০	৫.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			০.০০					০.০০	৫.০০		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৪-১৫ অর্থ বছরের		জুন/১৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৫ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিভূত	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)					বরাদ্দের (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)		
২৭	জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলার পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ ভাঙ্গন হইতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষন কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ জামালপুর, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ পওর সার্কেল।	৭২৩.৪২	৩২৫.৩০	৩৯৮.১২	১৩.০০	০.০০	১৬১.৩৫	৮১.৮৮	৪৮৬.৬৫	৫২২.৩৬	প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।
			৮৭.০০					৪০.৫৩	৮৭.০০		
২৮	বাগমারা হতে (খোস্তাকাটা লঞ্চঘাট, কচুয়া বাজার ও আদাজুড়ী হয়ে) দেপাড়া পর্যন্ত মরা বলেশ্বরী নদী খনন। প্রকল্প এলাকা: পিরোজপুর, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : নির্বাহী প্রকৌশলী, পিরোজপুর পওর বিভাগ।	৮৫০.০০	৭৬৪.০০	৮৬.০০	১০.০০	৮.০০	০.০০	০.০০	৭৬৪.০০	৭৯৩.০০	সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৯০.০০					০.০০	৯৮.০০		
২৯	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে পটুয়াখালী জেলাধীন কলাপাড়া উপজেলার উপকূলীয় পোল্ডার সমূহের মধ্যে অবস্থিত খাল সমূহ পুন:খনন করে বৃষ্টির পানি সংরক্ষনের মাধ্যমে অধীক ফসল উৎপাদন ও জলাবদ্ধতা নিরসনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ২০১২-১৩, প্রকল্প পরিচালক : তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পটুয়াখালী পওর সার্কেল।	৮০০.০০	৩১০.০০	৪৯০.০০	২৬.০০	০.০০	০.০০	-	৩১০.০০	৩১০.০০	সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৭৪.০০					০.০০	৭৪.০০		
৩০	চর মাইনকা-চর ইসলাম-চর মনতাজ ক্রসড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধার। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২, প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল।	২৩৬৭.০০	৩৭৮.৩৫	১৯৮৮.৬৫	৬০.০০	০.০০	০.০০	-	৩৭৮.৩৫	৩৭৮.৩৫	জুন/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৪০.০০					০.০০	৪০.০০		
৩১	পদ্মা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন প্রতিরোধ কল্পে কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলায় ফিলিপনগর আবেদেরঘাট এলাকায় অবস্থিত রায়টা-মহিষকুন্ডি বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধের কিঃমিঃ ১৩.২৩০ হইতে কিঃমিঃ ১৩.৮০৫ পর্যন্ত প্রতিরক্ষামূলক কাজ। প্রকল্প এলাকা: কুষ্টিয়া, বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ ২০১২-১৩ হতে ২০১৩-১৪, প্রকল্প পরিচালক :তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া পওর সার্কেল।	২২০০.০০	৭৪৯.৩২	১৪৫০.৬৮	৬৬.০০	০.০০	০.০০	-	৭৪৯.৩২	৭৪৯.৩২	নকশা সংশোধনসহ ১২/০১/২০১৫ তারিখে জুন/১৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৩৪.০০					০.০০	৩৪.০০		
৩২	খুলনা জেলার বারাকপুর-দিঘলিয়া প্রকল্পের বেড়ী বাঁধ মেরামত ও নদী তীর সংরণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ খুলনা, বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ ডিসেম্বর/১২ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর পওর সার্কেল।	২৪৮৫.০০	৮০৭.০০	১৬৭৮.০০	৫৬.০০	২১.০০	০.০০	-	৮০৭.০০	৮০৭.০০	সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৪৪.০০					০.০০	৬৫.০০		
৩৩	খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার অন্তগত রামনগর-রহিমনগর এলাকায় বাঁধ পূনঃ নির্মাণ ও নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। (সিসিটিএফ = ৭৬ % বাপাউবো = ২৪%) প্রকল্প এলাকাঃ খুলনা, বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ ডিসেম্বর ১২-জুন ১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা পওর সার্কেল।	১৮১১.০৪	১০৪৬.০০	৭৬৫.০৪	২৪.০০	০.০০	০.০০	-	১০৪৬.০০	১০৪৬.০০	জুন/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৭৬.০০					০.০০	৭৬.০০		
৩৪	পটুয়াখালী জেলাধীন কলাপাড়া উপজেলার উকূলীয় পোল্ডার সমূহের মধ্যে অবস্থিত খাল সমূহ পুনঃখনন করে মিষ্টি পানি সংরক্ষনের মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপাদন ও জলাবদ্ধতা নিরসনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ অক্টোবর/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পটুয়াখালী পওর সার্কেল।	২০০.০০	০.০০	২০০.০০	৭০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৩০.০০					০.০০	৩০.০০		
৩৫	বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার নলুয়া ইউনিয়নে বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ বরিশাল, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল।	৯৯৭.৫৮	৪২৪.০০	৫৭৩.৫৮	৪৫.৬৮	০.০০	০.০০	০.০০	৪২৪.০০	৫০৫.৭৭	সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৫৪.৩২					০.০০	৫৪.৩২		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৪-১৫ অর্থ বছরের		জুন/১৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৫ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিভূত	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)					বরাদ্দের (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)		
৩৬	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব এর কারণে ভোলা জেলার তজুমদ্দিন এবং লালমোহন উপজেলাধীন পোল্ডার নং ৫৬/৫৭ এর বেড়ী বাঁধের স্লোপ ও নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ ভোলা, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা পওর সার্কেল।	৪০০.০০	৯৪.১৫	৩০৫.৮৫	৪০.০০	১২.০০	১৫৫.৮০	৯৯.৯৭	২৪৯.৯৫	২৫০.০০	সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৬০.০০					৫০.৯৪	৭২.০০		
৩৭	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় ঝালকাঠী জেলার ঝালকাঠী সদর ও নলছিটি উপজেলাধীন বেড়ী বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/ মেরামত প্রকল্প।প্রকল্প এলাকাঃ ঝালকাঠী, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল।	৪২৭.১৭	০.০০	৪২৭.১৭	৮৫.০০	৭.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			১৫.০০				০.০০	০.০০	২২.০০		
৩৮	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সাতক্ষীরা জেলার ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডার নং-৩ এর পুর্নবাসন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ সাতক্ষীরা, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ সেপ্টেম্বর/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা পওর সার্কেল।	২৭০.০০	৮৩.৬০	১৮৬.৪০	৩৫.১০	৩০.০০	০.০০	০.০০	৮৩.৬০	১৬০.০০	সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৬৪.৯০					০.০০	৯৪.৯০		
৩৯	খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার পোল্ডার নং ৩১ এর পরিকাঠামোর পুনর্বাসন। প্রকল্প এলাকাঃ খুলনা, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা পওর সার্কেল।	৩০০.০০	১৪০.৫৯	১৫৯.৪১	৩০.০০	৩০.০০	০.০০	-	১৪০.৫৯	১৪০.৫৯	সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৭০.০০					০.০০	১০০.০০		
৪০	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে অনুমোদিত গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলাধীন রাখালবুরুজ ইউনিয়নে কজলা-ধর্মপুর এলাকায় করতোয়া নদীর ভাঙ্গন হতে ডানতীর রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ গাইবান্ধা, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর পওর সার্কেল-১	৫০০.০০	১৫২.৩৩	৩৪৭.৬৭	৫৫.০০	১.০০	০.০০	-	১৫২.৩৩	১৫২.৩৩	সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৪৫.০০					০.০০	৪৬.০০		
৪১	দিনাজপুর জেলার খানসামা ও চিরিরবন্দর উপজেলাধীন আত্রাই নদীর বামতীর সংরক্ষণ কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ দিনাজপুর, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ডিসেম্বর/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঠাকুরগাঁও পওর সার্কেল।	৭০০.০০	৫২৭.০০	১৭৩.০০	৪.০০	৩.০০	০.০০	-	৫২৭.০০	৫২৭.০০	সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৯৬.০০					০.০০	৯৯.০০		
৪২	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার নং-১ এর পূনর্বাসন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ সাতক্ষীরা, বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ ২০১১- ১২ হতে ২০১২- ১৩, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা পওর সার্কেল।	১১৪৬.৪৫	৪৫৯.৭০	৬৮৬.৭৫	২৬.০০	০.০০	০.০০	-	৪৫৯.৭০	৪৫৯.৭০	সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৭৪.০০					০.০০	৭৪.০০		
৪৩	সিলেট জেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বিয়ানীবাজার উপজেলার কুড়ার বাজার নামক স্থানে কুশিয়ারা নদীর ভাংগন রক্ষার্থে প্রতিরক্ষা শীর্ষক প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ সিলেট, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৪, প্রকল্প পরিচালকঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, সিলেট পওর বিভাগ।	২৫০.০০	০.০০	২৫০.০০	৫০.০০	২০.০০	৬২.৫০	১০০.০০	৬২.৫০	৬২.৫০	সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৫০.০০					২৫.০০	৭০.০০		
৪৪	সিলেট জেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সিলেট সদর উপজেলার লামাকাজী, শেখপাড়া, জাংগালিয়া-যোগিরগাঁও, ফতেহপুর ও আকিলপুর নামক স্থানসমূহে সুরমা নদীর তীর এবং বাদাঘাট নামক স্থানে সিঙ্গার নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ সিলেট, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালকঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, সিলেট পওর বিভাগ।	৪৯৯.৯০	০.০০	৪৯৯.৯০	৭৫.০০	৩৫.০০	১২৫.৫০	১০০.৪০	১২৫.৫০	১২৫.০০	সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			২৫.০০					২৫.১১	৬০.০০		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৪-১৫ অর্থ বছরের		জুন/১৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৫ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিভূত	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)					বরাদ্দের (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)		
৪৫	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্টি ফান্ডের অর্থায়নে চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার সাঙ্গু নদীর বাম তীরে চরতি ইউনিয়নের উত্তর ব্রক্ষনডাঙ্গা ও তুলাতলী নামক স্থান রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই/১৩ হতে জুন/১৫, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল।	৪০০.০০	০.০০	৪০০.০০	৯৬.৪৩	৪৫.৭৬	১৩৭.৯২	৬৯.৩৩	১৩৭.৯২	১৯৮.৯২	জুন/১৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
			৩.৫৭					৩৪.৪৮	৪৯.৩৩		
৪৬	জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব মোকালোয় সুনামগঞ্জ জেলার সুনামগঞ্জ উপজেলার আওতাধীন সুরমা নদীর বামতীরে ধারাগাঁও (নবীনগর-হালুয়াঘাট) নামক স্থান সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ সুনামগঞ্জ, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ অক্টোবর/১৩ হতে জুন/১৫, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট পওর সার্কেল।	২৯৯.৯৫	০.০০	২৯৯.৯৫	৯০.০০	২০.০০	৭৪.০০	৯৮.৬৯	৭৪.০০	৭৪.৯৮	সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			১০.০০					২৪.৬৭	৩০.০০		
৪৭	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাবে হতে ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলাধীন চরকুকরী-মুকরী দ্বীপে প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ ভোলা, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ অক্টোবর/১২ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা পওর সার্কেল।	১৪৯৯.৮৪	৭৮২.৫১	৭১৭.৩৩	৩৫.০০	৩৩.০০	০.০০	-	৭৮২.৫১	৭৮২.৫১	প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।
			৬৫.০০					০.০০	৯৮.০০		
৪৮	জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সিরাজগঞ্জ জেলার উলাপাড়া উপজেলাধীন করতোয়া নদীর বামতীর ভাঙ্গন হতে খান সোনতলা নামক স্থান রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ সিরাজগঞ্জ, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ আগষ্ট/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া পওর সার্কেল।	১০০০.০০	০.০০	১০০০.০০	৮২.০০	৪২.০০	২৫০.০০	১০০.০০	২৫০.০০	২৫০.০০	সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			১৮.০০					২৫.০০	৬০.০০		
৪৯	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ রেজুনদী ও তৎসংলগ্ন এলাকার নদী শাসন ও কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: কক্সবাজার, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩। প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল।	১৪৮২.২৩	১০৬৩.০৪	৪১৯.১৯	২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০৬৩.০৪	১৩০২.৫০	জুন/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি অনুমোদন করা হয়েছে।
			৮০.০০					০.০০	৮০.০০		
৫০	জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলায় চট্টগ্রাম জেলার হাটাহাজারী উপজেলায় হালদা নদীর ডান তীরে উত্তর মাদার্শা (আমতুয়া) এলাকায় প্রতিরক্ষা কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪। প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল।	২৯০.০০	০.০০	২৯০.০০	১০০.০০	৩৫.০০	৭২.০০	৯৯.৩১	৭২.০০	৭২.৫০	জুন/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে
			০.০০					২৪.৮৩	৩৫.০০		
৫১	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলাধীন শুভাঢ্যা হতে আগানগর পর্যন্ত শুভাঢ্যা খাল পুনঃখনন ও তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকরণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ ঢাকা, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা পওর বিভাগ-২।	১০০০.০০	৩৩৩.২৬	৬৬৬.৭৪	৬২.০০	৯.০০	৬০.৭৫	১০০.০০	৩৯৪.০১	৩৯৪.০১	সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৩৮.০০					৯.১১	৪৭.০০		
৫২	জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলাধীন যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রাঙ্কুনীবড়ী ও আশুরিয় নামক স্থান রক্ষা প্রকল্প । প্রকল্প এলাকাঃ সিরাজগঞ্জ, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৪ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী	৫০০.০০	০.০০	৫০০.০০	১০০.০০	১০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
			০.০০					০.০০	১০.০০		
৫৩	জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলায় চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলা গুমনমর্দন এলাকা এলাকায় হালদা নদীর ডানতীরে ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ সংরক্ষণ কাজ । প্রকল্প এলাকাঃ টাংগাইল, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই/১৪ হতে জুন/১৫ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৪০০.০০	০.০০	৪০০.০০	১০০.০০	১০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
			০.০০					০.০০	১০.০০		
৫৪	কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত মেঘনা উপজেলাধীন ৩৭টি খাল পুনঃখনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ কুমিল্লা, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ মার্চ/১৩ হতে জুন/১৫ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, গোমতি পওর বিভাগ।	১১৯৮.৭৭	৭০২.৮১	৪৯৫.৯৬	২৩.৯০	৪.৭৮	০.০০	০.০০	৭০২.৮১	৭৭৫.৫২	১ম কিস্তির অর্থ ছাড় হয়েছে।
			৭৬.১০					০.০০	৮০.৮৮		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৪-১৫ অর্থ বছরের		জুন/১৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৫ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিভূত	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)					বরাদ্দের (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)		
৫৫	জালবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি নিরসনকল্পে নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলায় গাবতলী স্লুইস সংলগ্ন মেঘনা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ নোয়াখালী, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ এপ্রিল/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী পওর সার্কেল।	৫৯৮.৭৮	২৯৯.৩৯	২৯৯.৩৯	৩৩.০০	৩৩.০০	২৯৯.৩৯	১০০.০০	৫৯৮.৭৮	৫৯৮.৭৮	প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।
			৬৭.০০					১০০.০০	১০০.০০		
৫৬	কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামাইন উপজেলাধীন গোপালপুর প্রাইমারী স্কুল হতে ইসলামপুর ফেরীঘাট এবং নাগইরারধাইর হতে হাইলারচর পর্যন্ত ঘোরউত্রা নদীর পাইলট লুপকাট খনন কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ কিশোরগঞ্জ, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ডিসেম্বর/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ পওর সার্কেল।	১৮০০.০০	০.০০	১৮০০.০০	৯০.০০	৯০.০০	১৮০০.০০	১০০.০০	১৮০০.০০	১৮০০.০০	প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।
			১০.০০					১০০.০০	১০০.০০		
৫৭	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া ও লোহাগড়া উপজেলার ডলু নদীর বিভিন্ন স্থানে তীব্র ভাঙ্গন কবলিত জনপদ রক্ষা প্রকল্প (০.৪৭৫ কিঃমিঃ)। প্রকল্প এলাকাঃ চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল।	৩০০.০০	০.০০	৩০০.০০	৯৪.৬৫	৭০.৬৫	৭৩.৫০	৪৯.২৬	৭৩.৫০	১৪৯.৬৫	জুন/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
			৫.৩৫					২৪.৫০	৭৬.০০		
৫৮	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জলোচ্ছাসে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডার নং ৭০ এর মহেশখালী উপজেলাধীন ধলঘাটা ইউনিয়নের সী-ডাইক রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ কক্সবাজার, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ডিসেম্বর/১৩ হতে জুন/১৫। প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কক্সবাজার পওর সার্কেল।	১৫০০.০০	০.০০	১৫০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	ব্যয় বিভাজন প্রেরন করা হয়েছে।
			০.০০					০.০০	০.০০		
৫৯	জলবায়ু পরিবর্তন ঝুকি মোকাবেলায় চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজলোয় হালদা নদীর বাম তীরে বিভিন্ন এলাকায় প্রতিরক্ষা কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ আগষ্ট/১৪ হতে জুন/১৫, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল।	৫৫০.০০	০.০০	৫৫০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
			০.০০					০.০০	০.০০		
৬০	টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলাধীন বংশাই নদীর ভাঙ্গন হতে পাঠাখালী-কোনাইবিল প্রকপ্লের বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ সংরক্ষন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ টাঙ্গাইল, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালকঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, টাঙ্গাইল পওর বিভাগ।	৯৯.৯০	০.০০	৯৯.৯০	১০০.০০	৭৫.০০	৫০.২৫	৯৯.৫০	৫০.২৫	৫০.৫০	জুন/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
			০.০০					৫০.৩০	৭৫.০০		
৬১	জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব মোকাবেলায় চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলায় পোল্ডার নং-৬৪/১এ এর গভামারা ও সরল ইউনিয়নে ক্ষতিগ্রস্থ উপকূলীয় বাঁধের বিভিন্ন অংশে ভাঙ্গা বন্ধকরন ও প্রতিরক্ষা মূলক কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৫, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল।	১২০০.০০	০.০০	১২০০.০০	১০০.০০	৩৮.৮০	০.০০	-	০.০০	০.০০	ব্যয় বিভাজন ও অর্থছাড়ের প্রস্তাব প্রেরন করা হয়েছে।
			০.০০					০.০০	৩৮.৮০		
৬২	সিলেট জেলার জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় "কানাইঘাট উপজেলার মূলাগুল ও কান্দলা নয়াবাজার নামক স্থানে লুবা নদীর তীর সংরক্ষন" প্রকল্প।প্রকল্প এলাকাঃ সিলেট, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট পওর সার্কেল।	১৯৫.৯৫	০.০০	১৯৫.৯৫	১০০.০০	২০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	ব্যয় বিভাজন ও অর্থছাড়ের প্রস্তাব প্রেরন করা হয়েছে।
			০.০০					০.০০	২০.০০		
৬৩	জলাবদ্ধতা নিরাসনকল্পে সাতক্ষীরা জেলার বেতনা নদী পূনঃখনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: সাতক্ষীরা, বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ ডিসেম্বর/১১-জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা পওর সার্কেল।	২৪৯৫.০০	৩৫১.৬৫	২১৪৩.৩৫	৫৯.৬৫	০.০০	০.০০	-	৩৫১.৬৫	৩৫১.৬৫	সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৪০.৩৫					০.০০	৪০.৩৫		
৬৪	বিষখালী প্রকল্পঃ পোল্ডার- ৫ এর বেড়ী বাঁধ	১৯৮৭.০০	২৪৩.২৩	১৭৪৩.৭৭	৫৯.৯২	২৬.৩৮	০.০০	০.০০	২৪৩.২৩	৫২৪.২৫	জুন/১৫ পর্যন্ত

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৪-১৫ অর্থ বছরের		জুন/১৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৫ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিভূত	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)					বরাদ্দের (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)		
	নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ ঝালকাঠি, বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ জুলাই/১১-জুন/১৩ , প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল।		৪০.০৮					০.০০	৬৬.৪৬		সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। আন্তখাত সমন্বয় প্রস্তাব করা হয়েছে।
৬৫	মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীর বাম তীরের ভাঙ্গন হতে বাহেরাতলা বাজার সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ মাদারীপুর, বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ জুলাই/১২ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল।	১৪৫৯.৭৪	২৭৬.৮৫	১১৮২.৮৯	৬৫.০০	৩৫.০০	২০৮.০০	১০০.০০	৪৮৪.৮৫	৪৮৪.৮৫	জুন/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
			৩৫.০০					১৭.৫৮	৭০.০০		
৬৬	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হইতে বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার উলানিয়া গোবিন্দপুর এলাকা রা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ বরিশাল, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ফেব্রুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল।	১৯৯৯.৯০	৮০১.৫২	১১৯৮.৩৮	১৭.৫০	১৭.৫০	১১৯৮.৩৮	১০০.০০	১৯৯৯.৯০	১৯৯৯.৯০	প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।
			৮২.৫০					১০০.০০	১০০.০০		
৬৭	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় মাদারীপুর জেলার সদর ও রাজৈর উপজেলায় খাল পুনঃখনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ বরিশাল, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ডিসেম্বর/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল।	৭০০.০০	০.০০	৭০০.০০	৫০.০০	৯৫.০০	৩৪৯.০০	৯৯.৭১	৩৪৯.০০	৩৫০.০০	জুন/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
			৫০.০০					৪৯.৮৬	৯৫.০০		
৬৮	পরিবেশের বিরূপ প্রভাবের ফলে মেঘনা নদীর শাখার (জহিরাবাদ খাল) ভাঙ্গন হতে জহিরাবাদ ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ চাঁদপুর, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ নভেম্বর/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ।	৫০০.০০	০.০০	৫০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
			০.০০					০.০০	০.০০		
৬৯	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া উপজেলায় খাল পূনঃখনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ গোপালগঞ্জ, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ মে/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, মাদারীপুর পওর বিভাগ।	১১৯৮.৬৪	৮৯৭.৯৫	৩০০.৬৯	১০.০০	১০.০০	১৫০.৮৬	১০০.০০	১০৪৮.৮১	১০৪৮.৮১	জুন/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
			৯০.০০					৫০.১৭	১০০.০০		
৭০	জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সিরাজগঞ্জ জেলার আওতাধীন বেতিল স্পার-১ ও এনায়েতপুর স্পার-২ পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ সিরাজগঞ্জ, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ফেব্রুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া পওর সার্কেল।	১৩০০.০০	৪০০.০০	৯০০.০০	৩৩.৬২	৯.৬২	০.০০	০.০০	৪০০.০০	৬২৫.০০	জুন/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
			৬৬.৩৮					০.০০	৭৬.০০		
৭১	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় কচা নদীর ভাঙ্গন হতে ভান্ডারিয়া উপজেলাধীন নদমূল্লা শিয়ালকাঠী ইউনিয়নের চরখালী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ পিরোজপুর, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ অক্টোবর/১৩ হতে জুন/১৫, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল।	১০০০.০০	০.০০	১০০০.০০	৯৫.০০	১০.০০	১০০.০০	৪০.০০	১০০.০০	২৫০.০০	ব্যয় বিভাজন প্রেরন করা হয়েছে।
			৫.০০					১০.০০	১৫.০০		
৭২	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর ও কাজিপুর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের (বিআরই) কিঃ মিঃ ১৩৯.০০ হতে কি মিঃ ১৬২.০০ এর মধ্যে ১৭.০০ কিঃ মিঃ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ বাঁধ পুনর্বাসন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ সিরাজগঞ্জ, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ আগস্ট/১৩ হতে জুন/১৫, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া পওর সার্কেল।	৯৯৯.৫০	১৬৬.৯১	৮৩২.৫৯	৮০.০০	৩২.৭০	০.০০	০.০০	১৬৬.৯১	৩৭৫.০৮	সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			২০.০০					০.০০	৫২.৭০		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৪-১৫ অর্থ বছরের		জুন/১৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৫ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিভূত	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)					বরাদ্দের (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)		
৭৩	রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলাধীন যমুনেশ্বরী নদীর ডান তীর সংরক্ষণ কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ রংপুর, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ এপ্রিল/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর পওর সার্কেল-১।	৫০৮.৪৮	২৫৯.৮৭	২৪৮.৬১	২৪.৩৪	১৬.৩৪	১২০.০০	৯৬.৪৬	৩৭৯.৮৭	৩৮৪.২৭	সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৭৫.৬৬					৪৮.২৭	৯২.০০		
৭৪	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা সদর উপজেলার দক্ষিণ দিঘলদী ইউনিয়নের কোড়ালিয়া বাজার, স্কুল ও সাইক্লোন সেল্টার রক্ষা কল্পে জিও-ব্যাগ ও সি.সি. ব্লক দ্বারা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ রংপুর, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ এপ্রিল/১৩ হতে জুন/১৫, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা পওর সার্কেল।	৯৯৯.৬৮	২৩০.২৯	৭৬৯.৩৯	৬৮.৫০	২৪.৯৭	২২২.১৫	৬৩.৫০	৪৫২.৪৪	৫৮০.১৩	১ম কিস্তির অর্থ ছাড় হয়েছে।
			৩১.৫০					২৮.৮৭	৫৬.৪৭		
৭৫	জলবায় পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার মোলার হাট বাজার (রামারপোল ও আলিমাবাদ) এলকা রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ মাদারীপুর, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল।	৪০০.০০	০.০০	৪০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	মেয়াদ জুন/১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।
			০.০০					০.০০	০.০০		
৭৬	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় মধুমতি নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে গোপালগঞ্জ জেলাধীন গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ডুবশী মোলাপাড়া এলাকা রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ গোপালগঞ্জ, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ এপ্রিল/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল।	৩০০.০০	০.০০	৩০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
			০.০০					০.০০	০.০০		
৭৭	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া ও টুংগীপাড়া উপজেলাধীন খাল সমূহ পুনঃ খনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ গোপালগঞ্জ, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ডিসেম্বর/১৩ হতে জুন/১৫, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল।	৫০০.০০	০.০০	৫০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
			০.০০					০.০০	০.০০		
	বাপাউবো (সার্বিক)	**৭৬৯৫০.১৮**	**৩০৪৪১.৭৫**	**৪৫৩১১.৩৭**			**৭২৫২.২৪**		**৩৭৬৯৩.৯৯**	**৩৯৪১১.১৮**	

পরিশিষ্ট-৪

পরিশিষ্ট-৪

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সংস্থাসমূহের ওয়েবসাইটের ঠিকানা

ক্রমিক সংখ্যা	সংস্থার নাম	ওয়েবসাইটের ঠিকানা
১	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	www.mowr.gov.bd
২	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	www.bwdb.gov.bd
৩	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	www.warpo.gov.bd
৪	যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ	www.jrcb.gov.bd
৫	নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট	www.rri.gov.bd
৬	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড	www.bhwdb.gov.bd
৫	ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং	www.iwmbd.org
৬	সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস	www.cegisbd.com

পাবনা জেলার বেড়া পাম্প হাউজ

সিরাজগঞ্জে ক্যাপটাল ড্রেজিং প্রকল্পে নির্মিত ক্রসবারের প্রতিরক্ষা কাজ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা